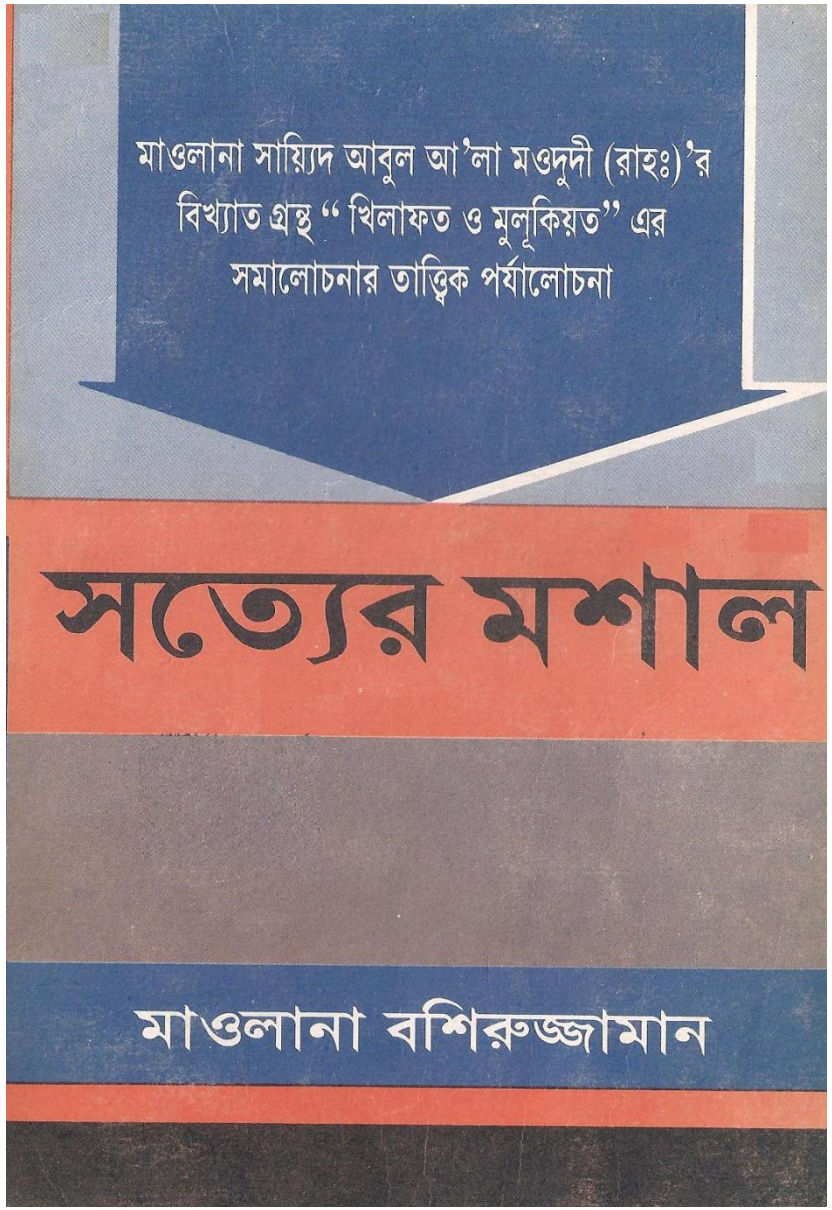

প্রকাশক

মুসলিম মহিলা সমাজ

সোয়াম্পী, এস.ওয়ালেস.

ইউ. কে.

প্রকাশ কাল

প্রথম সংস্করণ

চৈত্র ১৪০০ বাংলা

শাওয়াল ১৪১৪ হিজরী

এপ্রিল'১৯৯৪

অক্ষর বিন্যাস ও অলংকরণে ঃ **মোঃ ফেরদৌস আলম**

মুদ্রণেঃ আল-মদীনা কম্পিউটার্স,

২/৫ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

মূল্য - নিউজ ঃ ৩০.০০ টাকা

সাদা ঃ ৩৮.০০ টাকা

লিখক কর্তৃক সর্বস্বত্ত সংরক্ষিত।

প্রাপ্তির স্থান

আল-আমীন লাইব্রেরী, কুদরত উল্লা মার্কেট,সিলেট

আল-মদীনা কম্পিউটার এন্ড ফটোষ্ট্যাট

রকিব এন্ড ব্রাদার্স, বুদরত উল্লা মার্কেট,সিলেট।

নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

শিন্ধিরিয়া **লাইব্রেরী,** কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

প্রফেসরস বুক কর্ণার, ১৯১, বড় মগবাজার ঢাকা।

জামায়াতে ইসলামী প্রকাশনী, বড় মগবাজার ঢাকা।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান রাববুল আলামীনের, যিনি মানুষকে দান করেছেন জ্ঞান, এবং যোগ্যতা দিয়েছেন হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার। অতঃপর বিংশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক, বিশ্ব বিশ্রুত প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব মাওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহঃ) এর গ্রন্থ রাজির মধ্যে "খিলাফত ও মুলূকিয়ত" একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থটি এক দিকে যেমন সুধীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে বিস্তর, অন্য দিকে এক বিশেষ মহলের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীনও হয়েছে প্রচুর। মাওলানা তাঁর উক্ত গ্রন্থে ইসলামী খিলাফতের সত্যিকার ধারণা,এর বৈশিষ্ট, ইসলামী খিলাফত এবং রাজতন্ত্রের পার্থক্য এবং ইসলামী খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হলে কিকি পরিবর্তন সূচীত হয়, এর একটা বিশদ বর্ণনা অতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি বাধ্য হয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়ের কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেন।এর উপর ভিত্তি করে ঐ বিশেষ মহল তাঁকে সাহাবা বিদ্বেষী, খারেজী এমনকি ইয়াহুদী বলতে ও দ্বিধা বোধ করেনি। আমি আমার উক্ত বইতে কয়েকটি মাসআলার উপর তথ্যভিত্তিক আলোচনা করে এটাই দেখাতে চেয়েছি যে, মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) এসব মাসআলার ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে যা বলেছেন, অবিকল এ রকম কথা এমনকি এর চেয়ে আরও শক্ত কথা অনেক সাহাবী, তাবিয়ী, মুহাদ্দিসীন, মুফাসিসরীন এবং উলামায়ে মুহাক্ কি কীন রাও বলেছেন। সুতরাং তারা যদি এতে (নাউজু বিল্লাহ) সাহাবা বিদ্বেষী, খারেজী, ইয়াহুদী না হন, তাহলে মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) হবেন কোন যুক্তিতে? তা ছাড়া মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) কে এসব বলা হলে পরোক্ষ ভাবে ঐ সব মনিষী বৃন্দ কেও তা বলা হচ্ছে । আর এটা প্রকাশ্য গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়।

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একজন মর্যাদাশীল সাহাবী। অন্য দিকে তাঁর থেকে যে সমস্ত ভুল ত্রুটি প্রকাশিত হয়েছে তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর এসব ভুল ত্রুটি তাঁকে হেয় করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা কোন ক্রমেই জাইয নয় । মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বাধ্য হয়ে তাঁর কয়েকটি ভুলের উল্লেখ করেছেন। আর আমি আমার বইতে এনিয়ে আলোচনা করেছি শুধু মাত্র এটা প্রমাণ করার জন্য যে, মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) এসব বর্ণনা করে কোন অপরাধ করেননি। বরং ইলমী প্রয়োজনে তাঁর মত অতীতে ও অসংখ্য উলামায়ে কিরাম হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর ভুল ত্রুটি বর্ণনা করেছেন, বর্তমানে ও করছেন এবং ভবিষ্যতে ও করবেন। তাঁর দোষ ত্রুটি প্রকাশ করা কিংবা তাঁকে হেয় করা (নাউজুবিল্লাহ) আমার উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সকল ভুল ত্রুটি মাফ করে দেবেন, রাসূল (সাঃ) এর বিভিন্ন বাণী থেকে এটাই বুঝা যায়।তাঁর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্র যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল তাঁর ক্ষমা লাভের জন্য এটাই যথেষ্ট বলে মনে হয়।সুতরাং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে কোথাও কোন বর্ণনা পেলে তাঁর প্রতি মন খারাপ করা কোন ক্রমেই ঠিক হবেনা ।

যারা বইটি প্রকাশে নানা ভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ ভাবে মুহতারামা আ'বীদা হক ও মুহতারমা করফুল নিসার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁদের একান্ত প্রচেষ্টায় বইটি প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। তাই উক্ত বইতে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। কারো কাছে কোন প্রকার ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন। কৃতজ্ঞতার সহিত শুধরিয়ে নেব। পরিশেষে আল্লাহ রাববুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমীন।

বিনীত

লিখক।

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণের মাসআলাঃ ৯
মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) এর বর্ণনা ১০
মাওলানার বর্ণনা থেকে যা বুঝা যায় ১০
মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) এর সমালোচনা কারীদের বক্তব্য ১০
কুরআনের আলোকে মুসলমান ও কাফিরের ওরাসাত ১১
হাদীসের আলোকে মুসলমান ও কাফিরের ওয়ারাসত ১২
মুসলমান ও কাফিরের ওরাসাত সম্পর্কে আইম্মায়ে
মুজতাহিদীন ও উলামায়ে মুহাককিকীনের বর্ণনা ও অভিমত ঃ ১২
কুরআন শরীফে বিদআত শব্দের অর্থ ১৬
হাদীসে রাসূলে বিদআতের সজ্ঞা ১৭
বিভিন্ন মনিষীদের দৃষ্টিতে বিদআতের সংজ্ঞা ১৭
যারা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বিভিন্ন ফায়সালাকে বিদআত আখ্যা দিয়েছেন ঃ ২০
মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) এর সমালোচনা কারীদের বক্তব্যের জবাব ঃ ২৪
সমালোচনা কারীদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করা দুটি হাদীস সম্পর্কে উলামায়ে
কিরামের অভিমত ঃ ২৪
দ্বিতীয় সুন্নাত প্রসঙ্গ ঃ ২৮
হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে একটি সহী হাদীস ঃ ৩২
হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে ইমাম শাওকানীর উক্তি ঃ ৩৩
হযরত মুআবিযা (রাঃ) সম্পর্কে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভীর বর্ণনা। ৩৪

হযরত আলী (রাঃ) এবং আহলে বায়েত কে গালি গালাজ দেয়া প্রসঙ্গ ঃ ৩৫
মাওলানার বক্তব্য ঃ ৩৫
মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ ৩৬
মাওলানার সমালোচনাকারীদের বক্তব্য ঃ ৩৬
হযরত আলী (রঃ) কে গালিগালাজ দেয়া প্রসঙ্গে একটি সহী হাদীসঃ ৩৭
হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ দেয়া সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বর্ণনাও উক্তি ঃ ৪০

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক যিয়াদ কে নিজ পিতার সাথে মিলানোর ঘটনা ঃ ৫৩
মাওলানার বক্তব্য ঃ ৫৩
মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ ৫৪
মাওলানার সমালোচনাকারীদের বক্তব্য ঃ ৫৫
যিয়াদের বংশধারা সম্পর্কে একটি সহী হাদীস ঃ ৫৫
যিয়াদের বংশধারা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও উক্তি ঃ ৫৬

ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তির ব্যাপার ঃ ৬৯
মাওলানার বক্তব্য ৬৯
মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায় ঃ ৭২
মাওলানার সমালোচনা কারীদের বক্তব্য ঃ ৭২
স্থলাভিষিক্তির ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের নীতি ৭৩
নেক নিয়ত প্রসঙ্গ ৭৪
ভয় ভীতি ও লোভ লালসা প্রসঙ্গ ঃ ৭৬
একটি সহী হাদীস ৭৬
আল্লামা ইবনুল আসীরের বর্ণনা ঃ ৭৭
লোভ লালসা প্রসঙ্গে ইমাম মুহিউদ্দিন নববীর বর্ণনা ঃ ৭৮
হাফিজ ইবনে কাসীরের বর্ণনা ৭৮
ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তি সম্পর্কে একটি সহী হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য উলামা
কিরামের বর্ণনা ও উক্তিঃ ৭৯
ইয়াযীদের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও উক্তিঃ ৯৩

হযরত হুজর বিন আ'দী (রাঃ) কে হত্যার ঘটনা ঃ ৯৮
মাওলানার বক্তব্য ঃ ৯৮
মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায় ঃ ১০০
মাওলানার সমালোচনাকারীদের বক্তব্যঃ ১০১
বাগী বা রাষ্ট্রদ্রোহীর সংজ্ঞা ১০১
কুরআন-হাদীস এবং উলামায়ে মুহাক্কীনদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহীর শাস্তিঃ ১০৬
কাউকে হত্যার ব্যাপারে হাদীসে রাসূলঃ ১০৮
হযরত হুজুর (রাঃ) এর অপরাধ (?) ১০৯

সাক্ষ্য গ্রহণের নামে প্রহসনঃ ১১১
হযরত হুজুর (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যার ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবী, তাবেয়ী ও উলামায়ে কিরামের প্রতিক্রিয়া ও উক্তিঃ ১১৪
হযরত হুজুর (রাঃ)কে হত্যার জন্য হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর আফসোস প্রকাশঃ ১২৩

রক্ত মুল্যের ব্যাপারঃ ১২৪

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর বক্তব্যঃ ১২৪
মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ ১২৪
মাওলানার সমালোচনা কারীদের বক্তব্যঃ ১২৪
কুরআনের আলোকে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের দিয়ত বা রক্ত মুল্যঃ ১২৪
চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের দিয়ত বা রক্ত মুল্য সম্পর্কে ইমাম যুহরীর উক্তিঃ ১২৭

গণীমতের মাল বন্টনের মাসআলাঃ ১৩০

মাওলানার বক্তব্যঃ ১৩০
মাওলানা বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ ১৩০
সমালোচনা কারীদের বক্তব্যঃ ১৩১
কু'রআনের দৃষ্টিতে গণীমতের মালের হুকুমঃ ১৩১
হাদীসের দৃষ্টিতে গনীমতের মালের হুকুমঃ ১৩১
গণীমতের মালের ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নির্দেশ এবং উলামায়ে কিরামের বর্ণনাঃ ১৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلا هادى له . ونشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله – اما بعد! فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . وصل الله على سيدنا ونبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الاخيار الابرار –

مسئلہ توریث مسلم من الکافر

মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণের মাসআলাঃ

মাওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) তার খিলাফত ও মুলূকিয়ত নামক বিখ্যাত গ্রন্থে খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হলে কি কি পরিবর্তন সুচিত হয়, তা দেখাতে গিয়ে তিনি কয়েক টি পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি হল

قانون کی بالاتری کا خاتمہ

বা আইনের সাবভৌমত্বের অবসান। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়কার কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। এর মধ্যে একটি হল-

توریث مسلم من الکافر

অর্থাৎ মুসলমানকে কফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করা। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) বলেনঃ

✎ মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর বর্ণনাঃ

امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء راشدین کے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے نہ مسلمان کافر کا- حضرت معاویہ (رض) نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا . حضرت عمر بن عبد العزیز آکر اس بدعت کو موقوف کیا - مگر ھشام بن عبد الملك نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا - (خلافت وملوکیت صفحہ ١٧٣)

ইমাম যুহরীর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং চারজন খুলাফায়ে রাশিদীনের যামানায় এ নীতি চলে আসছিল যে, কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারত না, আর মুসলমান হতে পারত না কাফেরের ওয়ারিস্। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর শাসনামলে মুসলমান কে কাফেরের ওয়ারিস নির্ধারিণ করেছেন, কিন্তু কাফেরকে মুসলমানের ওয়ারিস নির্ধারণ করেননি। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয এসে এ বিদআত কে রহিত করেন। কিন্তু হেশাম বিন আব্দুল মালিক এসে তার খান্দ ানের ঐতিহ্য কে পুনর্বহাল করেন। (খিলাফত ওয়া মুলূকিয়ত, পৃষ্ঠা ১৭৩)

মাওলানার বর্ণনা থেকে যা বুঝা যায়-

(১) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করা সুন্নাতে রাসুল (সাঃ) এবং খুলা ফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের খেলাফ।

(২) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর এরূপ করা হল বিদআত।

মওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর সমালোচনা কারীদের বক্তব্যঃ

(১) হযরত মুআবিয়া রাঃ) কর্তৃক মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিস নির্ধারণ করা সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশিদীনের খেলাফ নহে বরং এটা ছিল তাঁর ইজতিহাদ ভিত্তিক দ্বিতীয় সুন্নাত ।

(২) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক এরূপ করা কোন ক্রমেই বিদআত নয়, বরং এটাই সুন্নাত । চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে কেউ এটাকে বিদ আত বলেনি।একমাত্র মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এটাকে বিদআত বলার ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছেন। আর এটা তার সাহাবা বিদ্বেষের স্পষ্ট প্রমাণ।

সম্ম ানিত পাঠকবৃন্দ ! আসুন আমরা কুরআন হাদীসের মাপকাঠিতে, ইসলামী শরীয়তের নির্ভরযোগ্য কিতাবের মাধ্যমে, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং উলামায়ে মুহাক্কি'কীনের মতামতের ভিত্তিতে মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর বক্তব্য কে যাচাই করে দেখি, সত্যিই কি তাঁর বক্তব্য ধৃষ্ঠতা পূর্ণ এবং সত্যিই কি তিনি সাহাবা বিদ্বেষী। আর এর সাথে সমালোচনা কারী দের বক্তব্যকে ও একটু পরখ করে দেখি তা কতটুকু যথার্থ।প্রথমে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করে দেখি, মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে কি না ?

✎ কুরআনের আলোকে মুসলমান ও কাফিরের ওরাসাত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও রাসত সম্পর্কীয় আইন শুধু মাত্র মুসলমানদের উদ্দেশ্য নাযিল করেছেন। এ সম্পর্কীয় আইন বর্ণনার প্রারম্ভে ই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন-

"يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ"

"আল্লাহ তোমাদের কে নির্দেশ দিচ্ছেন''। এতে বুঝা গেল এ আইন শুধু মুসলমানদের মধ্যেই কার্য্যকর হবে। একজন মুসলমান আরেক মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান কোন কাফিরের বা কোন কাফির কোন মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে না। ওরাসত সম্পর্কীয় আয়াত গুলো নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে ওরাসত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু মাত্র এ সুযোগ রাখা হয়েছে যে, একজন মুসলমান আহলে কিতাবীদের মেয়ে বিবাহ করতে পারবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন;

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْنَ اَخْدَانٍ - (المائدة . ٥)

আহলে 'কিতাবীদের সতিস্বাধ্বী নারী তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। যখন তোমরা মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। কাম বাসনা চরিচার্থ করার জন্য নয়।কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়।(সূরা মায়েদা, আয়াত নং-৫)

কিন্তু কুরআনে শরীফের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কোন মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারবে।

✍ হাদীসের আলোকে মুসলমান ও কাফিরের ওরাসাত

عن اسامة بن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لايرث المسلمُ الكافرَ ولاالكافرُ المسلمَ - (متفق عليه)

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলের করীম (সঃ) বলেছেন, কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না, এবং কোন কাফির ও কোন মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوارث اهل الملتين شتّى - (ابوداؤد)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলে করীম (সঃ) বলেছেন দুই ভিন্ন মিল্লাতের (মিল্লাতে ইসলাম এবং মিল্লাতে কুফর) অনুসারী একে অন্যের ওয়ারিস হতে পারে না। (আবুদাউদ)

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ !কুরআন শরীফ এবং সহী হাদীস দ্বারা পরিস্কার ভাবে প্রমাণিত হল যে, একজন কাফির যেমন কোন মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না, ঠিক তেমনি একজন মুসলমান ও কোন কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না। রাসূলে করীম (সাঃ) এর সময় থেকে খুলাফায়ে রাশিদীনের শেষ সময় পর্যন্ত এ নীতিই চালু ছিল। সুতরাং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করাকে মাওলানা মওদুদী (রাহ) যে সুন্নাতের খেলাফ বলেছেন, তাতে কুরআন হাদীসের নির্দেশই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

✍ মুসলমান ও কাফিরের ও রাসত সম্পর্কে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও উলামায়ে মুহাক্কিকীনের বর্ণনা ও অভিমতঃ

○ ইমাম আহমদ (রাহঃ) এর অভিমতঃ

فان احمد قال ليس بين الناس اختلاف فى ان المسلم لايرث الكافر - (المغنى جـ ٦ صـ ٢٩٤ مطبوعـ دار المنار)

ইমাম আহমদ (রাহঃ) বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না। আল্‌মুগনী ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ২৯৪

○ ইমাম ইবনে হাযাম এর অভিমতঃ

لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم المرتد - (المحلى جـ ٩ صـ ٣٠٤)

ইমাম ইবনে হাযাম বলেন, মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না, ঠিক এমনি কাফির ও মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না। এমন কি মুরতাদ হলেও না। (আল্ মুহাল্লা ৯ম খন্ড পৃঃ ৩০৪)

○ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাকীহ আবু বকর আল্ জাস্‌সাস এর বর্ণনাঃ

فاما ميراث المسلم من الكافر فان الائمة من الصحابة متفقون على نفى التوارث بينهما وهو قول عامة التابعين وفقهاء الامصار ..... قال داؤد فلما قدم عمربن العبد العزيز ردهم الى الامر الاول وروى هشيم عن مجالد عن الشعبى ان معاوية كتب بذالك الى زياد يعنى توريث المسلم من الكافر فلما امره زياد بما امره قضى بقوله فكان شريح اذا قضى بذالك قال هذاقضاء امير المؤمنين وقد روى الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوارث اهل ملتين شتى وفى لفظ لايرث المسلم الكافرولاالكافر المسلم.وروى عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوارث اهل ملتين فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم ولم يرو عن النبى صلى الله عليه وسلم خلافه فهو ثابت الحكم فى استقاط التوارث بينهما - (احكام القران جـ ٢ صـ ١٢٣ المطبعة البهيئة مصر)

নেতৃস্থানীয় সকল সাহাবায়ে কিরাম বলেন, মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না। আর এটাই সাধারণ ভাবে সকল তাবিয়ীন ও ফুকাহাদের মত। দাউদ বলেন, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি জনগণের মধ্যে রাসুল (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের নীতি পুনরায় চালু করেন। হাশীম

মাজালিদ থেকে এবং তিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদকে লিখলেন, তিনি যেন মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করেন। যিয়াদ কাজী শুরাইহ কে ডেকে এভাবে করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কাজী শুরাইহ ইতিপূর্বে মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করতেন না। যিয়াদের নির্দেশ পেয়ে তিনি এভাবে ফায়সালা করতে লাগলেন। কিন্তু এমন ফায়সালার আগে তিনি বলতেন, এটা আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর ফায়সালা। অথচ যুহরী আলী বিন হোসাইন থেকে, তিনি আমর বিন উসমান থেকে এবং উনি উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন '' দুই ভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী একে অন্যের ওয়ারিস হতে পারেনা।'' এবং অন্য বর্ণনায় আছে, মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না, এমনি ভাবে কাফির ও মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারেনা। আমর বিন শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন দুই ভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী একে অন্যের ওয়ারিস হতে পারে না। এ বর্ণনা গুলো মুসলমানকে কাফিরের এবং কাফির কে মুসলমানের ওয়ারিস নির্ধারণ করতে নিষেধ করতেছে। এর বিপরীত কোন বর্ণনা রাসুল (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি। অতএব এভাবে দুই ভিন্ন মাযহাবের অনুসারী দের মধ্যে ওরাসাত বিলুপ্ত ওয়ার হুকুম প্রমাণিত হয়ে গেল। (আহকামুল কুরআন ২য় খন্ড পৃঃ ১২৩)

○ ইবনে কুদামার বর্ণনা ও অভিমতঃ

اجمع اهل العلم على ان الكافر لايرث المسلم وقال جمهور الصحابة والفقهاء لايرث المسلم الكافر- يروى هذا عن ابى بكر وعمر وعثمان وعلى واسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم وبه قال عمروبن عثمان وعروة والزهرى وعطا وطاوس والحسن وعمربن عبد العزيز وعمروبن دينار والثورى وابوحنيفة واصحابه ومالك والشافعى وعامة الفقهاء وعليه العمل -

(المغنى جـ ٦ ص ٢٩٤ مطبرعـ دار المنار)

সকল আহলে ইলম একমত যে, কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না। জমহুর সাহাবা ও ফুকাহা বলেছেন মুসলমান ও কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না। হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, উসামা বিন যায়েদ এবং জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে এটাই বর্ণিত। এমনি ভাবে আমর বিন উসমান, উরওয়া, যুহরী, আতা, তাউস, হাসান, উমর বিন আব্দুল আযীয, উমর বিন দীনার, সাওরী, ইমাম

আবু হানিফা ও তাঁর সাথীরা, ইমাম মালিক, ইমাম শফিয়ী (রাহিঃ) এবং সাধারণ ভাবে সকল ফুকাহা এটাই বলেছেন। এবং এর উপরই সকলের আমল। (আলমুগনী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৯৪)

○ ইবনে কুদামার নিজস্ব অভিমতঃ

ولنا ماروى اسامة بن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال "لايرث الكافر المسلم ولاالمسلم الكافر" متفق عليه - وروى ابوداؤد باسناده عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لايتوارث اهل ملتين شتى" ولان الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لايرث الكافر المسلم -

(المغنى جـ ٦ ص ٢٩٥ مطبوعـدار المنار)

আর আমাদের দলীল হল, হযরত উসামা বিন যায়েদ(রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস '' রাসুল (সাঃ) বলেছেন, কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না, এমনি ভাবে মুসলমান ও কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না" এবং আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত হাদীস '' দুই ভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী একে অন্যের ওয়ারিস হতে পারে না।'' তাছাড়া মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে ওরাসাত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাই একে অন্যের ওয়ারিস হতে পারবে না। (আলমুগনী, ৬ ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৯৫)

○ মুল্লা আলী ক্বারীর অভিমতঃ

মুল্লা আলী ক্বারী হযরত উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের (রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না এবং কাফির ও মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না।) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন- যারা মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারিত করেন, তারা রাসুল (সাঃ) এর হাদীস ঃ

"الاسلام يعلو ولايعلى عليه"

''ইসলাম সর্বদা বিজয়ী থাকে পরাজিত হয় না'' এ হাদীস কে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। এর পর তিনি উল্লেখ করেনঃ

وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والمراد من حديث الاسلام فضل الاسلام على غيره ليس فيه تعرض للميراث فلايترك النص الصريح -

(مرقاة شرح مشكواة . باب الفرائض)

এবং জমহুর উলামার দলীল হল হযরত উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস (মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না ...) আর ''ইসলাম সর্বদা বিজয়ী থেকে ....'' এ হাদীসের অর্থ হল অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের মর্যাদা অনেক উচ্চে। ওরাসাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং হাদীসের পরিষ্কার হুকুম কে পরিত্যাগ করা জাইয নয়। অর্থাৎ মুসলমান কখন ও কাফিরের ওয়ারিস হতে পারবে না। (মিরকাত, ফরাইয অধ্যায়)

পাঠকবৃন্দ ! আশাকরি লক্ষ্য করেছেন, মাওলানা মওদুদী (রাহ) এর কথা মোটেই ভিত্তিহীন নহে, বরং এর পিছনে কুরআন হাদীসের শক্ত দলীল এবং এর সমর্থনে জমহুর সাহাবা, তাবিয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও উলামায়ে মুহাক্কিকীনের অভিমত ও রয়েছে।

এখন আসুন '' বিদআত'' প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি। মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করাকে যে বিদআত বলেছেন, এটা কি সত্যিই ধৃষ্টতা পূর্ণ? না এর পিছনে শরীয়েতের কোন দলীল আছে? প্রথমে আমরা কুরআন হাদীসে এবং বিভিন্ন উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে বিদআত শব্দের অর্থ কি? এবং এর সংজ্ঞা ই বা কি? এ নিয়ে আলোচনা করি।

○ কুরআন শরীফে ''বিদআত'' শব্দের অর্থঃ

কুরআন শরীফে মোট চার জায়গায় বিদআত শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

(১) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (بقرة ١١٧)

'' আসমান যমীনের সম্পূর্ণ নবউদ্ভাবন কারী। তিনি যখন কোন কিছুর ফায়সালা করেন, তখন শুধু বলেন ''হও'' আর অমনি তা হয়ে যায়। (বাকারা-আয়ত নং-১১৭)

(٢) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَّخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - (الانعام-١٠١)

'' তিনি তো আসমান যমীনের নব সৃষ্টিকারী। তাঁর সন্তান হবে কোথেকে, কেমন করে হবে তাঁর স্ত্রী? তিনিই তো সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সর্ব বিষয়ে অবহিত (আনআম-১০১)

(٣) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ - (احقاف ٩)

বল হে নবী, আমি কোন অভিনব প্রেরিত ও নূতন কথা প্রচারক নবী হয়ে আসিনি। আমি নিজেই জানি না আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে, আর তোমাদের সাথে কি করা হবে তাও আমার অজ্ঞাত। (সূরা আহকাফ-৯)

(٤) وَرَهْبَانِيَّةَ ِابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ -(الحديد ٢٧)

''এবং অত্যধিক ভয়ের কারণে গৃহীত কৃচ্ছ সাধনা ও বৈরাগ্য নীতি তারা নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে। আমরা এ নীতি লিখে তাদের উপর ফরয করে দেইনি। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি সন্ধান কে ই তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। (আল-হাদীদ)-২৭)

উপরোক্ত চারটি আয়াতে ''বিদআত'' ''নূতন'' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা রাগীব বিদআত শব্দের অর্থ লিখেছেনঃ

انشاء صنعة بلا اعتداءٍ واقتداءٍ (مفردات)

কোন রূপ নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুকরণ ও অনুসরণ না করেই কোন কার্য নুতন ভাবে সৃষ্টি করা। (মুফরাদাত)

○ হাদীসে রাসূলে বিদআতের সংজ্ঞাঃ

قال النبى صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة

- (مسلم،نسائى،ابوداؤد،ابن ماجة)

নবীয়ে করীম (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত জিনিসই বিদআত। (মুসলিম, নাসায়ী, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ)

○ বিভিন্ন মনিষীদের দৃষ্টিতে বিদআতের সংজ্ঞাঃ

০ ইমাম নববী বলেনঃ

البدعة كل شيئ عمل على غير مثال سبق - (شرح مسلم)

বিদআত এমন সব কাজকে বলা হয় যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। (শারহে মুসলিম)

০ আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী বলেনঃ

احداث مالم فی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - (مرقاة جـ١ صـ٢١٦)

রাসূলের যুগে ছিল না এমন সব নীতি ও পথকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে প্রবর্তন করার নাম বিদআত। (মিরকাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২১৬

০ ইমাম শাতেবী লিখেনঃ

يقال ابتدع فلان بدعة يعنى ابتدء طريقة لم يسبقه اليها سابق.

(الاعتصام حـ١صـ١٨)

আরবী ভাষায় বলা হয় অমুক লোক বিদআত করেছে। আর এর অর্থ বুঝা হয় অমুক লোক এক নুতন পন্থার উদ্ভাবন করেছে, যা ইতিপূর্বে করোর দ্বারাই অনুসৃত হয়নি।(ইতিসাম, ১ম খন্ড, পৃঃ-১৮

তিনি আরও বলেনঃ

ان البدعة الحقيقة التى لم يدل عليها دليل شرعى لامن كتاب ولامن سنة ولا اجماع ولا استدلال معتبر عند اهل العلم ولا فى الجملة ولافى التفصيل ولذالك سميت بدعة لانها مخترع على غير مثال سابق - (الاعتصام جـ ٢)

প্রকৃত ও সত্যিকারের বিদআত তাই, যার স্বপক্ষে ও সমর্থনে শরীয়তের কোন দলীল নেই। না আল্লাহর কিতাব, না রাসূলের হাদীস, না ইজমার কোন দলীল, না এমন কোন দলীল পেশ করা যায় যা বিজ্ঞ জনের নিকট গ্রহণ যোগ্য। না মোটামুটি ভাবে, না বিস্তারিত ও খুটিনাটি ভাবে। এ জন্যে এর নাম দেওয়া হয়েছে বিদআত। কেননা তা মন গড়া, স্বকল্পি ত, শরীয়তে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

০ ইমাম খাত্তাবী বলেনঃ

وكل شيئ احدث على غير اصل من اصول الدين وعلى غير مثاله وقياسه واماما كان مبنيا على قواعد الاصول ومردود اليها.فليس ببدعة ولاضلالة - (معالم السنن حـ ٤ ص ٣٠١)

''যে মত বা নীতি দ্বীনের মুল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, নয় কোন দৃষ্টান্ত ও কিয়াস সমর্থিত, এমন যা-ই নব উদ্ভাবিত হবে তা-ই বিদআত। কিন্তু যা দ্বীনের মুল নীতি মোতাবেক এবং এরই ভিত্তিতে গঠিত, তা বিদআত ও নয়, গোমরাহী ও নয়। (মুআলিমুস সুনন, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩০১)

সম্মানিত পাঠকঃ কুরআন-হাদীস এবং বিভিন্ন মনিষীদের দৃষ্টিতে দ্বীনের ক্ষেত্রে নূতন কিছু উদ্ভাবন করার নামই বিদআত। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই পরিষ্ক ার ভাবে বুঝা গিয়েছে। আর রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

" من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد " - (بخارى . مسلم)

'' যে ব্যক্তি আমার এই প্রবর্তিত দ্বীনে নূতন কিছু উদ্ভাবন করবে তা-ই প্রত্যাহৃত হবে।'' (বুখারী, মুসলিম) আর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক মুসলমান কে কাফিরের উত্তরাধিকার নির্ধারণ করার নীতি রাসুল (সাঃ) এবং খু লাফায়ে রাশিদীনের নীতির বিপরীত এবং সম্পূর্ণ নব উদ্ভাবিত। সুতরাং এটা কি করে গ্রহণ যোগ্য হবে? এবং এটাকে বিদআত না বলে কি বলা যায়? আপনারাই বলুন। মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নীতিকে বা অন্য কোন সাহাবীর কোন নীতি কে কেউ বিদআত বলেনি। শুধু মাত্র মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) ই এ দুঃসাহস দেখিয়েছেন। পাকিস্তানের **মাওলানা ত্বকী উসমানী** সাহেব তাঁর '' **হযরত মুআবিয়া আওর তারিখী হাকা'ইক** নামক কিতাবে লিখতেছেনঃ

اور چوده سو سال کےعرصے میں کوئی ایک فقیہ ہماری نظر سے نہیں گزرا جس نے اس قول کو بدعت قرار دیا ہو -

(حضرت معاویہ(رض)ور تاریخی حقائق صفحہ ١٥٥)

এবং চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে এমন কোন ফাকিহ ও পাওয়া যায়নি, যিনি এ কথাকে (হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করা) বিদআত আখ্যা দিয়েছেন। (হযরত মুআবিয়া আওর তারিখ হাকাইক, পৃঃ১৫৫

০ **তিনি আর ও লিখেছেনঃ**

اور نہ چوده سو سال میں آج تک کسی صحابی کے فقہی مسلك کو خواه وه بظاہر نظر کتناھی کمزور کیوں نہ معلوم ہو، بدعت قرار دیا گیا ہے.(ص١٥٩)

এবং না চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে আজ পর্যন্ত কেউ কোন সাহাবীর ফেকাহী দৃষ্টি ভঙ্গিকে বিদ আত আখ্য দিয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা যতই না দুর্বল মনে হউক। (পৃঃ১৪৯)

জানি না ত্বকী উসমানী সাহেব এ কথা গুলো অজ্ঞতা বশতঃ বলেছেন না গায়ের জোরে? তবে দেখা যাক, চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে কেউ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কোন ফায়সালা কে বিদআত বলেছেন কিনা?

✎ যারা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বিভিন্ন ফায়সালা কে বিদআত আখ্যা দিয়েছেনঃ

০ বিখ্যাত তাবিয়ী হযরত মসরুক (রাহঃ) বলেনঃ

ما احدث فى الاسلام قضية اعجب من قضية قضاها معاوية قال كان يورث المسلم من يهودى والنصرانى ولايورث اليهودى والنصرانى من المسلم –

(احكام القران للجصاص ، ص ١٢٣ جـ٢ المطبعة البهيئة مصر)

ইসলামের মধ্যে এর চেয়ে নব উদ্ভাবিত ফায়সালা আর নেই, যে ফায়সালা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) করেছেন। তিনি মুসলমানকে ইয়াহুদী ও নাসারার ওয়ারিস নির্ধারিত করেছেন, কিন্তু ওদের কে মুসলমানের ওয়ারিস নির্ধারিত করেননি। (আহকামুল কুরআন, লিল জাস্‌সাস ২য় খন্ড, পৃঃ১২৩)

উল্লেখ্য যে, একটু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন সকল নবউদ্ভাবিত জিনিসই বিদআত। যদিও হযরত মসরুক বিদআত শব্দ ব্যবহার করেননি, তবে সবার কাছে পরিষ্ক ার যে তিনি এটাকে বিদআতই বলতে চেয়েছেন।

০ আল্লামা সাদরুশ্‌ শারিআ বলেনঃ

ذكر فى المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة واول من قضى به معاوية –

(التوضيع والتلويح مطبوعـ نولكشور صـ٣١١)

মবসুত নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক সাক্ষি ও এক কসমের (শপথ) উপর ভিত্তি করে ফায়সালা করা বিদআত। আর সর্ব প্রথম যিনি এ ফায়সালা করেছেন, তিনি হলেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)।(আত্‌তাওজিহ ওয়াত্‌তালবিহ পৃঃ৩১১)

০ ইমাম মুহাম্মদের বর্ণনা ও ইমাম যুহরীর উক্তি ঃ

ذكر ابن ابى ذئب عن ابن الشهاب الزهرى قال سألته عن اليمين مع الشاهد فقال بدعة واول من قضى به معاوية – (مؤطا امام احمد.باب اليمين)

ইবনে আবী যিব বর্ণনা করেন, তিনি ইমাম যুহরীকে এক কসম ও এক সাক্ষির উপর ভিত্তি করে ফায়সালা করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ইমাম যুহরী বলেন, এটা বিদআত। আর সর্ব প্রথম যিনি এ ফায়সালা করেন তিনি হলেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্ম দ, কসম অধ্যায়)

০ মাওলানা আবুল হাসনাত আব্দুল হাই লৌকনৌভী,ইমাম মুহাম্ম দের উক্ত বর্ণনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেনঃ

قال ابن ابى شيبة حدثنا حمادين خالد عن ابى ذئب عن الزهرى قال هى بدعة واول من قضى بها معاوية – (المؤطا امام احمد مع التعليق المجدص٣٦١

ইবনে আবী শাইবা হাম্মাদ বিন খালিদ থেকে, এবং তিনি আবী যিব থেকে, তিনি ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ফায়সালা হল বিদআত। এবং সর্ব প্রথম হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ই এ ফায়সালা করেছেন। (আত্‌ তালিকুল মুমাজ্জদ পৃঃ৩৬১)

وفى مصنف عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى قال هذا شيئ احدثه الناس لابد من الشاهدين –

এবং মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক নামক কিতাবে আছে তিনি মা'মর থেকে এবং উনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেনঃ এ ধরণের ফায়সালা লোকেরা নূতনভাবে উদ্ভাবন করেছে। দাবী প্রমানের জন্য অবশ্য ই দুই সাক্ষির প্রয়োজন। (আত্‌তালিকুল মুমাজ্জাদ, পৃঃ৩৬১)

০ সাদরুশ শারিআর আর ও একটি উক্তিঃ

তিনি এক সাক্ষি ও এক কসমের উপর ভিত্তি করে ফায়সালা দেয়া প্রসঙ্গে বলেনঃ

عندنا هذا بدعة واول من قضى به معاوية – (شرح وقايـ ، كتاب الدعوى)

আমাদের মতানুসারে এ রকমের ফায়সালা হল বিদআত। আর সর্ব প্রথম যিনি এ ধরণের ফাসালা করেছেন, তিনি হলেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) (শারহে বেকায়া, দা'ওয়া অধ্যায়)

০ শাহ ওলিউল্লাহ মুহদ্দিসে দেহলভী বলেনঃ

শাহ ও লিউল্লাহ সাহেব তাঁর ''আলমুসাওয়া ওয়াল মুসাফ্ফা'' (المسوى المصفى) নামক গ্রন্থে প্রথমে ইমাম যুহরীর এ উক্তিটি উল্লেখ করেনঃ

عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من العطية الزكواة معاوية بن ابى سفيان

ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, সর্ব প্রথম যিনি সরকারী অনুদান থেকে যাকাত আদায় করেন, তিনি হলেন হযরত মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রাঃ)। উল্লেখ্য যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বায়তুলমাল থেকে কাউকে কিছু দান করার মুহূর্তে অগ্রিম যাকাত আদায় করে নিতেন। শাহ ও লিউল্লাহ ইমাম যুহরীর এ বর্ণনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেনঃ

یعنی گرفتن زکواۃ از سالیانہ وما هیانہ دروقتیکہ کسی را داده شود بدعت است - (المصوی صفحہ ۲۰۷)

অর্থাৎ বার্ষিক বা মাসিক দান কাউকে দেবার সময় অগ্রিম যাকাত আদায় করে নেয়া বিদআত। (আল মুসাওয়া, পৃঃ২০৭)

০ মাওলানা শাহ মঈনুদ্দিন আহমদ নদভী বলেনঃ

امیر معاویة(رض)کی بدعات میں اسلامی خلافت کو شخصی وموروثی حکومت بنا دینے کی بدعت تو بے شک نہایت مزموم بدعت تھی جس نے اسلامی خلافت کی روح مردہ کردی - (سیر الصحابہ جا صفحہ ۱۲۷)

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) এর বিদআ'ত সমূহের মধ্যে ইসলামী খিলাফত কে ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং মৌরসী রাষ্ট্রে পরিনত করা নিঃসন্দেহে একটা নিন্দনীয় বিদআত। যিনি ইসলামী খিলাফতের জীবনী শক্তিকে মৃত করে ফেলেন। (সিয়রুস্ সাহাবা, পৃঃ১২৭)

০ মাওলানা আব্দুস্ সালাম নদভী বলেনঃ

خلفائے بنی امیہ نے مذهب کے متعلق سب سے بڑی بدعت جو ایجاد کی وہ یہ تھی کہ حضرت علی(رض) پر علانیہ خطبے میں لعن طعن کرتے تھے

اور چونکہ لوگ اس کا سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور خطبہ سننے سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتے تھے، اس لئے امیر معاویہ(رض) نے نماز عیدین سے پہلے ہی خطبہ پڑھنا شروع کیا جو دوسری بدعت تھی -

(سیرۃ عمربن عبد العزیز صـ ۱٤۰)

বনি উমাইয়ার খলিফারা মাযহাব সম্পর্কে সবচেয়ে বড় যে বিদআ'ত আবিষ্কার করেন, তা হল প্রকাশ্যে ভাবে খুৎবায় হযরত আলী (রাঃ) এর উপর লা'নত বর্ষন করত। জনগণ এটাশুনতে রাজি হত না এবং খুৎবা শুনার আগেই চলে যেত, এ জন্য আমীরে মুআবিয়া ঈদের নামাযের পূর্বেই খুৎবা দেয়া আরম্ভ করেন। যা ছিল দ্বিতীয় বিদআত। (সীরতে উমর বিন আব্দুল আজীজ, পৃঃ১৪০)

উল্লেখ্য যে, ''সীরতে উমর বিন আব্দু আজীজ'' নামক কিতাব খানা মাওলানা ত্বকী উসমানীর ভাই জনাব রজী উসমানী সাহেব তার নিজস্ব প্রকাশনী ''দারুল ইশাআত, মৌলভী মুসাফির খানা করাচী'' থেকে প্রকাশ করেছেন।

পাঠক বৃন্দ ! চৌদ্দ শত বৎসরের হিসেব দেয়া এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আমি মাত্র কয়েক শতাব্দির আট জন নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কিরামের নাম লিপিবদ্ধ করলাম। অনুসন্ধান চালালে আর ও অনেকের নাম পাওয়া যাবে যারা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বিভিন্ন ফায়সালাকে বিদআত বলেছেন। অথচ মাওলানার সমালোচনাকারীরা চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে কাউকে এমন কথা বলতে নাকি দেখতে পাননি।

"گرنہ بیند بروز شپرہ چشم - چشمہ آفتاب راچہ گناہ"

দিনের আলোতে যদি চাম চিকা দেখতে না পায়, তাহলে সূর্যের তাতে কি অপরাধ?

হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এর ফায়সাসলা কে বিদআ'ত বলা যদি সাহা বিদ্বেষের প্রমান হয়, তাহলে উম্মতের এত সব নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কিরাম কি সাহাবী বিদ্বেষী ছিলেন?

(نعوذ بالله)

আর তাঁরা যদি সাহাবা বিদ্বেষী না হন তা হলে মাওলা মওদুদী (রাহঃ) সাহাবা বিদ্বেষী হবেন কোন যুক্তিতে?

✍ মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর সমালোচনা কারীদের বক্তব্যের জবাবঃ

মাওলানার সমালোচনা কারীরা বলে থাকেনঃ মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করা এবং কাফির কে মুসলমানের ওয়ারিস নির্ধারণ না করা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর ইজতিহাদ ভিত্তিক ফায়সালা ছিল, এবং এটা হল দ্বিতীয় সুন্নত । তারা নীচের হাদীস দুটি দলীল হিসেব পেশ করেন।

(১) قال النبى صلى الله عليه وسلم الاسلام يزيد ولاينقص -

"নবীয়ে করীম (সাঃ) বলেছেন, ইসলাম বৃদ্ধি পায় কমেনা।"

(২) قال النبى صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلى ولايعلى عليه -

''নবীয়ে করীম (সাঃ) বলেছেন, ইসলাম বিজয়ী থাকে পরাজিত হয় না।''

সমালোচনা কারীদের কথা হল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এ দুই হাদীসের ভিত্তিতে ইজতেহাদকরে মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করেছেন এবং কাফিরকে মুসলমানের ওয়ারিস নির্ধারণ করেননি। কারণ এতে ইসলাম বিজয়ী হল এবং বৃদ্ধি পেল।

পাঠকবৃন্দ ! আসুন এখন আমরা এ দুটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করি। উলামায়ে কিরাম এ হাদীস দুটি সম্পর্কে কি বলেছেনঃ

oসমালোচনা কারীদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করা দুটি হাদীস সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অভিমতঃ

o আল্লামা হাফিয ইবনে হাজারের অভিমতঃ

وحجة الجمهور انه قياس فى معارضة النص وهو صريح فى المراد ولاقياس مع وجوده . اما الحديث فليس نص فى المراد بل هو محمول انه يفضل غيره من الاديان ولاتعلق له بالارث وقد عارضه قياس أخر وهو ان التوارث يتعلق بالولاية ولاولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى لاتتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض - (فتح البارى جـ١٢ صـ٤١)

''জমহুর উলামার দলীল হল এই যে, মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করা একটি কিয়াস মাত্র । যে কিয়াস কুরআন হাদীসের পরিষ্কার হুকুমের সম্পূর্ণ বিরোধী । আর যখন কোন মাসআলার ব্যাপারে কুরআন হাদীসের পরিষ্কার হুকুম বিদ্যমান থাকে, তখন এক্ষেত্রে কিয়াসের কোন স্থান নেই। আর ঐ দুই হাদীস যা কিয়াসের অনুকুলে পেশ করা হয়েছে, অর্থাৎ '' ইসলাম বৃদ্ধি পায়, কমেনা'' এবং ''ইসলাম বিজয়ী থাকে পরাজিত হয় না,'' ওরাসাতের সাথে এ দুই হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। এবং এ দুই হাদীস দ্বারা অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের মর্যাদা যে অনেক বেশী তা বুঝানো হয়েছে । তাছাড়া এ কিয়াস অন্য কিয়াসের সাথে সংঘর্ষশীল হয়ে পড়েছে । আর এটা এভাবে যে, ওরাসতের সম্পর্ক বেলায়তের (আত্মীয়তা) সাথে অথচ মুসলমান ও কাফিবের মধ্যে বেলায়তের কোন সম্পর্কে নেই। কেননা আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের কে নিজেদের ওলি বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করনা । ওরা একে অন্যের ওলি বা বন্ধু। (ফতহুল বারী ১২ নং খন্ড, পৃঃ৪১)

o বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফা'কী'হ আবুবকর আল-জাস্‌সাস বলেনঃ

واما حديث معاذ فانه لم يعن هذه المقالة وانما تأول فيها قوله الايمان يزيد ولاينقص والتأويل لايقضى به على النص والتوقيف وانما يرد التأويل الى المنصوص عليه ويحمل على موافقته دون مخالفته وقول النبى صلى الله عليه وسلم الايمان يزيد ولاينقص يحتمل ان يريد به من اسلم ترك على اسلامه ومن خرج عن الاسلام رد اليه واذا احتمل ذالك واحتمل ماتأوله معاذ وجب حمله على موافقة خبر اسامة فى منع التوارث اذ غير جائز رد النص بالتأويل والاحتمال. والاحتمال ايضا لاتثبت به حجة لانه شكوك فيه وهو مفتقر فى اثبات حكمه الى دلالة من غيره فسقط الاحتجاج به واما قول مسروق ما احدث فى الاسلام قضية اعجب من قضية قضابها معاوية فى توريث المسلم من الكافر فانه يدل بطلان هذا المذهب لاخباره انها قضية محدثة فى الاسلام وذالك يوجب ان يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر واذا ثبت من قبل

قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر وان معاوية لايجوز ان يكون خلافا عليهم بل هو ساقط القول معهم ويؤيد ذالك ايضا داودبن ابى هند ان عمر بن العزيز ردهم الى الامر الاول -

(احكام القران للجصاص جـ٢ صـ ١٢٣)

''হযরত মুআয (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস (''ঈমান বৃদ্ধি পায় কামেনা) হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এর ফায়সালার (মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করা) কোন প্রকার সাহায্য করে না। কারণ হযরত মুআ'য (রাঃ) ''ঈমান বৃদ্ধি পায় কমেনা'' একথার একটি তাবীল বা ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। আর তাবীল কু'রআন হাদীসের হুকুমের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। বরং তাবীল কে কু'রআন হাদীসের পক্ষে ঘুরিয়ে দিতে হবে। কু'রআন হাদীসের বিপরীত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। রাসূল (সাঃ)এর ইরশাদ'' ঈমান বৃদ্ধি পায় কমেনা'' এর অর্থ হল, যে ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে ইসলামের উপরই থাকতে দেয়া হবে, এবং যে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে তাকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। হযরত মুআ'য (রাঃ) এর তাবীল কে হযরত উসামাবিন যায়েদ থেকে বর্ণিত হাদীসের পক্ষে গ্রহণ করা ওয়াজিব হবে। যে দাহীসে মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে ওরাসাত বিলুপ্ত করা হয়েছে। কেননা শুধু মাত্র তাবীল ও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে কুরআন হাদীসের হুকুমকে পরিত্যাগ করা জাইয নয়। আর সম্ভাবনা ও ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন দলীল ও দেয়া যাবে না। কেননা সম্ভাবনা ও ধারণা সংশয় পূর্ণ, যে গুলো নিজেই দলীলের মুখাপেক্ষি। সুতরাং এগুলো দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। আর হযরত মসরুকের কথা ''ইসলামের মধ্যে এর চেয়ে অভিনব কোন ফায়সালা আমি দেখিনি, যে ফায়সালা হযরত আমীরে মুআ'বিয়া মুসলমান এবং কাফিরের ওরাসাতের ব্যাপারে করেছেন, হযরত মসরুকের একথা দ্বারা হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এর উক্ত ফায়সালা বাতিল বলে প্রমাণিত হয়। কেননা মসরুক বলেছেন, হযরত মুআবিয়ার উক্ত ফায়সালা অভিনব বা সম্পূর্ণ নূতন। হযরত মসরুকের উক্ত কথা দ্বারা স্পষ্টতঃ এটা বুঝা যায় যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর উক্ত ফায়সালার পূর্বে মুসলমান কাফিরে ওয়ারিস হত না। আর যখন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর জন্য তাঁর পূর্ববর্তীদের বিরোধিতা করা জাইয ছিল না। এবং তাঁদের মোকাবলায় হযরত মুআবিয়ার ফায়সালা সম্পূর্ণ পরিত্যাক্ত। দাউদ বিন আবীহিন্দের কথায় ও এর প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছেনঃ হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয মানুষের মধ্যে পূর্বেকার (রাসূল (সাঃ) এবং খুলা ফায়ে রাশিদীনের

সময়ের) নীতি পুনরায় চালু করেন। (আহকামুল কুরআন, লিল জাস্‌সাস, ২য় খন্ড পৃঃ১২৩)

o ইবনে কুদামা বলেনঃ

فاما حديثهم فيحتمل انه اراد ان الاسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح من البلاد لاهل الاسلام ولاينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم -

(المغنى جـ٦ صـ ٢٩٥ مطبوعـدار المنار)

যারা মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করেন, তাদের পেশকৃত হাদীসের (ইসলাম বৃদ্ধি পায় কামেনা) এ অর্থ হতে পারে যে, হযরত মুআ'য (রাঃ) এ কথার অর্থ নিয়েছেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে কিংবা মুসলমানরা কোন এলাকায় বিজয় লাভ করলে ইসলাম বৃদ্ধি পায়। আর কেউ ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেলে ইসলাম কমে না। এটা ইসলাম গ্রহণকারীদের তুলনায় অতি গৌন ।(আলমুগনী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ২৯৫)

o মুল্লাআ'লী ক্বারী বলেনঃ

وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والمراد من حديث الاسلام فضل الاسلام على غيره وليس فيه تعرض للميراث فلايترك النص الصريح -

(مرقاة شرح مشكواة ، باب الفرائض)

জমহুর উলামার দলীল হল হযরত উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহী হাদীস (মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না.....)। আর ''ইসলাম বিজয়ী থাকে পরাজিত হয় না'' এর অর্থ হল অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের মর্যাদা। ওরাসাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং কুরআন হাদীসের পরিষ্কার হুকুমকে পরিত্যাগ করা যাবে না। (মিরকাত, শরহে মিরকাত, ফারাইয অধ্যায়)

সম্মানিত পাঠক! আশা করি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, মাওলানার সমালোচনা কারীরা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে যে দুই হাদীস পেশ করে থাকেন, ওরাসাতের সাথে এ দুই হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই, এবং মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণের পক্ষে এ দুটো কোন ক্রমেই দলীল হতে পারে না। উলামায়ে কিরাম একথাই বলেছেন। এখন আসুন আমরা ''দ্বিতীয় সুন্নাত প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি।

০দ্বিতীয় সুন্নাত প্রসঙ্গঃ

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর সমালোচনা কারীরা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করাকে ''দ্বিতীয় সুন্নাত'' বলে থাকেন। যেমন মাওলানা ত্বকী ওসমানী সাহেব বলেছেনঃ

اس میں "پہلی سنت" کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہاہے کہ وہ دوسری
سنت جو حضرت معاویة نے جاری رکھی تھی وہ بھی سنت ہی تھی –
(حضرت معاویہ(رض)اور تاریخی حقائق صفحہ١٧)

''এতে (ইবনে কাসীরের বর্ণনায়) ''প্রথম সুন্নাত'' শব্দ দুটি একথারই প্রমাণ দিচ্ছে যে, এই দ্বিতীয় সুন্নাত যা হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) চালু করেছিলেন, এটা সুন্নাতই ছিল।" (হযরত মুআ'বিআ আওর তারিখী হাকাইক পৃঃ১৭)

সমালোচনা কারীরা তাদের কথার সমর্থনে হাফিয ইবনে কাসীরের ''বেদায়া ওয়ান্নেহায়া'' থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে থাকেন। হাফিয ইবনে কাসীর তাঁর কিতাবের দু জায়গায় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, আমি প্রথমে ঐ বর্ণনা দুটি অবিকল ভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, এবং পরে সমালোচনা কারীদের ''দ্বিতীয় সুন্নাত'' বলার হাস্যকর যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব।

০ আল্লামা ইবনেকাসীর বর্ণনা করেনঃ

وقال ابو اليمان عن شعيب عن الزهرى : مضت السنة ان لايرث الكافر
المسلم ولا المسلم الكافر واول من ورث المسلم من الكافر معاوية وقضى
بذالك بنوامية بعده حتى كان عمربن عبد العزيز فراجع السنة واعاد هشام
ما قضى به معاوية وبنوامية من بعده – (البداية والنهاية جـ٨ صـ١٣٩)

''আবুল ইয়ামান শুআ'ইব থেকে এবং উনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেনঃ এটাই সুন্নাত হিসেবে চলে আসছিল যে, না কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হবে আর না মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হবে। কিন্তু যিনি সর্ব প্রথম মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করেন, তিনি হলেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং বণি উমাইয়্যার পরবর্তি শাসকরা এ ভাবেই ফায়সালা করতে থাকেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয এসে ''সুন্নাত'' কে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু হিশাম এসে পুনরায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং তাঁর পরের বনিউমাইয়াদের ফায়সালা কে ফিরিয়ে আনেন ।

(বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮ম খন্ড,পৃঃ১৩৯)

حدثنى الزهرى قال: كان لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم فى عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر(رض) وعمر(رض) وعثمان(رض) و
على(رض) فلما ولى الخلافة معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر
من المسلم واخذ بذالك الخلفاء من بعده فلما قام عمربن عبد العزيز راجع
السنة الاولى وتبعه فى ذالك يزيدبن عبد المالك ، فلما قام هشام اخذ بسنة
الخلفاء يعنى ورث المسلم من الكافر – (بداية والنهاية جـ١ صفحہ ١٣٢)

ইমাম যুহরী বলেন, রাসুলে করীম (সাঃ) এর যামানায় এবং হযরত আবুবকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) এর যামানায় কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিস হতে পারতনা। কিন্তু হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) যখন আমীর হলেন, তখন তিনি মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করেন, কিন্তু কাফির কে মুসলমানের ওয়ারিস নির্ধারণ করেননি। তাঁর পরবর্তী খলিফারা এর উপরই আমল করেন কিন্তু হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি ঐ সুন্নাতকে ফিরিয়ে আনেন, যা প্রথমে চালু ছিল। ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক ও তাঁর অনুসরণ করেন। কিন্তু যখন হিশাম আসলেন, তখন তিনি খলিফাদের সুন্নাতকে পুনরায় চালু করেন। অর্থাৎ মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করেন।

(বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৯ ম খন্ড, পৃঃ২৩২)

পাঠক বৃন্দ! লক্ষ্য করুন , হাফিয ইবনেকাসীর তাঁর প্রথম বর্ণনায় ইমাম যুহরীর উক্তি এভাবে বর্ণনা করতেছেন ''উমর বিন আব্দুল আযীয যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি সুন্নাত কে ফিরিয়ে আনেন''। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় বলতেছেন, ''উমর বিন আব্দুল আযীয পুনরায় ঐ সুন্নাত কেই ফিরিয়ে আনেন, যা প্রথমে চালু ছিল''। কিন্তু মাওলানার সমালোচনাকারীরা চিহ্নিত স্থানের অনুবাদ এভাবে করেন, উমর বিন আব্দুল আযীয যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি প্রথম সুন্নাতকে ফিরিয়ে আনেন'' এভাবে অনুবাদ করে বলেন, ইমাম যুহরী যখন বলেছেন, উমর বিন আব্দুল আযীয প্রথম সুন্নাত কে ফিরিয়ে আনেন, তাতে বুঝা যায় দ্বিতীয় সুন্নাত আর একটি আছে এবং তা হচ্ছে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে ওরাসতের ফায়সালা। কি হাস্যকর যুক্তি ! ইমাম যুহরী তাঁর প্রথম উক্তিতে বলতেছেন উমর বিন আব্দুল আযীয সুন্নাত কেই ফিরিয়ে আনেন। এখানে সুন্নাত বলতে রাসুল (রাঃ) এর সুন্নাত কেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম যুহরী তাঁর দ্বিতীয় উক্তিতে সুন্নাত শব্দের প্রথমে আলিফলাম

এনে নির্দিষ্ট করে বলতেছেন উমর বিন আব্দুল আযীয রাসুল (রাঃ) এর ঐ নির্দিষ্ট সুন্নাত কেই ফিরিয়ে আনেন, যা প্রথমে অর্থাৎ রাসুল (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে চালু ছিল। এখানে প্রথম সুন্নাত এবং দ্বিতীয় সুন্নাতের কোন প্রশ্নই আসেনা। ইমাম যুহরীর শেষ বাক্য দ্বারা তা আর ও পরিষ্ক ার হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, হিশাম পুনরায় খলিফাদের অর্থাৎ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং বনি উমাইয়ার অন্যান্য খলিফাদের সুন্নাত কে ফিরিয়ে আনেন। সমালোচনাকারীদের যুক্তি মোতাবেক ইমাম যুহরীকে দ্বিতীয় সুন্নাত বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু তিনি তা না বলে বলতেছেন খলিফাদের সুন্নাত। আর এটা সত্য যে, মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং বনি উমাইয়্যার অন্যান্য খলিফাদের ব্যক্তি গত সুন্নাত । যা শরীয়তের মধ্যে দলীল হতে পারে না এবং এর উপর আমল ও করা যায় না। কেননা রাসুল (রাঃ) বলেছেনঃ

" عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين "

''তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর আমল করবে''। অন্য কার ও সুন্নাতের উপর আমল করতে রাসূল (রাঃ) বলেননি।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর ফায়সালা যদি দ্বিতীয় সুন্নাত হয়ে থাকে, তা হলে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয এটাকে পরিবর্তন করলেন কেন? এবং বর্তমান সময়ে ও কেউ এ সুন্নাতের উপর আমল করছে না কেন? আর ও একটি কথা উল্লেখ যোগ্য যে, সমালোচনা কারীরা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর ফায়সালা কে তাঁর ইজতেহাদ ভিত্তিক দ্বিতীয় সুন্নাত বলে থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের পরিষ্ক ার হুকুম বিদ্যমান আছে, সে ক্ষেত্রে ও কি ইজতেহাদ করার অবকাশ আছে? যদি থেকে থাকে তা হলে কুরআন হাদীসের মর্যাদা থাকল কোথায়?

সমালোচনা কারীরা আর ও বলে থাকেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর ফায়সালায় একা নন বরং তাঁর সাথে হযরত উমর (রাঃ) এবং মুহাম্ম দ বিন আল হানফিয়া, আলী বিন হোসাইন, সায়ীদ বিন আল মুসায়্যিব, মাসরুক, আব্দুল্লাহ বিন মুআক'কল, শাবী, ইব্রাহীম নাখায়ী, ইয়াহয়িয়া বিন ইয়ামর এবং ইসহাকের মত তাবিয়ীন রা ও রয়েছেন। আসলে এটি ও একটি ভিত্তিহীন কথা। উলায়ে কিরাম তাঁদের ব্যাপারে যা বলেছেন তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইবনে কুদামার বর্ণনায় দেখেছেন যে, তিনি মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করাকে নাজাইয মনে করেন। এখন হাফিয আবুবকর ইবনে আবিশাইকর বর্ণনা দেখুন।

حدثنا حفص عن داود عن سعيدبن جبير : قال عمر لايرث الكافر المسلم ولاالمسلم الكافر - (مصنف ابن ابى شيبة جـ١١ صـ٣٧٣)

হাফিয আবুবকর বিন আবিশাইবা বলেনঃ আমার কাছে হাফস বর্ণনা করছেন এবং তিনি দাউদ থেকে এবং তিনি সায়ীদ বিন যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, কাফির মুসলমানের ওয়রিস হতে পারে না, এবং মুসলমান ও কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবা ১১শ খন্ড, পৃঃ৩৭৩)

حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابى اسحاق عن عبد الله بن معقل ان عمة للاشعث بن قيس ماتت وهى يهودية ، فلم يورثه عمر منها شيئا و قال يرثها اهل دينها - (مصنف ابن ابى شيبة حـ١١ صـ ٣٧١)

আবুবকর ইবনে আবিশইবা বলেন, ওকী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সুফইয়ান থেকে তিনি আবু ইসহাক থেকে তিনি আব্দুল্লাহ বিন মুয়াক্কল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আশাআস বিন কা'য়েসের ইয়াহুদী ফুফু মারা গেলে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে তাঁর ফুফুর সম্পত্তি থেকে কিছুই দেননি? এবং বলেছেন তার ধর্মে লোকেরা তার ওয়ারিস হবে।(মুসান্নিফে আবি শাইবা, ১১তম খন্ড, পৃঃ ৩৭১)

০ ইবনে কুদামা বলেনঃ

والصحيح عن عمر(رض)انه قال لانرث اهل الملل ولا يرثننا - (المغنى حـ ٦ صـ ٢٩٥)

হযরত ইমর (রাঃ) থেকে সঠিক বর্ণনা এই যে, তিনি বলেছেন; আমরা অন্যান্য মিল্লাতের অনুসারীদের ওয়ারিস হইনা এবং তারাও আমাদের ওয়ারিস হয় না।(আল-মুগনী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ২৯৫)

০ ইবনে কু'দামা আর ও বলেনঃ

وحكى ذالك عن محمد ين الحنيفة وعلى بن حسين وسعيد بن المسيب مسروق وعبد الله بن معقل والشعبى والنخعى ويحي بن واسحاق وليس بموثوق به عنهم - (المغنى حـ٦ صـ ٢٩٤)

মুহাম্ম দ বিন হানফিয়্যাহ, আলী বিন হোসাইন, সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব, মসরুক, আব্দুল্লাহ বিন মুআ'ক্কল, শাবী, নাখায়ী, ইয়াহয়িয়া বিন ইয়া'মর এবং ইসহাকের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তারাও মুসলমান কে কাফিরের ওয়ারিস নির্ধারণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু একথা তাদের থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়।

(আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ২৯৪)

০ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে একটি সহী হাদীসঃ

হযরত আব্দুর রাহমান বিন আ'বদে রাব্বিল কা'বা বর্ণনা করেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আ'মরিব নুল আস বায়তুল্লায় বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি ও বায়তুল্লায় প্রবেশ করলাম। তিনি যখন বর্ণনা করলেন যে, এক সফরে রাসূল (সাঃ) আমাদের কে একত্র করে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বললেন। রাসুল (সাঃ) তাঁর এই বক্তব্যে বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করে শেষ পর্যায়ে বললেনঃ

ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر فدنوت منه فقلت انشدك الله أانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فاهوى الى اذنيه وقلبه بيده وقال سمعته اذناى ووعاه قلبى فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا ان نأكل اموالنا بيننا بالباطل ونقتل انفسنا ، والله يقول : يٰا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - فسكت ساعة ثم قال اطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله - (مسلم شريف،كتاب الامارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة - الاول فالاول)

''যে ব্যক্তি কোন ইমামের পক্ষে বায়আ'ত করে এবং মনে প্রাণে তাহার হাতে হাত রাখে, তখন তাহার উচিৎ হল ঐ ইমামের যেন যথা সাধ্য আনুগত্য করে। এর পর যদি অন্য কেউ এমারতের দাবীদার বের হয়, তখন ওকে হত্যা কর। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আমি একথা শুনার পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমরের নিকট বর্তী হয়ে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেসা করছি, আপনি কি নিজে রাসুল (রাঃ) থেকে একথা শুনেছেন? তখন তিনি তাঁর দুই কানের দিকে এবং অন্তরের দিকে

হাতদিয়ে ইশারা করে বললেন, আমার দুই কান একথা শুনেছে এবং আমার অন্তর একথা হেফাযত করে রেখেছে। ইহা শুনে আমি হযরত আব্দুল্লাহ কে বললাম,আপনার এই চাচাত ভাই মুআ'বিয়া আমাদের কে নির্দেশ দেন, আমরা যেন একে অন্যের মাল অন্যায় ভাবে আত্মসাত করি এবং অন্যায় ভাবে একে অপর কে হত্যা করি। অথচ আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন ''হে ঈমানদার রা, তোমরা একে অন্যের মাল অন্যায় ভাবে আত্ম সাত কর না, হ্যাঁ পরস্পরের সম্ম তিতে ব্যবসায়িক লেনদেনের ভিত্তিতে হলে কোন দোষ নেই, এবং একে অপরকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর মেহের বান।'' হযরত আব্দুর রাহমন বলেন, আমার একথা শুনার পর হযরত আব্দুল্লাহ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আল্লাহর আনুগত্যের অধীন মুআ'বিয়ার আনুগত্যকর। কিন্তু তাঁর আনুগত্য করতে গিয়ে যদি আল্লাহর না ফরমানী করতে হয়, তাহলে মুআ'বিয়ার হুকুম মেননা। (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল এমারাহ)

০ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে ইমাম শাওকানীর উক্তিঃ

لاشك ولاشبهة ان الحق بيد على فى جميع مواطنه اما طلحة والزبير ومن معهم فلانهم كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغيا عليه فوجب عليه قتالهم واماقتاله للخوارج فلاريب فى ذالك واما اهل الصفين فبغيهم ظاهرا ولولم يكن فى ذالك الاقوله صلى الله عليه وسلم لعمار" تقتلك الفئة الباغية"لكان ذالك مفيدا للمطلوب ، ثم ليس معاوية من يصلح معارضته ولكنه اراد طلب الرياسة والدنيا بين اقوام اغتام لايعرفون معروفا ولاينكرون منكرا -

(وبل الغمام)

ইমাম শাওকানী তাঁর ওয়াবলুল গামাম'' নামক কিতাবে লিখতেছেন, নিঃসন্দেহে সকল যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) হকের উপর ছিলেন। হযরত তালহা এবং যুবাইর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হাতে বায়তআত করেছিলেন এবং পরে তা ভঙ্গ করেন। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করা হযরত আলী (রাঃ) উপর ওয়াজিব হয়ে পড়েছিল। খারেজীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ ই নেই। আর সিফিফন বাসীদের বিদ্রোহ ও একে বারে পরিষ্ক ার । তাছাড়া এ ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) এর এক ইরশাদ ও আছে। যা তিনি হযরত আম্ম ার (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেনঃ তোমাকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। রাসুল (সাঃ) এর এ ইরশাদ ই দাবী অর্থাৎ হযরত আলী যে হকের উপর ছিলেন তা প্রমান করার জন্য যথেষ্ট।তার পর হযরত

মুআবিয়া (রাঃ) এর জন্য হযরত আলী (রাঃ) এর বিরোধিতার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু তিনি ক্ষমতা নেতৃত্ব এবং দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্য এমন সব লোকের সাহায্য নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর বিরোধিতা ও তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন যারা ছিল মুর্খ এবং যাদের কাছে হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

(ওয়াবলুল গামাম)

০ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহঃ) এর বর্ণনাঃ

علماء ما وراء النهر ، مفسرين اور فقهاء كہتے ہيں كہ حضرت معاويہ كے حركات جنگ وجدل جو حضرت على مرتضى كے ساتھہ ہوئيں وہ صرف خطاء اجتهادى كى بناپر تهيں - محققين اهل حديث نے بعد تتبع روايات دريافت كياہے كہ يہ حركات شائبہ نفسانى سے خالى نہ تهے اور اس تہمت سے خالى نہيں كہ جناب ذى النورين حضرت عثمان كے معاملہ ميں جو تعصب امويہ وقريشيہ ميں تها ، اسى كى وجہ سے يہ حركات معاويہ(رض) سے وقوع ميں آئے جس كا غايت نتيجہ يہى ہے كہ وہ مرتكب كبيرہ و بغاوت قرار ديئے جائيں - (فتاوى عزيزى مترجم صـ٢٢٥)

উলামায়ে মা ওরাউন্নাহার, মুফাস্সিরীন এবং ফুকাহারা বলেন, হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর যে সমস্ত আচরণ, যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে, তা ইজতে হাদি ভুলের ভিত্তিতে হয়েছে। কিন্তু আহলে হাদীসের উলামায়ে মুহাক্কি কীনরা বিভিন্ন বর্ণনা অনুসন্ধানের পর নির্ধারণ করেছেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর এ সমস্ত কার্যকলাপ নফসের প্রভাব মুক্ত ছিল না, এবং এই অপবাদ থেকে ও খালি ছিল না যে, হযরত উসমান (রাঃ) এর ব্যাপারে যে বংশীয় পক্ষ পাতিত্ব উমায়্যাদের মধ্যে ছিল, এর কারণেই হযরত মুআবিয়া (রাঃ) থেকে ঐ সমস্ত কার্য কলাপ প্রকাশ পেয়েছে। যার শেষ পরিণতিতে তাকে কাবীরাগুনাহ কারী ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলা যায়।(ফতোয়ায়ে আজিজিয়া, মুতারজম, পৃঃ২২৫)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দঃ চিন্তা করুন, হযরত আব্দুর রহমানের মত সাহাবী এবং ইমাম শাওকানী ও শাহ আব্দুল আযীয (রাহঃ) এর মত উলামায়ে কিরাম হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে কত শক্ত কথা বলেছেন। তা হলে তাঁরা ও কি সাহাবা বিদ্বষী

ছিলেন? মাওলানা মওদূদী (রাহ) হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এর দুটি ফায়সালাকে শুধু মাত্র বিদআত বলার কারণে এবং বিভিন্ন নির্ভর যোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর সময়ের দুঃখজনক কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরার কারণে তিনি হয়েছেন সাহাবা বিদ্বেষী- তাঁর উপর হয়েছে তাওবা ওয়াজিব। অথচ উলামায়ে কিরামের এক বিরাট জামাআত হযরত মুআবিয়ার বিভিন্ন ফায়সালাকে পরিষ্কার ভাবে বিদ'আত বলেছেন, এবং জমহুর মুহাদ্দিসীন মুফাসিসরীন ও ফুকাহা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বিভিন্ন কার্যকলাপ কে নাজাইয বলেছেন। কিন্তু এতে তাদের কোন সমালোচনা হয় না, তাঁরা সাহাবা বিদ্বেষী হননা এবং তাদের উপর তাওবা ওয়াযিব হয় না । এসব কিছু জুটেছে শুধুমাত্র মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর ভাগ্যে। কবি কি সুন্দর বলেছেনঃ

هم آه بهى كرتے ہيں تو ہوجاتے ہيں بدنام

وہ قتل بهى كرتے ہيں تو چرچا نہيں ہوتا

''আমরা একটু আঃ শব্দ করলেই তা হয়ে যায় বদনামের কারণ
আর তারা হত্যা করলে ও এর কোন সমালোচনা হয় না।''

حضرت على(رض) اور اهل بيت پر سب وشتم

✎ হযরত আলী (রাঃ) এবং আহলে বায়েত কে গালি গালাজ দেয়া প্রসঙ্গঃ

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এর সময়ের আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

মাওলানার বক্তব্যঃ

ايك اور نہايت مكروہ بدعت حضرت معاويہ(رض) كے عہد ميں يہ شروع ہوئى كہ وہ خود اور ان كے حكم سے ان كے تمام گورنر خطبوں ميں برسرمنبر حضرت على رضى الله عنه پر سب وشتم كى بوچهاڑ كرتے تهے ، حتى كہ مسجد نبوى ميں منبر رسول پر عين روضئہ نبوى كے سامنے حضور(ص) كے محبوب ترين عزيز كو گاليان دى جاتى تهيں اور حضرت على(رض) كى اولاد اور انكے

قریب تریں رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے - کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو در کنار ، انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا اور خالص طور پر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تودین واخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤ نافعل تھا - حضرت عمربن عبد العزیز نے آکر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایایت کو بھی بدلا اور خطبۂ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - (خلافت و ملوکیت صفحہ ۱۷٤)

হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে আর একটি নিকৃষ্টতম বির্দআত চালু হয় তা এই যে, তিনি নিজে এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর গভর্ণররা মিম্ব রে দাঁড়িয়ে খুৎবায় হযরত আলী (রাঃ) কে প্রকাশ্যে গাল মন্দ দিতেন। এমন কি মসজিদে নববীতে রাসুল (সাঃ) এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে একেবারে নবীজির রওজার সামনে হুযুর (সাঃ) এর প্রিয়তম সাথী ও আত্মীয় কে গালি দেয়া হত। হযরত আলী (রাঃ) এর সন্তানরা এবং তাঁর নিকটতম আত্মীয়রা নিজেদের কানে এসব গালি শুনতেন। কারো মৃত্যুর পরে গালি দেয়া শরীয়ত তো দূরের কথা মানব সুলভ চরিত্রের ও পরিপন্থী। বিশেষ করে খুৎবাকে এভাবে কলুষিত করা দ্বীন ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে আর ও জঘন্য কাজ। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয তাঁর খান্দানের অন্যান্য খারাপ ঐতিহ্যের মত এ ঐতিহ্য কে ও পরিবর্তন করেন এবং জুমআর খুৎবায় হযত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ দেয়ার পরিবর্তে এ আয়াত পাঠ করতে শুরু করেন, '' নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কে সুবিচার এবং সৌজন্যের নির্দেশ দেন, আর নির্দেশ দেন নিকটাত্মীয়দের দান করার আর নিষেধ করেন অশ্লীল ঘৃন্য কাজ এবং সীমা লংঘন করতে। তিনি তোমাদের কে সদুপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।'' (খিলাফত ও মুলুকিওত, পৃঃ১৭৪)

মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ

(১) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং তাঁর গভর্ণররা মিম্ব রে দাঁড়িয়ে জুমআ'র খুৎবায় হযরত আলী (রাঃ) কে গাল মন্দ দিতেন।

মাওলানার সমালোচনাকারীদের বক্তব্যঃ

(১) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং তার গভর্ণররা কখন ও কোন কোন অবস্থায় হযরত আলী (রাঃ) কে গালি দেননি।

(২) এ ধরণের কোন বর্ণনা কোন কিতাবে নেই। এবং এটা মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এর দেওয়া অপবাদ মাত্র। যা তার সাহবা বিদ্বেষের আর একটা প্রমাণ।

যেমন পাকিস্তানের মাওলানা ত্বকী উসমানী সাহেব বলেনঃ

چنانچہ ہم نے مذکورہ تمام کتابوں کے متوقع مقامات پر دیرتک جستجو کی کہ شاید کوئی گری پڑی روایات ایسی مل جائے لیکن یقین فرمائے کہ ایسی کوئی بات ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی - (حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق صفحہ ۲۵)

''অত এব উল্লেখিত সমস্ত কিতাবের (মাওলানার দেওয়া উদ্ধৃতি সম্বলিত কিতাব সমূহ) সম্ভ াব্য সকল জায়গা সমূহ দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অনুসন্ধান করি। এ জন্য যে, হয়ত কোন বিক্ষিপ্ত বর্ণনা এরূপ মিলে যেতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ধরণের কোন কথা কোন কিতাবে পাইনি।(হযরত মুআ'বিয়া আওর তারিখী হাকা'ইক, পৃঃ২৫)

সম্ম ানিত পাঠক বৃন্দ ! আসুন আমরা একটু অনুসন্ধান করে দেখি এ ধরণের কোন বর্ণনা কোন কিতাবে পাই কিনা? প্রথমে আমরা হাদীসের কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

০হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ দেয়া সম্পর্কে একটি সহী হাদীসঃ

عن عامر بن سعد بن ابى وقاص عن ابيه قال امر معاوية بن ابى سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب اباتراب فقال اما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اسبه لان تكون لى واحدة منهن احب الى من حمر النعم - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه فى بعض مغازيه فقال له على يا رسول الله خلّفتنى مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضىٰ ان تكون منى بمنزلة هٰرون من موسى الا انه لانبوة بعدى وسمعته يقول يوم خيبر لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله قال فتطاولْنا لها فقال ادعوا لىْ عليا فاتى به ارمد فبصق فى عينه ودفع الراية اليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الاية فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلى - (مسلم شريف ، باب فضائل على رض)

হযরত আ'মীর (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত সাদবিন আবি ওক্কা স থেকে বর্ণনা করেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত সাদ (রাঃ) কে হুকুম করলেন এবং বললেন কোন জিনিস আপনাকে আবুতুরাব (হযরত আলী) কে গালমন্দ দিতে বাধা দিয়েছে? হযরত সাদ বললেন, আমি যখন হযরত আলী (রাঃ) এর সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) এর তিনটি ইরশাদের কথা স্মরণ করি, তখন আমি কোন ক্রমেই তাকে গালমন্দ দিতে পারি না। ও গুলোর মধ্যে থেকে একটি ইরশাদ ও যদি আমার সম্পর্কে হত, তা হলে তা আমার কাছে লাল রংগের উটের চাইতে ও অধিক প্রিয় হত। আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে কোন এক যুদ্ধ উপলক্ষে তাঁর স্থলবর্তী হিসেবে তাঁকে পিছনে (মদিনায়) রেখে যেতে চাইলেন, তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তো আমাকে মহিলা ও বাচ্চাদের সাথে পিছনে রেখে দিলেন। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন, তুমি কি আমার স্থলবর্তী হতে রাজি নও ? যে ভাবে হারুণ (আঃ) সূসা (আঃ) এর স্থলবর্তী হয়েছিলেন। যদি ও আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না। রাসুলে করীম (সাঃ) এর দ্বিতীয় ইরশাদ হল, যা তিনি খায়বার যুদ্ধের দিন বলেছিলেন আমি অবশ্যই এই ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তির হাতে দেব, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কে ভালবাসেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাকে ভালবাসেন। বর্ণনা কারী বলেন, ইহা শুনে আমরা তা লাভ করার জন্য প্রতিযোগীতা আরম্ভ করলাম ।তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আলী কে ডাক। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর চক্ষু রোগ ছিল । রাসুল (সাঃ) তাঁর থু থু মুবারক তাঁর চক্ষে লাগিয়ে দিলেন এবং ঝান্ডা প্রদান করলেন। রাসূল (সাঃ) এর তৃতীয় ইরশাদ হল, যখন এ আয়াত নাযিল হল ''হে মোহাম্ম দ (সাঃ), আপনি বলুন, এস আমরা এবং তোমরা নিজ নিজ সন্তানাদি কে নিয়ে আসি'' তখন রাসুল (সাঃ) হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসাইন (রাঃ) কে নিয়ে এলেন এবং বললেন হে আল্লাহ! এরাই আমার আহাল (পরিবার) (মুসলিম শরীফ, ফাযায়েলে আলী অধ্যায়)

عن سعد ابن ابى وقاص قال قدم معاوية فى بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد ... (رواه ابن ماجه،باب فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেনঃ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একবার হজ্ব উপলক্ষে এলে হযরত সাদ তাঁর সাথে দেখা করলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে হযরত আলী (রাঃ) এর আলোচনা এলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলেন। এতে হযরত সাদ (রাঃ) রাগান্বিত হন.....।এর পর হযরত সাদ হযরত আলী (রাঃ) এর ঐ তিন ফযিলত বর্ণনা করেন যা মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে (ইবনে মাজা, ফাযায়েল আসহাবে রাসুল (সাঃ) অধ্যায়)

তিরমিযি শরীফেও এ ধরণের বর্ণনা এসেছে। আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী মুসনদে আবি ইয়া'লার হাওয়া লায় বর্ণনা করেনযে যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ দেবারজন্যে হযরত সাদ কে বললেন তখন হযরত সাদ বলেনঃ

لو وضع المنشار علىٰ مفرقى علىٰ ان اسب عليا ماسببته ابدا -(فتح البارى باب مناقب على رض)

যদি হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ দেবার জন্য আমার মাথার উপর করাত ও রাখা হয়, তবু ও আমি কখনও তাঁকে গালমন্দ দেবনা।(ফতহুল বারী, বাবু মানাকিবে আ'লী (রাঃ)

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) যখন কোন কোন সাহাবী কে বললেনঃ

" ايُسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم على المنابر "

আপনাদের ওখানে কি মিম্বরে দাড়িয়ে রাসুল (সাঃ) কে গালি গালাজ করা হয়? তখন সাহাবারা বললেন, اَنّٰى ذالك .

এটা কিভাবে? তখন হযরত উম্মে সালমা বললেনঃ

اليس يُسب على ومن احبه ؟ اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه - (مسند احمد)

''আপনাদের এখানে কি আলী (রাঃ) এবং যারা তাঁকে ভাল বাসেন তাদের কে গালমন্দ দেওয়া হয় না? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসুল (সাঃ) হযরত আলী কে ভাল বাসতেন। এভাবে কি রাসূল (সাঃ) কে গালি দেওয়া হয় না? (মুসনদে আহমদ)

সম্মানিত পাঠক! এখন আসুন উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে কি বলেছেন, একটু অনুসন্ধান করে দেখি।

০হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ দেয়া সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও উক্তিঃ

০ আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীরের বর্ণনাঃ

قال ابو زرعة عن عبد الله بن ابى نجيح عن ابيه قال : لما حج معاوية اخذ بيد سعد بن ابى وقاص وادخله دار الندوة فاجلسه معه على سريره ثم ذكر على بن ابى طالب فوقع فيه - فقال : ادخلتنى دارك واجلستنى على سريرك ثم وقعت فى على تشتمته والله لان يكون فى احدى خلاله ثلاث احب الى من ان يكون لى ما طلعت عليه الشمس ولايكون لى ما قال له حين غزاتبوكا " الا ترضىٰ ان تكون منى بمنزلة هارون من موسىٰ الا انه لانبى بعدى" احب الى مما طلعت عليه الشمس ولايكون لى ما قال له يوم خيبر " لاعطين الراية رجلا يحب اللهَ ورسولَه ويحبه اللهُ ورسولُه يفتح الله على يديه ليس بفرار " احب الى مما طلعت عليه الشمس ولان اكون صهرة على ابنته ولى منها من الولد ماله احب الى من ان يكون لى ما طلعت عليه الشمس ، لا ادخل عليك دارا بعد هذا اليوم ثم نفض رداءه ثم خرج - (البداية والنهاية حـ٧ صـ٣٤١)

হযরত আবু যার আ' আব্দুল্লাহ বিন আবি নাজিহের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় গেলেন, তখন তিনি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের হাত ধরে তাঁকে দারুন নাদ ওয়ায় নিয়ে গেলেন এবং তাঁর রাজকীয় আসনে বসালেন। এর পর তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর দোষ ত্রুটি বলতে এবং তাঁকে গালি দিতে আরম্ভ করলেন। হযরত সাদ বললেন, আপনি আমাকে আপনার ঘরে ঢুকালেন এবং আপনার আসনে বসালেন, আর অমনি হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ দিতে আরম্ভ করলেন। আল্লাহর কসম যদি হযরত আলীর তিনটি ফযিলতের মধ্যে থেকে কোন একটি ও যদি আমার হত, তা হলে এটা আমার কাছে এ দুনিয়া থেকে অধিক প্রিয় হত, যার উপর সূর্য উদিত হয়। হায় যদি রাসূল (সাঃ) আমার বেলায় ঐ কথাটি বলতেন, যা তিনি তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত আলীর বেলায় বলেছিলেন। রাসুল (সাঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে বলেছিলেন, হে আলী, তুমি কি আমার স্থল বর্তী হতে রাজি নও? যেমন হারুন(আঃ) মুসা (আঃ) এর স্থলবর্তী হয়েছিলেন। যদিও আমার পরে আর কোন

নবী আসবেন না। হযরত সাদ বলেন, এই ইরশাদ আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমুদয় বস্তু হতে অধিক প্রিয়।

হায়! রাসূল (সাঃ) আমার বেলায় যদি ঐ কথাটি বলতেন, যা খায়বার যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) এর বেলায় বলে ছিলেন। ঐ দিন রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন আমি এই ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তির হাতে দেব, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কে ভাল বাসেন, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাঁকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন। তিনি পলায়ন কারী নহেন। বর্ণনাকারী হযরত সাদ বলেন, এই ইরশাদ আমার কাছে দুনিয়া এবং উহার সমুদয় বস্তু থেকে অধিক প্রিয়। হায়! আমি যদি রাসূল (সাঃ) এর দামাদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতাম, এবং হুযুর (সাঃ) এর মেয়ে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) থেকে আমার এখানে ঐ সন্তান গুলো হত যা হযরত আলী (রাঃ) লাভ করেছেন। এই ফাযিলত ও আমার কাছে দুনিয়া এবং উহার সমুদয় বস্তু হতে অধিক প্রিয়। আজকের পরে আমি কখন ও আপনার ঘরে প্রবেশ করব না। এর পর হযরত সাদ নিজের চাদর ঝেড়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন।(বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া ৭ম খন্ড, পৃঃ৩৪১)

আল্লামা ইবনেকাসীর আর ও বর্ণনা করেছেনঃ

كان مغيرة بن شعبة على الكوفة اذ ذكر عليا فى خطبته ينتقصه بعد مدح عثمان وشيعته فيغضب حجرا هذا ويظهر الانكار عليه. (البداية حـ٨ ص ٥٠)

হযরত মুগীরা বিন শুবা যখন কুফার গভর্ণর ছিলেন, তখন তিনি খুৎবার মধ্যে হযরত উসমান (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের প্রশংসা করতেন, আর হযরত আলী (রাঃ) এর নিন্দা করতেন । এতে হযরত হুজর (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে প্রতিবাদ করতেন। (বেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃঃ৫০)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং হযরত হাসানের মধ্যে যখন সন্ধি হয় তখন এর এক শর্ত ছিল নিম্নরূপঃ

وان لايسب على وهو يسمع فاذا فعل ذالك نزل من الامر. (البداية حـ٨ صـ١٤

''হযরত হাসান (রাঃ) কে শুনিয়ে যেন হযরত আলী (রাঃ) কে গালি না দেয়া হয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন এ দাবী মেনে নিলেন, তখন হাসান (রাঃ) আমীর হওয়ার দাবী পরিত্যাগ করেন। (বেদায়া ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৪)

০ ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনাঃ

صالح الحسن معاوية ..... على ان لايُشتم على وهو يسمع -

(تاريخ طبرى حـ ٤ صـ ١٢٢)

হযরত হাসান (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সাথে (অন্যান্য শর্ত ছাড়াও) এ শর্তের উপর সন্ধি করেন যে, তাঁকে শুনিয়ে তাঁর পিতা আলী (রাঃ) কে যেন গালি না দেয়া হয়। (তারিখে তাবারী ৪র্থ খন্ড, পৃঃ১২২)

o ইমাম তাবারী আর ও বর্ণনা করেনঃ

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন হযরত মুগীরা বিন শুবা কে কুফার গভর্ণর করে পাঠান, তখন তিনি তাকে বলেনঃ

وقد اردت ايصاءك باشياء كثيرة ، فانا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضينى ويسعد سلطانى ويصلح به رعيتى ، ولست تاركا ايصاءك بخصلة : لاتتحم عن شتم على وذمه ، والترحم على عثمان والاستغفار له ، والعيب على اصحاب على والاقصاء لهم، وترك استماع منهم، وباطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه ، والادناء لهم ، والاستماع منهم فقال المغيرة : قد جربتُ وجُربت ، و عملت قبلك لغيرك، فلم يذمم بى دفع، ولارفع، ولاوضع فستبلو فتحمد او تذم قال بل نحمد ان شاء الله. (تاريخ طبرى حـ٥ صـ٢٥٣ دار سويدان ، بيروت)

আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে অনেক বিষয়ে নসিহত করার। কিন্তু যেহেতু আমার ভরসা আছে যে, তুমি আমাকে সন্তুষ্ট রাখতে, আমার রাজ্য সাফল্য মন্ডিত করতে এবং প্রজাদের অবস্থা সুন্দর করতে তোমার পূর্ণ দৃষ্টি আছে। এজন্য সব কিছু ছেড়ে শুধু মাত্র একটি নসিহত করতেছি। তাহল হযরত আলী (রাঃ) এর নিন্দা করতে এবং তাকে গালি দেয়া থেকে বিরত হবে না। হযরত উসমান (রাঃ) এর জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দোআ' করবে এবং আলীর সাথীদের দোষ ত্রুটি বলবে, তাদের কে দূর রাখবে এবং তাদের কোন কথা শুনবে না। পক্ষান্তরে হযরত উসমানের সাথীদের খুব প্রশংসা করবে, তাদের কে কাছে রাখবে এবং তাদের কথা শুনবে। অতঃপর হযরত মুগীরা বললেনঃ আমি অনেক কে পরীক্ষা করেছি এবং আমাকে ও পরীক্ষা করা হয়েছে, আমি আপনার পূর্বে অন্যের সময়ে গভর্ণরী করেছি, কিন্তু কোন কিছু দূর করার ব্যাপারে, উঠানোর ব্যাপারে বা গড়ার ব্যাপারে কেউ আমার নিন্দা করেনি। অতি তাড়াতাড়ি আপনাকে পরীক্ষা করা হবে, এবং এতে হয়ত আপনার প্রশংসা করা হবে অথবা নিন্দা

করা হবে। আমরা কিন্তু আপনার প্রশংসা করব ইনশাআল্লাহ। (তারিখ-তাবারী ৫খন্ড, পৃঃ২৫৩)

o ইমাম যাহাবীর বর্ণনাঃ

ان لايُسب عليا بحضرته (العبر حـ ١ صـ ٤٨)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সাথে হযরত হাসানের সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল, আলী (রাঃ) কে যেন হযরত হাসানের সম্মুখে গালি না দেয়া হয়। (আল ইবর ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৮)

o আল্লামা ইবনে আসীরের বর্ণনাঃ

ان لايشتم عليا فلم يجبه الى الكف عن شتم على فطلب ان لايشتم وهو يسمع فاجابه الى ذالك ثم لم يف به ايضا . (الكامل جـ ٣ ص ٢٠٣)

হযরত মুআবিয়া ও হাসানের মধ্যে সন্ধির অন্যতম এক শর্ত ছিল যে, হযরত মুআবিয়া যেন হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ নাদেন। কিন্তু হযরত মুআবিয়া তা বন্ধ করতে রাজি হননি। অতঃপর হযরত হাসান বল্লেন যে, অন্ততঃ তাঁকে শুনিয়ে যেন গালি না দেয়া হয়। হযরত মুআবিয়া এটা মেনে নিলেন, কিন্তু পরে এ শর্তও পূর্ণ করেননি।(আলকামিল,৩য় খন্ড, পৃঃ২০৩)

o আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকা'লানীর বর্ণনাঃ

হযরত আ'লী (রাঃ) এর প্রশংসা বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে হাজার বলেনঃ

ثم كان من امر على ما كان فنجمت طائفة اخرى حاربوه ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنة على المنابر سنة ووافقهم الخوارج على بغضه ..... (فتح البارى ، كتاب المناقب)

"তার পর হযরত আলী (রাঃ) এর বেলায় যা হবার তাই হল। অতঃপর অপর আর একদল দাড়াল যারা হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ করল । এরপর পরিস্থিতি এত খারাপ হল যে, এ যুদ্ধ কারীরা মিম্বরে দাড়িয়ে হযরত আলীর নিন্দা ও তাঁর উপর লা'নত করা তাদের এক সুন্নাতে পরিণত করে নিল। আর খারিজীরা তাদের সাথে যোগ দিল। (ফতহুল বারী, কিতাবুল মানাকিব)

উল্লেখ্য যে, এখানে যুদ্ধ কারীরা বলতে হযরত মুআবিয়া ও তাঁর দলকেই বুঝান হয়েছে।"

o ইমাম ইবনে হাযাম উন্দোলসীর উক্তিঃ

وفى رواية للبزار لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبسنده رجاله ثقاة ان مروان لما ولى المدينة كان يسب عليا على المنبر كل جمعة ، ثم ولى بعده سعيدبن العاص فكان لايسب ، ثم اعيد مروان فعاد للسب وكان الحسن يعلم ذالك فسكت ولايدخل عند الاقامة. فلم يرض بذالك مروان حتى ارسل للحسن فى بيته بالسب البليغ لابيه وله ومنه " ما وجدت مثلك الا مثل البغلة يقال لها من ابوك فتقول امى الفرس " فقال للرسول "ارجع اليه فقل له والله لا اخفف عنك شيئا مما قلت بانى اسبك ولكن موعدى وموعدك الله - فان كنت كاذبا فالله اشد نقمة - قد اكرم جدى ان يكون مثلى مثل البغلة " - (تطهير الجنان واللسان)

''বায্যারের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবীর যুবান মুবারকের মাধ্যমে হাকাম এবং তাঁর ছেলে মাওয়ানের উপর লা'নত করেছেন। নির্ভর যোগ্য বর্ণনাকারীদের সনদ সূত্রে বর্ণিত যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মার ওয়ানকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করলে তখন মারওয়ান প্রতি জুমআয় মিম্ব রে দাড়িয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে গালি গালাজ করত। কিন্তু এর পর হযরত সায়ী'দ বিন আ'স গভর্ণর হলে তিনি এরূপ করতেন না। মারওয়ান পুনরায় গভর্ণর হলে আবার গালি গালাজ আরম্ভ করে। হযরত হাসান (রাঃ) এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি চুপ থাকতেন। মসজিদে নববীতে ঠিক জামাতের ইকাম তের সময় প্রবেশ করতেন (যাতে তাঁর পিতাকে দেয়া গালি গালাজ না শুনেন)। কিন্তু মারওয়ান এতে সন্তুষ্ট হল না। সে বাহকের মাধ্যমে হযরত হাসান ও তাঁর পিতা হযরত আলী (রাঃ) কে গালি গালাজ করে পাঠাত। গালি গালাজের মধ্যে এক গালি এ ও ছিলে যে, মাওয়ান বলতঃ তোমার (হাসানের) উদাহরণ একটা খচ্চরের মত। যখন খচ্চরকে বলা হয় তোর পিতা কে? তখন সে বলে আমার মা খোটকী (স্ত্রী খোড়া) । হযরত হাসান এ সব শুনে বাহক কে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে বল, আল্লাহর কসম আমি (হাসান) তাকে গালি দিয়ে তার গোনাহের পাল্লা হালকা করতে চাই না। তার এবং আমার সাক্ষাত আল্লাহর সামনে হবে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তা হলে আল্লাহ তাআ'লা শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ তাআলা আমার নানা জান কে (রাসূল (সাঃ) কে যে মর্যাদা দান করেছেন তা এ থেকে অনেক উচ্চে যে, আমার উদাহরণ একটা খচ্চরের মত হয।(তাত হিরুল জিনান)

الا انهم لم يعلنوا بسب احد من الصحابة رضوان الله عليهم بخلاف ما كان بنو امية يستعملون من لعن على بن ابى طالب رضوان الله عليه ولعن بنيه الطاهرين بنى الزهراء وكلهم كان على هذا حاشا عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد رحمهما الله تعالى، فانهما لم يستتجيزا ذالك. (جوامع السيرص٣٦٦)

বনুআব্বাসরা প্রকাশ্যে সাহাবায়ে কিরামের কাউকে গালমন্দ দেননি। কিন্তু বনুউমাইয়্যারা এমন সব গভর্ণর নিয়োগ করে, যারা হযরত আলী এবং তাঁর দুই ছেলে ও বনি ফাতিমা (রাঃ) এর উপর লা'নত করত । হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয ও ইয়াযীদ বিন ওয়ালিদ ছাড়া বনিউমাইয়ার সব গভর্ণরদের একই অবস্থা ছিল। (জাওয়ামিউস সিরাত পৃঃ৩৬৬)

০ ইবনে হাজার মক্কীর উক্তিঃ

لما وقع من الاختلاف والخروج عليه نشر من سمع من الصحابة تلك الفضائل وبثها نصحا للامة ايضا ثم لما اشتد الخطب واشتغلت طائفة من بنى امية بتنقيصه وسبه على المنابر و وافقهم الخوارج لعنهم الله بل قالوا بكفره اشتغلت جهابذة الحفاظ من اهل السنة بيث فضائله حتى كثرت للامة ونصره للحق - (تطهير الجنان واللسان صفحـ ٧٤)

'' যখন মত বিরোধ দেখা দিল এবং হযরত আলীর বিরোদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, তখন হযরত আলীর ফাযীলত সম্পর্কে যে সমস্ত সাহাবারা শুনেছিলেন, তারা উম্ম তের মঙ্গলের জন্য ঐ সমস্ত ফাযীলত সমূহ প্রচার করতে লাগলেন। এর পর অবস্থা যখন আরও শোচনীয় হয়ে গেল এবং বনি উমাইয়াদের একদল যখন মিম্বরে দাড়িয়ে হযরত আলীকে গালমন্দ এবং তাঁর নিন্দা করা তাদের পেশা বানিয়ে নিল এবং খারেজিরা ও (আল্লাহ এদের উপর লা'নত বর্ষন করুন) এর সাথে একাত্বতা ঘোষণা করল, এবং তারা হযরত আলীকে কাফির বলতে ও দ্বিধা করলনা, তখন আহলে সুন্নাতের বড় বড় হাদীস বিশারদরা যাদের হাদীসে নববী মুখস্থ ছিল, তাঁরা হযরত আলী (রাঃ) এর ফাযিলত সম্পর্কীয় হাদীস সমূহ প্রচার করতে লাগলেন। ফলে উম্ম তের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচার হল এবং ন্যায় ও হকের অনেক প্রসার ঘটল। (তাতহীরুল জিনান ওয়াললিসান পৃঃ৭৪)

ইবনে হাজার মক্কীর আর ও একটি বর্ণনাঃ

ইমাম সুয়ূতী ও এ ঘটনা ''তারিখুল খুলাফা '' নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

o বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা উস্তাজ মোহাম্মদ আবু যুহর এর উক্তিঃ

وقد كان العصر الاموى محرضا على المغالاة فى تقدير على رضى الله عنه لان معاوية سن سنة سيئة فى عهده وفى من خلفه من الامويين حتى عمر بن عبد العزيز وتلك السنة هى لعن امام الهدى على ابن ابى طالب رضى الله عنه عقب تمام خطبة ولقد استنكر بقية الصحابة ونهوا معاوية و ولاته عن ذالك حتى لقد كتبت ام سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه كتابا تنهاه وتقول فيه انكم تلعنون الله و رسوله على منابركم وذالك انكم تلعنون على ابن ابى طالب ومن احبه واشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احبه - (تاريخ المذاهب الاسلامية جـ ١ صـ ٣٨)

''বনু উমাইয়ার যুগে হযরত আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে মারাত্মক ধরণের বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কেননা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর সময়ে একটা খারাপ সুন্নাত চালু করেন, যা তাঁর পরবর্তীরা ও হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের যুগ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত চালু রাখে। আর এই খারাপ সুন্নাত এই ছিল যে, ইমামে হুদা হযরত আলী (রাঃ) উপর জুমআ'র খুৎবার শেষের দিকে লা'নত করা হত। এতে অন্যান্য সাহাবারা এর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) ও তাঁর গভর্ণর দের এটা করতে নিষেধ করেন। এমন কি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হযরত মুআবিয়ার কাছে চিঠি লিখে এ থেকে বিরত থাকার কথা বলেন। তিনি তাঁর এ চিঠিতে লিখেন যে, আপনারা মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর লা'নত করেন। আর এটা এভাবে যে হযরত আলী (রাঃ) এবং যারা তাঁকে ভালবাসেন তাদের উপর আপনারা লা'নত করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আলী (রাঃ) রাসূলে করীম (সাঃ) এর অধিক প্রিয় ছিলেন। (তারিখুল মাযাহিবুল ইসলামিয়া পৃঃ৩৮)

o বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফিদা ইমামুদ্দিন ইসমাইল শাফিয়ীর উক্তিঃ

كان معاوية وعماله يدعون لعثمان فى الخطبة يوم الجمعة ويسبون عليا ويقعون فيه - (المختصر فى اخبار البشر جـ ٢ صـ ٩٨-٩٩)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং তাঁর গভর্ণর রা জুম আ'র খুৎবায় হযরত উসমান (রাঃ) এর ব্যাপারে দু'আ করতেন এবং হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ ও তাঁর কুৎসা রটনা করতেন। (আল মুখতাসার ফি আখবারিল বশর পৃঃ৯৮-৯৯)

o বিখ্যাত ঐতিহাসকি এবং অনেক গ্রন্থ প্রনেতা আলিমে দ্বীন ডঃ উমর ফুররুখ এর উক্তিঃ

وكانت سرت في البلدان بدعة وقحت فكشفت عن وجهها ثم سارت تطأ كل المنابر وتصرخ فى كل الاذان ولم تستح فصعدت فى مسجد رسول الله وبين اهله وعلى منبره كان ابتدعها معاوية بن ابى سفيان واصدر امره الى الولاة ان يجعلوها تقليدا فى خطب الجمعة .(الخليفة الزاهد،فصل بدعة معاوية)

বনি উমাইয়াদের সময়ে বিভিন্ন এলাকায় এমন এক বিদআ'ত চালু হয়, যা চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে । এমন কি প্রত্যেক মিম্বর কে পদদলিত ও কলংকিত করে, এবং প্রত্যেক কান কে ভারি করে। এই বিদআ'ত মসজিদে নববী, মিম্বরে রাসুল এবং আহলে বায়তের উপর হামলা করা থেকে ও বাদ যায়নি। এর শোচনা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) করে ছিলেন। তিনি তাঁর গভর্ণরদের প্রতি ফরমান জারি করে ছিলেন যে, তারা যেন জুমআ'র খুৎবায় এ রীতি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে। (আল খলিফাতুযযাহিদ, বিদআ'তে মুআবিয়া অধ্যায়)

o বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আহমদ বিন ইয়াহয়িয়া বালাজুরীর উক্তিঃ

لما قدم بسر بن ابى ارطاة البصرة وكان معاوية بعثه لقتل من خالفه واستحياء من بايعه، صعد المنبر فذكر عليا بالقبيح وشتمه وتنقصه، ثم قال ايها الناس انشدكم بالله اما صدقت ؟ فقال ابو بكرة انك تنشد عظيما والله ما صدقت وما بررت فامر بابى بكرة فضرب حتى غشى عليه.(انساب الاشراف حـ١صـ٤٩٣)

বুসুর বিন আবি আরতাত বসরায় পৌছলেন। আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) তাকে বসরায় এজন্য পাঠিয়েছিলেন, যেন বুসুর হযরত মুআবিয়ার বিরোধী দের হত্যা করেন এবং তার বায়আ'ত গ্রহণ কারীদের জীবিত রাখেন। বুসুর মিম্বরে দাড়িয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর খারাপ সমালোচনা করেন, তাঁর নিন্দা করেন এবং অপমান জনক কথা বলেন। অতঃপর বুসুর বলেন, হে লোক সকল আমি তোমাদের কে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি আমি কি সত্য বলি নাই। হযরত আবুবকরাহ (রাঃ) উত্তরে বললেন, তুমি তো

অত্যন্ত মহান স্বত্তার কসম দিতেছ, কিন্তু আল্লাহর কসম তুমি না সত্য বলেছ, না কোন পূণ্যের কথা বলেছ। একথা শুনে রসুল হযরত আবু বক রাহ কে প্রহার করার হুকুম দেন। প্রহারের কারণে হযরত আবুবকরাহ বেহুশ হয়ে পড়েন।

০ শায়খুল মাশাইখ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসানের বর্ণনাঃ

يقال ان اول من خطب قبل الصلواة فى العيدين مروان بن الحكم - كان مروان بن الحكم ظالما فحاشا مستدبرا عن سنة عليه السلام وكان يسب الناس فى المجامع مثل الجمعة والاعياد والناس كانوا لا ينتظرون بعد الصلواة الى الخطبة لسببه فى اثناء الخطبة فقدم الخطبة على الصلواة لئلا ينشر الناس وكانوا ينتظرون للصلواة لامحالة -

(التقرير للترمذى ، مولانا محمود الحسن صفحـ ١٩)

'' বলা হয়ে থাকে যে, সর্ব প্রথম ঈদের নামাযের পূর্বে যে ব্যক্তি খুৎবা দেয়, সে হচ্ছে মারওয়ান ইবনুল হাকাম । মারওয়ান অত্যন্ত জঘন্য ধরণের যালিম এবং সুন্নাতে নববী কে অমান্য কারীছিল। জনগণকে জুমআ' ও ঈদের খুৎবায় প্রকাশ্য ভাবে গালি দিত। মুসল্লিরা এই গালা গালির কারণে ঈদের নামাযের পর তার খুৎবার অপেক্ষা না করে চলে যেত,এ জন্য সে নামাযের পূর্বে খুৎবা দিতে আরম্ভ করে যাতে মানুষ বিক্ষিপ্ত না হয়ে পড়ে । এতে মুসল্লিদের কে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে হত এবং বাধ্য হয়ে খুৎবা শুনতে হত।

(আত্তাকারীর লিত্তিরমিজী মাওলানা মাহমুদুল হাসান, পৃঃ১৯)

০ শায়খুল মাশাইখ মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহীর উক্তিঃ

اول من خطب قبل الصلواة مروان بنية فاسدة ، فكان يعرض فى خطبته باهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم ويسيئ الادب بهم فلما رأى الناس ذالك وان ليس لهم صبر على استماع اذاهم رضى الله عنهم جعلوا يذهبون اذا فرغوا من الصلواة فقدم مروان الخطبة ليلجئهم الى سماعها فكان فعله ذالك خبثا ظاهرا فانكروا عليه - (الكوكب الدرى)

সর্ব প্রথম খারাপ উদ্দেশ্য ঈদের নামাযের পূর্বে যে খুৎবা দেয় সে হল মারওয়ান। সে তার খুৎবায় রাসুল (সাঃ) এর পরিবার পরিজন কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত এবং তাঁদের সাথে অত্যন্ত বেআদবী করত । যখন লোকেরা এটা দেখল এবং রাসুল (সাঃ) এর পরিবার পরিজনকে অপমানিত করার উপর ধৈর্য্য ধরতে পারলনা, তখন তারা নামাযের পর পর ই চলে যেত। মারওয়ান তখন খুৎবা নামাযের পূর্বে দিতে আরম্ভ করে। যাতে লোকেরা বাধ্য হয়ে খুৎবা শুনে। তার এ কাজ নিকৃষ্ঠতম ছিল এবং লোকেরা এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। (আল কাউকাবুদদুরী)

০ মাওলানা শাহ মঈনুদ্দিন নদভীর উক্তিঃ

امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں برسر منبر حضرت علی (رضہ) پر سب وشتم کی مذموم رسم جاری کی تھی ، اور انکے تمام عمال اس رسم کو ادا کرتے تھے

(تاریخ اسلام حصہ ٢ صہ ١٣٠)

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর সময়ে প্রকাশ্য ভাবে মিম্বরে দাড়িয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে গালমন্দ দেবার নিকৃষ্ট রসুম চালু করেন। আর তার সমস্ত গভর্ণররা এই রসুম মেনে চলত। (তারিখে ইসলাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩০)

০ মাওলানা আব্দুস্সালাম নদভীর উক্তিঃ

خلفائے بنو امیہ نے مذہب کے متعلق سب سے بڑی بدعت جو ایجاد کی وہ یہ تھی کہ حضرت علی پر علانیہ خطبے میں لعن طعن کرتے تھے اور چونکہ لوگ اس کا سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور خطبے سننے سے پہلے ہی اٹھہ جایا کرتے تھے اس لئے امیر معاویہ نے نماز عیدین سے پہلے ہی خطبہ پڑھنا شروع کیا جو دوسری بدعت تھی - (سیرت عمربن عبد العزیز صہ ١٤٠)

উমাইয়া খলিফারা মাযহাবের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বিদ'আত যেটা আবিষ্কার করেন, তা হচ্ছে প্রকাশ্য খুৎবায় হযরত আলী (রাঃ) এর উপর লা'নত করা । জনগণ যেহেতু এটা শুনতে চাইত না, তাইতারা খুৎবা আরম্ভ হওহয়ার পূর্বেই চলে যেত। এ জন্য আমীরে মুআ'বিয়া (রাঃ) ঈদের নামাযের পূর্বেই খুৎবা দেয়া আরম্ভ করেন। যেটা দ্বিতীয় বিদ'আত ছিল। (সীরাতে উমর বিন আব্দল আযীয, পৃঃ১৪০)

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ ! আশাকরি সূর্যের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং তাঁর গভর্ণর রা জুমআর খুৎবায় দাড়িয়ে যে গালমন্দ দিতেন, তা

নিছক মাওলানা মাওদুদদী (রাহঃ) এর অপবাদ নয়। বরং এর সমর্থনে অনেক সহী হাদীস, অধিক সংখ্যক নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও উক্তি রয়েছে। এর পর ও যারা বলেন, এ ধরণের কোন বর্ণনা কোন কিতাবে নেই, তাদের কে কি বলা যায় আপনারাই সাব্যস্থ করুন।

আশ্চর্যের বিষয় মাওলানার সমালোচনা কারীরা নানা কুটতর্ক, হেঁয়ালীপনা, ভিত্তিহীন উক্তি ও হাস্যকর যুক্তির মাধ্যমে মাওলানা কে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেছেন, যত সব বর্ণনায় হযরত আলী কে গালমন্দ দেয়ার কথা এসেছে, এর অর্থ গালমন্দ নয়, বরং এর অর্থ ভুল ত্রুটির উপর তিরস্কার করা। কারণ আরবীতে নাকি سب শব্দের অর্থ এটাই। আসলে এটা একটা ভিত্তিহীন কথা। কুরআন শরীফের আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসে এর অর্থ গালি গালাজ লওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

وَلَاتَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. (الانعام ١٠٨)

''এরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যে সব জিনিসের পূজা করে ও গুলো কে গালি দিওনা। কারণ ও ওরা অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ্ কে গালি দিতে আরম্ভ করবে। (সূরা আনআম-১০৮)

এ আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে উর্দূ, ফার্সী, বাংলা, ইংরেজী ভাষার অনুবাদকরা

وَلَاتَسُبُّوا শব্দের অর্থ গালি দিওনা লিখেছেন। যদি এর অর্থ সাধারণ ভুলত্রুটির উপর তিরস্কার করা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে ''এরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যে সব জিনিসের পূজা করে ও গুলোর ভুলত্রুটির উপর তিরস্কার করনা। কারণ ওরা অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহর ভুলত্রুটির উপর তিরস্কার করা আরম্ভ করবে।'' এ অর্থ কোন ক্রমেই গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার তো কোন ভুলত্রুটি নেই, সুতরাং তিরস্কারের সুযোগ কোথায়?

এমনি ভাবে হাদীসের মধ্যে এসেছে রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

سباب المؤمن فسوق ''কোন মুমিন কে গালি দেয়া ফাসেকী''।

" من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه "

''সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হল মা-বাবা কে গালি দেয়া''

" لاتسبوا الاموات فتؤذو به الاحياء "

''তোমরা মৃত কে গালি দিওনা, কারণ এতে তোমরা জীবিত দের কষ্ট দেবে।'' এসব হাদীসে যদি سب শব্দের অর্থ ভুলত্রুটির উপর তিরস্কার করা নেয়া হয়, তাহলে অর্থ হবে ''মুমিনের ভুলত্রুটির উপর তিরস্কার করা ফাসেকী''। ''সব চেয়ে বড় কাবীরা গুনাহ হল মা-বাবার ভুলত্রুটির উপর তিরস্কার করা।'' মৃতের ভুলত্রুটির উপর তিরস্কার করনা কারণ এতে জীবিতদের কষ্ট দেয়া হবে। এভাবে অনুবাদ করলে তো একটা উদ্ভট ও হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

আর ও আশচর্যের বিষয়, মাওলানা কে সাহাবা বিদ্বেষী প্রমাণ করতে গিয়ে সমালোচনা কারীরা তাঁর বর্ণনা কৃত বিভিন্ন বর্ণনা কে মিথ্যা এবং ঐসব বর্ণনার বর্ণনাকারীদের শিয়া, খারেজী ইত্যাদি বলে তাদের বর্ণনা উড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ এসব বর্ণনা কারী থেকে আল্লামা ইবনেকাসীর, ইবনে আসীর, ইবনে হাজার, ইবনে আব্দুল বার, ইমাম যাহাবী, ইমাম তাবারী ও আবু হানিফা দিনওয়ারীর মত মনিষী বৃন্দ বর্ণনা করেছেন। এখন যদি ঐসব বর্ণনা কারীদের বর্ণনা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া হয়, তা হলে এর অর্থ হল ঐ সমস্ত মনিষী বৃন্দ তাঁদের কিতাবে ঐ সমস্ত বর্ণনা লিখে মিথ্যা প্রচারে সাহায্য করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। সমালোচনা কারীরা এ ব্যাপারে আর ও একটা উদ্ভট কথা বলে থাকেন যে, ঐ সমস্ত মনিষীবৃন্দ নাকি প্রতেক বর্ণনার প্রথমে সনদ বর্ণনা করে পাঠকদের উপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, তারা যেন প্রত্যেক বর্ণনাকারীর অবস্থা জেনে কোন্ বর্ণনা সত্য আর কোন্টি মিথ্যে তা নির্ধারণ করে। যদি একথা মেনে নেয়া যায়, তাহলে এর অর্থ হবে ঐ সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করার আগে প্রত্যেক পাঠক কে اسماء الرجال বা বর্ণনা কারীদের তথ্য সম্বলিত সকল কিতাব পাঠ করতে হবে। সকল বর্ণনা কারীদের সঠিক অবস্থা জানার পর কোন্ বর্ণনা সত্য এবং কোন্টি মিথ্যা তা তাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু এটা কি সম্ভ ব? আর এ ভাবে সকল ঐতিহাসিক তো সনদ বর্ণনা করেন না।এ ক্ষেত্রে পাঠকরা কি করবে? সুতরাং এটা একটা উদ্ভট কথা ছাড়া কিছুই নয়।

আর ও আশ্চর্যের বিষয় মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে গালি গালাজ করার প্রমাণ স্বরূপ আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীর একটি বর্ণনার প্রথমাংশ তুলে ধরেন। কিন্তু ঐ বর্ণনার সনদে আবু মিখনাফ নামি এক বর্ণনা কারীকে শিয়া আখ্যায়িত করে মাওলানা ত্বকী উসমানী তাঁর ''হযরত মুআবিয়া আওর তারিখী হাকাইক'' নামক কিতাবে লিখেছেন ঐ বর্ণনা সম্পূর্ণ মিথ্যে। কারণ এতে একজন বর্ণনা কারী হল শিয়া। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ওসমানী সাহেবের কিতাবের ২৯ নং পৃষ্ঠায় এই আবু মিখনাফের একই বর্ণনার মধ্য ভাগের কিছু অংশ তুলে ধরে বলতেছেন ''এতে বুঝা

যায় হযরত মুগীরা হযরত আলী কে গালি দিতেন না বরং শুধু মাত্র হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদের বদদোআ' করতেন। কারণ আবু মিখনাফ বলেছেনঃ

قام المغيرة فقال فى على وعثمان كما كان يقول وكانت مقالته اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجره بأحسن عمله فانه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجمع كلمتنا وحقن دماءنا وقُتل مظلوما اللهم فارحم انصاره واوليائه ومحبيه والطلبين بدمه ويدعو على قتلته –

হযরত মুগীরা খুৎবার জন্য দাড়ালেন এবং হযরত আলী ও উসমান (রাঃ) সম্পর্কে যা বলার তাই বললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ। উসমান বিন আফফানের উপর রহম কর। তাঁকে ক্ষমা করে দাও, তাঁর ভাল কাজের ফলাফল দান কর। কেননা তিনি তোমার কিতাবেরউপর আ'মল করেছেন, তোমার নবীর অনুসরণ করেছেন, আমাদের কে একত্রিত করেছেন, আমাদের রক্ত কে রক্ষা করেছেন। তিনি মযলুম অবস্থায় নিহত হয়েছেন। হে আল্লাহ। তাঁর সাহায্যকারী, বন্ধুবান্ধব, তাঁকে মুহাব্বত কারী এবং তার হত্যার বদলা লওয়ার দাবীদারদের উপর রহম কর। এবং হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকরীদের বদদোআ করতেন।

পাঠক বৃন্দ । মাওলানা মওদুদী (রাহ) আবু মিখনাফের বর্ণনার প্রথমাংশ বর্ণনা করে তিনি হয়েছেন সাহাবা বিদ্বেষী (?) এবং এ বর্ণনা হয়েছে মিথ্যে। অপর দিকে ত্বকী উসমানী সাহেব আবুমিখনাফের একই বর্ণনার মধ্যভাগ বর্ণনা করে তিনি হয়েছেন সাহাবা প্রেমিক এবং তার এ বর্ণনা হয়েছে অকাট্য দলীল । এ রহস্য বুঝা দায়। ত্বকী উসমানী সাহেবের পিতা মুফতী শফী (রাহঃ) তাঁর ''শাহাদাতে কারবালা'' নামক কিতাবে আবু মিখনাফ থেকে অনেক বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম ঐতিহাসিক বৃন্দ আবু মিখনাফ থেকে হাজার হাজার বর্ণনা করেছেন। তখন তারা কেউ সাহাবী বিদ্বেষী হননা এবং তাঁদের বর্ণনা ও মিথ্যে হয় না। হে আল্লাহ! এ রহস্যটা কি? یا الٰہی یہ ماجرا کیا ہے ؟

✍ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক যিয়াদ কে নিজ পিতার সাথে মিলানোর ঘটনাঃ

০ মাওলানা মওদুদী (রাহ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়ের আর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

০মাওলানার বক্তব্যঃ

استلحاق زياد

زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ کے ان افعال میں سے ہے جس میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کے خلاف ورزی کی تھی – زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا – لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاھلیت میں حضرت معاویہ کے والد جناب ابوسفیان(رضع نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا – اور اسی سے وہ حاملہ ہوی– حضرت ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفہ سے ہے –جوان ہوکر یہ شخص اعلی درجے کے مدبر، منظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالك ثابت ہوا – حضرت علی کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑے اھم خدمات انجام دی تھیں – ان کے بعد حضرت معاویہ نے اس کو اپنے حامی ومددگار بنانے کے لئے اپنے والد ماجد کی زناکاری پر شھادتیں لیں اور ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے – پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور خاندان کا فرد قرار دے دیا یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچہ مکروہ ہے وہ تو ظاھر ہے ، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا – کیونکہ شریعت

میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ "بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا - اور زانی کے لئے کنکر پتھر ہیں - ام المؤنین حضرت ام حبیبہ(رضہ) نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کردیا اور اس سے پردہ فرمایا - (خلافت وملوکیت ، صـ ۱۷۵)

যিয়াদ বিন সুমাইয়্যার ব্যাপারটি ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর এমন সব কার্যাবলীর অন্যতম, যাতে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শরীয়তের একটি সর্ব সম্ম ত রীতির বিরুদ্ধাচারণ করেন। তায়েফের সুমাইয়্যা নামি এক দাসীর উদরে যিয়াদের জন্ম। লোকে বলে জাহেলি যামানায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পিতা জনাব আবু সুফিয়ান সুমাইয়্যার সাথে ব্যভিচার করেন। যার ফলে সুমাইয়্যা গর্ভবতী হয়। হযরত আবু সুফিয়ান ও একবার এ দিকে ইংগিত করে বলেছিলেন যে, তার বীর্য দ্বারাই যিয়াদের জন্ম । যৌবন প্রাপ্ত হয়ে যিয়াদ উন্নতমানের ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, সেনাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী প্রমাণিত হন। ইনি হযরত আলী (রাঃ) এর বিরাট সমর্থক ছিলেন এবং অনেক খিদমত ও আনজাম দিয়েছেন। তাঁর পরে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাকে নিজের সমর্থক এবং সহায়ক করার জন্য তাঁর পিতার ব্যভিচারের সাক্ষ্য গ্রহণ করে প্রমান করেন যে, যিয়াদ তাঁর পিতার অবৈধ সন্তান। আর এরই ভিত্তিতে তিনি তাকে নিজের ভাই এবং আপন পরিবারের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর এই কার্য নৈতিক দিক থেকে কত ঘৃণ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আইনের দৃষ্টিতে ও এটা স্পষ্ট অবৈধ কাজ। কারণ শরীয়তে ব্যভিচারের মাধ্যমে কোন নসব বা বংশ ধারা প্রমাণিত হয়না। রাসুল (সাঃ) এর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে " শিশু যার বিছনায় ভূমিষ্ট হয় তারই" আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে প্রস্তর খন্ড । উম্মুল মুমিনীল হযরত উম্মে হাবীবা এ জন্য যিয়াদ কে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তার সাথে পর্দা করে চলেন। (খিলাফত ও মুলুকিয়ত, পৃঃ১৭৫)

oমাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ

o যিয়াদ ছিল প্রকৃত পক্ষে এক জারজ সন্তান। যার সঠিক কোন বংশ ধারা ছিল না।

o হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক যিয়াদ কে নিজ বংশের সাথে মিলানো ছিল শরীয়তের একটি সর্বসম্ম ত রীতির খেলাফ ।

oমাওলানার সমালোচনা কারীদের বক্তব্যঃ

o যিয়াদ জারজ সন্তান ছিল না। বরং সে ছিল সঠিক বংশ ধারা বিশিষ্ট হযরত আবু সুফিয়ানেরই সম্ম ানিত সন্তান। তাকে জারজ সন্তান বলা মাওলা মওদুদী (রাহ) এর অপবাদ মাত্র ।

o হযরত মুআবিয়া কর্তৃক যিয়াদ কে নিজ বংশের সাথে মিলানো শরীয়তের কোন রীতির খেলাফ নয়, বরং সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্ম ত কাজ।

সম্ম ানিত পাঠক! আসুন, আমরা মাওলানার বক্তব্য গুলো নির্ভর যোগ্য কিতাব এবং নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের মতের সাথে মিলিয়ে দেখি, সত্যিই কি তিনি হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) এবং যিয়াদের উপর অপবাদ দিয়েছেন, না এর পিছনে কোন দলীল আছে? আর এই সাথে সমালোচনা কারীদের দাবী গুলো ও একটু তলিয়ে দেখি তা কতটুকু যথার্থ।

oযিয়াদের বংশ ধারা সম্পর্কে একটি সহী হাদীসঃ

عن ابی عثمان قال لما ادعی زیاد لقیت ابا بکرة فقلت له ما هذا الذی صنعتم انی سمعت سعد بن ابی وقاص یقول سمع اذنای من رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یقول من ادعی ابا فی الاسلام غیر ابیه وهو یعلم انه غیر ابیه فالجنة علیه حرام - فقال ابوبکرة وانا سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم - (مسلم شریف، کتاب الایمان)

হযরত আবু উসমান বর্ণনা করেন যে, যখন যিয়াদ কে হযরত আবু সুফিয়ানের পুত্র বলে দাবী করা হল, তখন আমি হযরত আবুবকরার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আপনারা এটা কি করেছেন? আমি হযরত সাদ বিন আবি ও কাকা'স কে এভাবে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমার দুই কন রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছে, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে নিজের বাপ-ব্যতীত অন্য কাউকে বাপ বলে দাবী করে, অথচ সে জানে যে, ঐ ব্যক্তি তার বাপ নহে, এর জন্য জান্নাত হারাম । হযরত আবুবকরা উত্তরে বললেনঃ আমি নিজেও রাসুল (সাঃ) থেকে এ ভাবে শুনেছি।

(মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান)

উল্লেখ্য যে, হযরত আবুবকরা (রাঃ) যিয়াদের বৈপিত্রীয় ভাই ছিলেন। এ জন্য হযরত আবুউসমান (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, যিয়াদ যে জেনে বুঝে নিজের বংশধারা পরিবর্তন করেছে বা পরিবর্তন করার দাবী মেনে নিয়েছে, এতে হযরত আবু বকরা ও

শরীক হবেন। এ জন্য তিনি তাঁকে রাসুল (সাঃ) এর হাদীস শুনালেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হযরত আবুবকরা এর ঘোর বিরোধী ছিলেন।নিজের বংশধারা পরিবর্তন করার কারণে হযরত আবুবকরা আজীবন যিয়াদের সাথে কথা বলেননি। তাই হযরত আবুবকরা এই বলে হযরত আবু উসমানের ভুল ধারণা দূর করলেন যে, আমি নিজে ও রাসুল (সাঃ) থেকে এ হাদীস শুনেছি। সুতরাং আমি এর মধ্যে শরীক নই।

oযিয়াদের বংশধারা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও উক্তিঃ

o ইমাম নববীর উক্তিঃ

ইমাম নববী উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ

كان يعرف بزياد بن عبيد ثقفى ثم ادعاه معاوية بن ابى سفيان (رضـ) والحقه بابيه ابى سفيان وصار من جملة اصحابه بعد ان كان من اصحاب على بن ابى طالب رضى الله عنه - (شرح مسلم)

যিয়াদ প্রথমে আবীদ সাকা'ফীর ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু পরে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) দাবীর মাধ্যমে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে মিলিয়ে নেন। এভাবে যিয়াদ হযরত মুআবিয়ার সাথী হয়ে গেল । অথচ সে প্রথমে হযরত আলী (রাঃ) এর সাথী ছিল। (শারহে মুসলিম)

o শায়খুল মাশাইখ মাওলানা খলিলুর রহমান সাহারন পুরীর উক্তিঃ

মুসলিম শরীফের উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মা ও লানা খলিলুর রাহমান বলেনঃ

انما ذكر ابو عثمان هذا الحديث لابى بكرة لان زيادا اخا ابى بكرة لامه انتهى نسبه الى ابى سفيان زنى بامه فى الجاهلية فولدت زيادا فكان زياد تقول له عائشة(رضـ) زياد بن ابيه وكان زياد من حماة على(رضـ) وكان شجاعا مقداما فى الحرب فاستماله معاوية فانتسب اليه وجعله اخاه فلهذا احدث ابو عثمان هذا الحديث ابابكرة لانه ظن ان ابا بكرة لعله يرضى به فلما قال ابوبكرة انى سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهذا انه ليس براض بما فعل زياد - (بذل المجهود)

'' আবু উসমান (রাঃ) এ হাদীস হযরত আবুবকরা (রাঃ) এর কাছে এ জন্য বর্ণনা করেন যে, যিয়াদ হল আবুবকরা (রাঃ) এর বৈপিত্রীয় ভাই। সে তার বংশধারা হযরত আবু সুফিয়ানের সাথে মিলিয়ে নেয়। এ ঘটনা হল এরূপ যে, হযরত আবু সুফিয়ান জাহেলিয়াতের যুগে যিয়াদের মায়ের সাথে ব্যভিচার করেছিলেন। এতে যিয়াদের জন্ম হয়। হযরত আয়শা (রাঃ) সর্বদা তাকে যিয়াদ ইবনে আবীহি বলতেন। যিয়াদ প্রথমে হযরত আলী (রাঃ) এর সাহায্যকারী ছিল । সে সাহসী যুদ্ধা ছিল । তাই হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ওকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করলেন এবং নিজ বংশের সাথে মিলিয়ে ভাই বানিয়ে নিলেন। হযরত আবু উসমান হযরত আবুবকরা কে এ হাদীস এ জন্য শুনান যে, তিনি মনে করেছিলেন হযরত আবুবকরা ও এ বংশধারা পরিবর্তনের উপর সম্ম ত ও সন্তুষ্ঠ । কিন্তু আবুবকরা যখন বললেন, আমি নিজেও রাসুল (সাঃ) থেকে এ হাদীস শুনেছি । তাতে বুঝা গেল যিয়াদের কৃত কার্যের উপর তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন। (বযলুল মজহুদ)

o আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনাঃ

عن ابى اسحاق ان زيادا لما قدم الكوفة قال : قد جئتكم فى امر ما طلبته الا اليكم قالوا : ادعنا الى ماشئت ، قال : تلحقون نسبى بمعاوية قالوا اما بشهادة الزور فلا، فاتى البصرة، فشهد له رجل - (تاريخ الطبرى حـ ٥ صـ ٢١٥ دار سويدان بيروت . لبنان)

আবু ইসহাক বর্ণনা করেন, যিয়াদ যখন কুফায় আগমন করে, তখন কুফা বাসীদের কে বলল, আমি আপনাদের কাছে একটি ব্যাপারে এসেছি, যা আপনারা ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইতে পারি না। তখন তারা বলল, তুমি যা চাও বল । যিয়াদ বললঃ তোমরা আমার নসব বা বা বংশধারা আবু সুফিয়ানের সাথে মিলিয়ে দাও। কুফাবাসীরা একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললঃ মিথ্যা সাক্ষের মাধ্যমে ! তা কখন ও হবে না। অতঃপর যিয়াদ বসরা আসল এবং এক ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্যদিল (তারিখে তাবারী ৫ম খন্ড, পৃঃ২১৫)

o আবু হানিফা দীনওয়ারী (রাহ) এর উক্তিঃ

كان زياد بن ابيه انما يعرف بزياد ... بن عبيد.(الاخبار الطوال ص ٢١٩)

যিয়াদ সে তার বাপের ছেলে ছিল এবং যিয়াদ বিন আবীদ নামে পরিচিত ছিল। (আল আখবারুততিওয়াল, পৃঃ২১৯)

উল্লেখ্য যে, যার বাপের কোন পরিচয় নেই, তাকে আরব বাসীরা'' অমুক তার বাপের ছেলে'' এভাবে বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ যে তার প্রকৃত বাপ, সেই বাপের ছেলে সে । যিয়াদের যেহেতু বাপের কোন পরিচয় ছিল না, তাই তার পরিচয় দিতে زيادبن ابيه

বা যিয়াদ সে তার বাপের ছেলে বলা হত।

০আবু হানিফা দীনওয়ারীর আরেকটি উক্তিঃ

فسار الى معاوية وترقت به الامور الى ان ادعاه معاوية وزعم للناس انه ابن ابى سفيان وشهد له ابو مريم السلولى، وكان فى الجاهلية خمارا بالطائف، ان اباسفيان وقع على سمية وشهد رجل من بنى مصطلق، اسمه يزيد انه سمع ابا سفيان يقول ان زيادا من نطفة اقرها فى رحم سمية فتم ادعاءه وكان فى ذالك ما كان - (الاخبار الطوال صـ ٢١٩)

যিয়াদ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে গেল । আর ঐ সময় তার অবস্থা সব দিক থেকে ভাল ছিল। এমন কি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদের সাথে তাঁর বংশীয় সম্পর্কের দাবী করে বসলেন। তিনি জনগণ কে বললেন যে, যিয়াদ হযরত আবু সুফিয়ানের ছেলে। আবু মরইয়ম নামে এক ব্যক্তি, যে জাহেলিয়া তের যুগে তায়েফের এক মদ বিক্রেতা ছিল, সে সাক্ষ্য দেয় যে, আবু সুফিয়ান সুমাইয়্যার সাথে সহবাস করেন। এছাড়াও ইয়াযিদ নামে বনুমুসতালকের অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে হযরত আবু সুফিয়ানকে বলতে শুনেছে যিয়াদ তাহারই (আবু সুফিয়ানের) বীর্যের । যা আবু সুফিয়ান সুমাইয়ার গর্ভে ঢেলে ছিলেন। অতএব যিয়াদের ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর দাবী পরিপূর্ণ হয়ে গেল, এবং এরপর যা হবার তাই হল (আল আখবারুততিওয়াল, পৃঃ২১০)

০ হাফিয ইবনে হাজার আসকা'লানীর উক্তিঃ

زياد بن ابيه وهو ابن سمية الذى صاريقال له ابن ابى سفيان ، ولد على فراش عبيد مولى ثقيف فكان يقال له زياد بن عبيد، ثم استلحقه معاوية ثم لما انقضت الدولة الاموية صار يقال له زياد بن ابيه وزيادبن سمية ...

اشترى ابا بالف درهم فاعتقه - (الاصابة جـ ١ ص ٥٦٣)

যিয়াদ ইবনে আবীহি, সে সুমাইয়্যা নাম্নি এক বাদীর ছেলে ছিল। পরে তাকে আবু সুফিয়ানের ছেলে বলতে আরম্ভ করা হয়। যিয়াদ বনুসাকী'ফের গোলাম আ'বীদের বিছনায় জন্ম নেয়। এজন্য তাকে যিয়াদ ইবনে আ'বীদ বলা হত। পরে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাকে হযরত আবু সুফিয়ানের সাথে মিলিয়ে নেন। কিন্তু যখন বনি উমাইয়্যার যুগ শেষ হয়ে গেল, তখন পুনরায় লোকজন যিয়াদকে যিয়াদ ইবনে আবীহি এবং যিয়াদ ইবনে সুমাইয়্যা বলতে লাগল। যিয়াদ তার পিতা আবীদ কে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে । (আল-এসাবা ১ম খন্ড, পৃঃ৫৬৩)

০ ইমাম যাহাবীর বর্ণনাঃ

ইমাম যাহাবী যিয়াদের মৃত্যুর উল্লেখ করতে গিয়ে তাকে যিয়াদ ইবনে আবি সুফিইয়ান না বলে যিয়াদ ইবনে আবীহি বলেছেন এবং পরে উল্লেখ করেছেনঃ

استلحقه معاوية وزعم انه ولد ابى سفيان-(العبرفى خبر من غبرجـ١صـ٥٨)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদ কে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে মিলিয়ে নেন। তিনি মনে করতেন যিয়াদ হযরত আবু সুফিয়ানের ছেলে। (আল-আবার ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৮)

০ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আসা কিবের বর্ণনাঃ

قال زياد لابى بكرة الم تر ان امير المؤمنين ارادنى على كذا وكذا ولدت على فراش عبيد واشبهته وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى لغير ابيه فليتبوأ مقعده من النار - (تاريخ دمشق لابن عساكر جـ ٥ صـ ٤٠٩ مطبعةروضة الشام)

যিয়াদ হযরত আবুবকরা (রাঃ) কে বলল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) আমাকে তাঁর বংশের সাথে মিলানোর ইচ্ছা পোষণ করেন। অথচ আমি আ'বীদের বিছনায় জন্ম নিয়েছি এবং তার সাথেই সম্পর্ক রাখি। আর আপনি জানেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের বাপ ব্যতীত অন্য কাহার ও সাথে বংশীয় সম্পর্ক স্থাপন করবে, সে যেন তার ঠিকানা দোজখে বানিয়ে নেয়। (তারিখে দামেশ্ক, লে ইবনে আসাকির, ৫ম খন্ড, পৃঃ৪০৯)

ইবনে আসাকির আর ও বর্ণনা করেনঃ

وكان عمر بن عبد العزيز اذا كتب الى عماله فذكر زيادا قال ان زيادا صاحب البصرة ولاينسبه وقال ابن بعجة اول داء دخل العرب قتل الحسن يعنى سمه وادعاء زياد - (تاريخ دمشق جـ ٥ صـ ٤١٢)

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রাহ) যখন তাঁর গভর্ণরদের প্রতি চিঠি লিখতেন, তখন যিয়াদের কথা আসলে যিয়াদের বাপের পরিচয় না দিয়ে শুধু বসরার গভর্ণর লিখতেন। ইবনেবা'জা বলেন, আরবদের মধ্যে সর্ব প্রথম যে রোগ অনু প্রবেশ করে তা হচ্ছে হযরত হাসান (রাঃ) কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা এবং যিয়াদকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক তাঁর বংশের সাথে মিলানো। (তারিখে দামেশ্‌ক ৫ম খন্ড,পৃঃ৪১২)

قال ابو سفيان لابى مريم بعد ان شرب عنده التمس لى بغيا - فجاء بها اليه فوقع بها فولدت زيادا - (صـ ٤١٢)

মদ পান করার পর আবু সুফিয়ান আবু মরয়ম কে বললেন আমার জন্য একজন বেশ্যা নিয়ে এস। আবু মরয়ম বেশ্যা নিয়ে আসলে আবু সুফিয়ান ওর সাথে সহবাস করেন। এতে যিয়াদের জন্ম হয়। (পৃঃ৪১২)

كان ابن عمر وابن سيرين يقولان زياد ابن ابيه -

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এবং ইবনে সীরীন (রাহ) যিয়াদ কে সর্বদা যিয়াদ ইবনে আবীহি বলতেন। (কারণ তার বাপের কোন পরিচয় ছিল না। (তারিখে দামেশ্‌ক ৫ম খন্ড, পৃঃ৪১২)

০ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে ইয়াহইয়া এবং হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিবের বর্ণনাঃ

قال ابن يحيى اول حكم رد من احكام رسول الله الحكم فى زياد وقال سعيد بن المسيب اول قضية ردت من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية قضاء فلان يعنى معاوية فى زياد - (تاريخ دمشق جـ ٥ صـ ٤١٢)

মুহাদ্দিস ইবনে আসাকির তাঁর '' তারিখে দামেশ্‌কে উল্লেখ করেন যে, ইবনে ইয়াহইয়া বলেছেনঃ রাসুল (সাঃ) এর হুকুম সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম যে হুকুমের বিরোধিতা করা হয়, তা ছিল যিয়াদ সম্পর্কীয় হুকুম। এবং হযরত সায়ীদ ইবনুল

মুসায়্যেব (রাঃ) বলেছেন, রাসুল (সাঃ) এর ফায়সালা সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম প্রকাশ্যে ভাবে যে ফায়সালার বিরোধিতা করা হয়, তা হল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেন। (তারিখে দামেশ্‌ক, ৫ম খন্ড, পৃঃ৪১২)

০ বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফিদার উক্তিঃ

كانت سمية جارية للحارث بن كلدة الثقفى فزوجها بعبدله رومى يقال له عبيد فولدت سمية زيادا على فراشه فهو ولد عبيد شرعا وكان ابوسفيان سار فى الجاهلية الى الطائف ... (مختصرفى اخبار البشر حـ٢ص٩٨ , ٩٩)

সুমাইয়্যা হারিস বিন কালদা সাকা'ফীর বাঁদী ছিল। হারিস আবীদ নামীয় এক রোমী গোলামের সাথে সুমাইয়্যার বিবাহ দেয়। যিয়াদ ঐ আ'বীদের ঘরেই জন্ম নেয়। শরীয়তের দিক থেকে যিয়াদ আ'বীদেরই সন্তান। জাহেলিয়াতের যুগে আবু সুফিয়ান তায়েফ যান.....(এর পর আবুল ফিদা ঐ ঘটনার উল্লেখ করেন যা আবু সুফিয়ান ও সুমাইয়্যার মধ্যে সংঘটিত হয়। (আল মুখ্‌তসার ফি আখরাবিল বশর) ২য় খন্ড, পৃঃ৯৮-৯৯)

আবুল ফিদা আরও বলেনঃ

فاستلحقه معاوية وهذه اول واقعة خولفت فيه الشريعة علانية الصريح قول النبى صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واعظم الناس ذالك وانكروه خصوصا بنوامية لكون زيادبن عبيد الرومى صار من بنى امية - (المختصر فى اخبار البشر جـ٢ صفحـ ٩٩)

অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদ কে নিজ বংশের সাথে মিলিয়ে নিলেন। আর এটাই প্রথম ঘটনা যাতে প্রকাশ্যে শরীয়তের বিরোধীতা করা হয়। কেননা রাসুল (সাঃ) এর পরিষ্কার ইরশাদ হলঃ ''বাচ্চা তারই, যার বিছানায় জন্ম নিবে। আর জ্বীনা কারীর জন্য রয়েছে পাথর ।'' জনগণ এ ঘটনাকে বড় বিপদ মনে করে এবং এর বিরোধিতা করে। বিশেষ করে বনিউমাইয়্যারা, কেননা এতে রোমী গোলাম আবীদের ছেলে যিয়াদ বনিউমাইয়্যার এক সদস্য হয়ে গেল। (আল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার)

০ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসের দেহলভীর উক্তিঃ

یہ عامل مردود وحرامی زیاد ہے جو ملک فارس و شیراز کا صوبہ دار تھا اور وہ بے حیا اپنے حرامی ہونے پر فخر کرتا تھا - پکار پکار کر کہتا تھا اور اپنی ماں سمیۃ نامی چھوکری پر زنا کی گواہی دیتا تھا اس کا قصہ یوں ہے کہ ابوسفیان معاویہ کے باپ نے اسلام لانے سے پہلے سمیہ نامی ایک چھوکری سے جو حارث ثقفی طبیب مشہور کی کنیز تھی، تعلق کرلیا - دن رات اس کے پاس آیا جایا کرتے اور اس سے خواہش نفسانی پوری کرتے - اسی اثنا میں سمیہ نے بچہ جنا جس کا نام زیاد ہوا - لیکن چونکہ وہ چھوکری حارث کی ملک میں تھی اور اسکے غلام کے نکاح میں، اس لئے اس لڑکے کا لقب بچپن میں عبد الحارث مشہور ہوا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا اور شرافت وبلاغت کے آثار اور اسکے خوش تقریری اور خوش بیانی زبان زد خلائق ہوی. ایک روز عمروبن عاص نے کہا جو قریش کے سنجیدہ بزرگوں میں سے تھے کہ اگر یہ لڑکا قریش سے ہوتا تو عرب کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا -ابوسفیان نے یہ سن کرکہا "قسم خداکی، جس کا وہ نطفہ ہے اسکو میں خوب جانتا ہوں - حضرت امیر علی(رضہ) بھی اس وقت موجود تھے - آپ نے پوچھا "وہ کون ہے " ؟ ابوسفیان نے جواب دیا "میں" آپ نے فرمایا "بس کرابے ابوسفیان "

زیاد نے بھی یہ قصہ سن رکھا تھا اور انتہائی بے حیائ سے لوگوں سے کہتا تھا کہ میں در اصل نطفۂ ابوسفیان ہون - جب حضرت امیر نے اس کو فارس کا والی بنایا اور شہروں کے نظم ونسق اور فساد کے فرد کرنے میں بہتریں اور نمایاں تدبیریں اس سے ظہور میں

آئیں تو معاویہ نے پوشیدہ اس سے خط و کتابت شروع کی اور چاہا کہ اسکو اپنا رفیق بنائے اور اپنے نسب میں اسکو شامل کرلینے کی اس کولالچ دے اور یوں اسکو حضرت امیرکی رفاقت سے جدا کر لے ،کیونکہ اس قسم کے خوش تدبیر جتھے والے سردار کا حریف سے توڑ لینا بہت غنیمت ہے - اس سے پختہ وعدہ کیا کہ اگر تو میرے پاس آگیا تو تجھ کو اپنا بھائ کہوں گا اور اولاد ابوسفیان میں سے بتاوں گا ، کیونکہ آخر تو ابوسفیان کا نطفہ ہے اور اپنی شرافت وبزرگی، سمجھ اور زیرکی کو اپنے دعوے کی صداقت میں سچا گواہ رکھتا ہے -

جب حضرت امیر کی شہادۃ کے بعد سیدنا ومولانا حسن(رضہ) مجتبی نے ملك وسلطنت کا معاملہ معاویہ(رضہ) کے سپرد کر دیا اور معاویہ نے زیاد کو اپنی طرف مائل کرنے میں حد سے زائد کوشش کی، کیونکہ وہ بہت مدبر، شجاع اور زیرك سردار تھا. جس کے ساتھ ایک جمعیت کثیر تھی اور بادشاوں کو اس قسم کے آدمی کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس غرض سے کہ اس رفاقت میں حضرت امیر(رضہ) کی طرح بڑی بڑی مہمات طے کرائے - تواس وقت معاویہ(رضہ) نے ابوسفیان کے اسی کلمے سے تمسک کیا جو ان کی زبان سے عمروبن عاص اور حضرت امیر کے روبرو نکلا تھا- اور اس کو اپنا بھائ قرار دیا اور سنہ ٤٤ھ میں زیاد ابن ابی سفیان اس کا لقب تحریر کیا -

(تحفہ اثنا عشریہ،مترجم، نور محمد کراچی صہ ٤٨٣ تا ٤٨٦)

এই মরদুদ হারামী গভর্ণর হল যিয়াদ। যে পারস্য ও সিরাজের সুবাদার ছিল। সে নিজের নির্লজ্জতা ও হারামী হওয়ার উপর গর্ব প্রকাশ করত এবং লোকদের ডেকে ডেকে বলত । নিজের মা সুমাইয়্যার ব্যাভিচারের সাক্ষ্য দিত। তার কিছ্ছা এরূপ যে,

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পিতা হযরত আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সুমাইয়্যা নাম্নী এক মেয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। যে মেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক হারিস সাক্বাফির বাঁদী ছিল। আবু সুফিয়ান দিন রাত ঐ মেয়ের কাছে আসা যাওয়া করতেন এবং নিজের যৌন চাহিদা পূর্ণ করতেন। ইত্যবসরে সুমাইয়্যা এক বাচ্চা দিল যার নাম হল যিয়াদ। কিন্তু যেহেতু ঐ মেয়ে হারিসের মালিকানাধীন এবং তার গোলামের নিকাহের মধ্যে ছিল, এ জন্য ছোট বেলা থেকেই ঐ বাচ্চার উপাধি আব্দুল হারিস মশহুর ছিল। সে বড় হলে নিজের ভদ্রতা, বাগ্মিতা, সুন্দর ভাবে কথা উপস্থাপনা এবং দক্ষ বক্তা হিসাবে অনন্য হয়ে উঠল। একদিন কু'রাইশের গুরুত্ব পূর্ণ বুর্জুগ আমার ইবনুল আ'স বললেন ,''যদি এ ছেলে কুরাইশ বংশের হত, তা হলে সমস্ত আরববাসী কে তার লাঠি দ্বারা হাকাত । আবু সুফিয়ান ইহা শুনে বললেন, আল্লাহর কসম, সে যার বীর্যের তা আমি জানি। হযরত আলী (রাঃ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উনি কে? আবু সুফিয়ান বললেন, ''আমি'' ।ইহা শুনে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, ''থাম'' হে আবু সুফিয়ান।

যিয়াদ নিজেও এ কিচ্ছা শুনেছিল। এবং অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে লোকদের কে বলত'' আমি আসলে আবু সুফিয়ানের বীর্যের।যখন হযরত আলী (রাঃ) যিয়াদ কে পারস্যের গভর্ণর বানালেন, তখন বিভিন্ন শহরের নিয়ম শৃংখলা রক্ষা এবং ফিতনা ফাসাদ দূর করার বেলায় তার থেকে অনেক উত্তম পদ্ধতি প্রকাশ পায়। তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) গোপনীয় ভাবে চিঠি পত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে যিয়াদ কে নিজের বন্ধু বানাতে চাইলেন। তাকে নিজের বংশের সাথে মিলানোর লোভ দেখিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর সংশ্রব থেকে দূরে সরাতে চাইলেন। কেননা এ ধরণের এক উত্তম পরিচালক এবং দল বল বিশিষ্ট সরদার কে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে দূরে সরাতে পারলে তা হবে নিজের জন্য গানীমাত ও উত্তম। তাই হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদের সাথে এই মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যদি তুমি আমার কাছে এসে যাও তা হলে আমি তোমাকে আমার ভাই এবং আমার পিতা আবু সুফিয়্যানের সন্তান বলব। কেননা তুমি তো শেষ পর্যন্ত আবুসুফিয়্যনের বীর্যেরই। আর তোমার ভদ্রতা, বুদ্ধি মত্তা ও তীক্ষ্ণতা দ্বারা তুমি নিজেই তোমার সত্যতার সাক্ষি।

হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদতের পর হযরত হাসান (রাঃ) যখন রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ব্যাপার হযরত মুআবিয়ার কাছে সর্পোদ করে দিলেন, তখন মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সীমাতিরিক্ত চেষ্টা করতে লাগলেন। কেননা যিয়াদ ছিল অত্যন্ত দক্ষ পরিচালক, সাহসী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন সরদার। তার সাথে বিরাট এক দলছিল। আর বাদশাহদের এ ধরণের লোকেরই প্রয়োজন হয়ে থাকে। হযরত আলী

(রাঃ) যে ভাবে যিয়াদের মাধ্যমে বড় বড় ব্যাপার সমাধান করেছিলেন, হযরত মুআবিয়া ও সে ভাবে করতে চাইলেন। এ সময় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের ঐ কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন, যা তিনি হযরত আমর ইবনুল আস এবং হযরত আলী (রাঃ) এর সম্মু খে বলেছিলেন। অতঃপর যিয়াদ কে নিজের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে ৪৪ হিজরীতে ''আবুসুফিয়ানের ছেলে যিয়াদ'' এভাবে তার নাম লিখলেন। সমস্ত রাষ্ট্রে ঘোষণা করে দেওয়া হল যে, যিয়াদ কে যেন যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান বলা হয়।

(তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া, মুতারজাম) (পৃঃ৪৮৩-৪৮৬)

০ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের উক্তিঃ

سمیہ جاهلیت کی ایک زانیہ اور فاحشہ عورت تہے - ابو سفیان اسکے پاس رهاکرتا تہا اور اسی سے زیاد پیدا ہوا- لیکن اغراض سیاسیة سے اس کا پھر استلحاق پیدا کیا اور اسکو اپنا بہائی قرار دیا - اس کے خاص مجلس شہادت منعقد ہوئی تہی جس میں گواہوں کے اظہار کے لئے ازا نجملہ ایک گواہ ابومریم الفجار بھی تھا جس نے ابوسفیان کے لئے سمیة کو مہیا کیا تھا - بالاخر ایسی شہادت سے زیاد بہی شرما گیا - (مکالمات ابوالکلام آزاد صفحہ ۱۴۹-۱۵۰)

সুমাইয়্যা জাহেলিয়াত যুগের এক বেশ্যা মেয়ে ছিল। আবু সুফিয়ান এর কাছে থাকতেন। এ থেকেই যিয়াদের জন্ম হয়। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হযরত মুআবিয়া যিয়াদকে নিজ বংশের সাথে মিলিয়ে নিজের ভাই বানিয়ে নিলেন। এর জন্য এক বিশেষ সাক্ষ্য গ্রহণের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষিদের মধ্যে আবু মরয়ম আল ফুজ্জার ও এক সাক্ষি ছিল। যে প্রথমে আবু সুফিয়ান কে সুমাইয়্যার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এ ধরণের সাক্ষের কারণে যিয়াদ নিজেও লজ্জিত হয়ে গিয়েছিল । (মুকালামাতে আবুল কালাম আযাদ পৃঃ১৪৯-১৫০)

০ মাওলানা কাযী যায়নুল আবিদীন সাজ্জাদ, মিরটী, দেওবন্দী এর উক্তিঃ

ابوسفیان نے خود اپنی زندگی میں کھل کر زیاد کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا حضرت معاویہ نے زیاد کو خوش کرنیکے لئے بعض شہادتوں کی بناپر جو

انکے سامنے گزریں، زیاد کو اپنا سوتیلا بھائی تسلیم کر لیا-تا ہم امیر معاویہ کے اس فعل کو عامہ مسلمین کی تائید حاصل نہ ہوئی - در اصل حق استلحاق ابوسفیان کو تھا اور وہ بھی زمانہ جاھلیت میں - امیر معاویہ اس حق کو استعمال نہیں کرسکتے تھے - چنانچہ زیاد نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور اسکے آغاز میں لکھا " زیاد ابن ابی سفیان کی جانب سے " اسے توقع تھی کہ حضرت عائشہ(رض)اسے اسی نام سے خطاب کریں گے اور اسکے لئے ثبوت ہو جائے گا - مگر حضرت عائشہ(رض)نے اس کا جواب بھیجا تو لکھا "سب مسلمانوں کی ماں عائشہ(رض)کی طرف سے زیاد بیٹے کے نام" (تاریخ ملت صـ ١٧)

আবুসুফিয়ান নিজের জীবদ্দশায় প্রকাশ্যে যিয়াদকে নিজের ছেলে বলেননি। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদ কে খুশী করার জন্য কোন কোন সাক্ষির সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে যিয়াদ কে নিজের বৈমাত্রীয় ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে পারেননি। প্রকৃত পক্ষে যিয়াদকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করার অধিকার আবুসুফিয়ানের ছিল।এবং তাও জাহেলিয়াতের যুগে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর জন্য যিয়াদ কে নিজের ভাই হিসেবে গ্রহণ করার কোন অধিকার ছিল না। একবার যিয়াদ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে শুরুতে লিখে, ''আবু সুফিয়ানের ছেলে যিয়াদের তরফ হতে''। তার আশা ছিল হযরত আয়েশা ও তাকে এনামে অভিহিত করবেন, আর এটা তার জন্য একটা বড় দলীল হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তরে লিখলেন ''উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর তরফ হতে যিয়াদ ছেলের নামে।'' (তারিখে মিল্লাত পৃঃ১৭)

o মাওলানা সা'য়ীদ আহমদ আকবর আবাদী, ফাযিলে দেওবন্দ এর উক্তিঃ

امیر معاویہ نے زیاد کی قابلیتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاھتے تھے - زیاد کی بدنامی اس راہ میں سنگ گراں کا کام کرتی تھی، اس لئے انہوں نے

حکم نبوی "الولد للفراش وللعاھر الحجر" یعنی بچہ کا نسب جائز نکاح سے ثابت ہوتا ہے ، زانی کے لئے تو سنگساری ہے".کا خیال نہ کرتے ہوئے اعلان عام کردیا کہ آئندہ زیاد کو ابن ابیہ کے بجائے ابن ابی سفیان کہکر پکارا جائے - (مسلمانوں کا عروج وزوال صـ ٤٧)

হযরত আমীরে মুআবিয়া যিয়াদের বিভিন্নমুখী যোগ্যতা থেকে যে ফায়দা লাভ করতে চেয়েছিলেন। যিয়াদের বদনাম তাতে অটল পাথরের ন্যায় বাঁধা হয়ে দাড়ায়। তাই তিনি ইরশাদে নববী '' বাচ্চা যার বিছনায় জন্ম নেয় তার এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর'' এর খেয়াল না করে জন সমক্ষে ঘোষণা করে দিলেন যে, এখন থেকে যিয়াদ কে ''ইবনে আবীহি'' এর বদলে ইবনে আবিসুফিয়ান বা আবু সুফিয়ানের ছেলে বলে যেন ডাকা হয়। (মুসলমানোঁকা উরুজ ও যাওয়াল, পৃঃ৪৭)

o মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানীর উক্তিঃ

زیاد کی ماں حارث بن کلدہ ثقفی کی کنیز تھی - اس کا باپ عبید قبیلہ ثقیف کا غلام تھا - زیاد کا ایک شاندار کار نامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ عبید کو ایک ہزار درھم میں آزاد کیا - (ماھنامہ بینات ، شعبان ١٤٠٢ ١٤٨٢

যিয়াদের মা হারিস বিন কালদা সাকা'ফীর বাঁ দীছিল। তার বাপ উবায়েদ সাকা'ফী গোত্রের গোলাম ছিল। যিয়াদের এক কৃতিত্ব যে, সে তার নিজের বাপ আ'বীদ কে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে। (মাসিক বায়্যিনাত, শাবান ১৩৮২হিঃ)

o শায়খুল মাশাইখ মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর উক্তিঃ

ولاعجب منه فیما فعله فان اباه کان من ولد زینة استلحقه معاویة ولذا یقال له زیادبن ابیه - (الکوکب الدری، افادات مولانا رشید احمد گنگوی ہی (حـ ٢ صـ ٣٢٧)

ইবনে যিয়াদের এ ধরণের ব্যবহারের উপর (হযরত হোসাইন (রাঃ) এর লাশের সাথে যে জঘন্য ব্যবহার করে ছিল) আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কারণ তার বাপ যিয়াদ ছিল জারজ সন্তান। এজন্য তাকে যিয়াদ ''ইবনে আবীহি'' বলা হয়ে থাকে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ও কে তাঁর পিতার সাথে মিলিয়ে নেন।

(আল-কাওকাবুদ্‌দুরির, ২য় খন্ড পৃঃ৩২৭)

০ শায়েখ আব্দুল হক, মুহাদ্দিসে দেহলভীর উক্তিঃ

"اسی سال یعنی سنہ ۴۳ھ میں امیر معاویہ نے زیاد ابن ابیہ کو اپنا نائب بنایا اور یہی وہ پہلا عمل ہے جس کے ذریعے سے احکامات رسالتمآب کی خلاف ورزی کی گئی " - (مومن کے ماہ وسال ، مترجم صفہ ۳۰)

এ বৎসর ই অর্থাৎ ৪৩ হিঃ সনে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) যিয়াদ ইবনে আবীহি কে নিজের নায়েব নির্ধারিত করেন। এটাই প্রথম কাজ যার মাধ্যমে রাসুল (সাঃ) এর হুকুমের বিরোধিতা করা হয়। (মুমিন কে মাহ ও সাল, মুতারজম, পৃঃ৩০)

০ নিজের ফায়সালা ভুলছিল বলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর স্বীকার উক্তিঃ

হাফিয নূরউদ্দিন হাই সামী বর্ণনা করেন, নসর বিন হুজ্জাজ এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের ছেলে খালিদের মধ্যে এক বাচ্চা নিয়ে ঝগড়া ছিল। খালেদের দাবী ছিল বাচ্চা তাঁর গোলাম আব্দুল্লাহর। যার বিছনায় বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। আর নসরের কথা ছিল যে, তার ভাইয়ের ও সিয়্যাত অনুসারে এ বাচ্চা তার ভাইয়ের বীর্যের। এ ঝগড়া হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) এর সামনে পেশ করা হলে তিনি ফায়সালা দিলেনঃ'' বাচ্চা তারই যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে''। তখন নসর বলে উঠলেন

فاین قضاءك هذا یا معاویة فی زیاد"

অথাৎ হে মুআবিয়া। তা হলে যিয়াদের ব্যাপারে আপনি কিরূপ ফায়সালা করলেন? (যিয়াদ তো আবীদের বিছনায় জন্ম গ্রহণ করেছিল আর আপনি ফায়সালা করেছেন সে আপনার ভাই অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের ছেলে) তখন আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) বললেন,

"قضاء رسول الله صلعم خیر من قضاء معاویة"

রাসুল (সাঃ) এর ফায়সালা মুয়াবিয়ার ফায়সালা থেকে অনেক উত্তম।(মাজমাউয্‌যাওয়ায়িদ, ৫ম খন্ড পৃঃ১৪)

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ ! সহী হাদীস এবং সাহাবী, তাবিয়ী, আইম্ম ায়ে মুজতাহিদীন ও উলামায়ে মুহাক্কিকীনের মতামত ও বর্ণনার দ্বারা দিবালোকের মত পরিষ্ক ার হয়ে গেছে যে, যিয়াদ ছিল প্রকৃত পক্ষে জারজ সন্তান। এর পর ও যারা বলেন, যিয়াদ ছিল সঠিক বংশ ধারা বিশিষ্ট হযরত আবু সুফিয়ানের ই ছেলে, এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক যিয়াদকে আবুসুফিয়ানের ছেলে বলে ফায়সালা করা সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্ম ত কাজ। তাদের জন্য এ দোআ' ছাড়া আর কি করা যেতে পারে

যে, আল্লাহ যেন তাদের কে অনুধাবন করার তৌফিক দানকরে ন।

یزید کی ولی عہدی

✍ ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তির ব্যাপার

মাওলানা মওদুদী (রাহ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়ের আর ও একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

০মাওলানার বক্তব্যঃ

اب خلافت علی منہاج النبوة کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باھمی مشورے پر چھوڑ دیتے ، یا اگر قطع نزاع کے لئے اپنی زندگی ھی میں جانشینی کا معاملہ طئے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اھل علم واھل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لئے امت میں موزون تر آدمی کون ہے - لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لئے خوف وطمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا -

اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرة(رض)بن شعبہ کی طرف سے ہوئی - حضرت معاویہ(رض)نہیں کوفے کی گورنری سے معزول کر نے کے ارادہ رکھتے تھے - انہیں اس کا خبر مل گئی فورا کوفہ سے دمشق پہنچے اور یزید سے ملکر کہا کہ "صحابہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں - میری سمجھہ میں نہیں آتا کہ امیر المؤمنین تمھارے لئے بیعت لے لینے میں تأمل کیوں کر رھے ہیں ؟ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا - انہوں نے حضرت مغیرہ(رض)کو بلاکر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید

سے کہی - حضرت مغیرۃ (رض)نے جواب دیا امیر المؤمنین، آپ دیکھہ چکے ہیں کہ قتل عثمان (رض) کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوے - اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کرکے بیعت لے لیں. تاکہ اگر آپ کو کچھہ ہوجائے تو اختلاف برپا نہ ہو" حضرت معاویہ نے پوچھا اس کام کو پورا کردینے کی ذمہ داری کون لے گا ؟ انہوں نے کہا " اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیاد - اس کے بعد پھر اور کوئی مخالفت کرنیوالا نہیں ہے" - یہ بات کر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور دس آدمیوں کر تیس ہزار درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لئے ان سے کہیں- یہ وفد حضرت مغیرہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا - بعد میں حضرت معاویہ (رض) نے موسیٰ کو الگ بولا کر پوچھا تمھارے باپ نے ان لوگوں سے کتنے میں ان کا دین خرایدا ہے ؟ انہوں نے کہا ۳۰ ہزار درہم میں - حضرت معاویہ (رض) نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے - ....

یزید کی ولی عہدی کے لئے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی ، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لئے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا - اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمد یہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ کے بعد امت کی سر براہی کے لئے وہ موزون ترین آدمی ہے - (خلافت و ملوکیت صفہ ۱٤۸-۱۵۰)

এখন খেলাফত আ'লা মিনহাজিন নবুওয়াত (মহানবী প্রদর্শিত পথে খেলাফত) বহাল রাখার একটি মাত্র উপায় ই অবশিষ্ট ছিল। তা ছিল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর অবর্তমানে কাউকে এ পদে নিয়োগ করার ভার মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের উপর ছেড়ে দিতেন, অথবা বিরোধ দূর করার উদ্দেশ্য তাঁর জীবদ্দশায়ই স্থলা ভিষিক্তের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করা প্রয়োজনীয় মনে করলে মুসলমানদের সৎ ও ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমবেত করে উম্ম াতের মধ্যে থেকে যোগ্যতম ব্যক্তিকে বাছাই করার স্বাধীন ক্ষমতা দান করতেন। কিন্তু স্বীয় পুত্র ইয়া যীদের স্বপক্ষে ভয় ভীতি ও লোভ লালসা দেখিয়ে বায়আত গ্রহণ করে তিনি এ সম্ভ াবনার ও পরি সমাপ্তি ঘটালেন।

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) এ প্রস্তাবের উদ্ভাবক । হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁকে কুফার গভর্ণরের পদ থেকে বরখাস্ত করার কথা চিন্তা করছিলেন। হযরত মুগীরা (রাঃ) এ বিষয়ে অবহিত হলে তৎক্ষণাত কুফা থেকে দামেশক পৌছে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেনঃ শীর্ষ স্থানীয় সাহাবী এবং কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছিনা আমীরুল মুমিনীন তোমার পক্ষে বায়আত গ্রহণে কেন বিলম্ব করছেন? ইয়াযীদ তার পিতার সঙ্গেঁ এ বিষয়ে আলোচনা করেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত মুগীরা (রাঃ) কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ইয়াযীদ কে কি বলেছ? হযরত মুগীরা জবাব দিলেন, আমীরুল মুমিনীন। হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাার পর যত খুন খারাবী ও মত বিরোধ হয়েছে তা সবই আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কাজেই এখন আপনার জীবদ্দশায় ই ইয়াযীদ কে স্থলাভিষিক্ত করে বায়আত গ্রহণ করাই আপনার জন্য উত্তম। তা হলে আপনার কখন ও কিছু হয়ে গেলে অন্তত মত বিরোধ দেখা দেবে না। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ এ কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব কে নেবে? জবাবে তিনি বললেনঃআমি কুফাবাসীদের সামলাব আর যিয়াদ বসরা বাসীদের কে। এর পর বিরোধীতা করার কেউ থাকবে না। এ কথা বলে হযরত মুগীরা (রাঃ) কুফা গমন করেন এবং দশ জন লোক কে ৩০ হাযার দেরহাম দিয়ে একটি প্রতিনিধি দল তৈরী করেন ও কুফা গমন করে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সাথে ইয়াযীদের স্থলা ভিষিক্তির ব্যাপারে কথা বলার জন্য তাদের কে সম্ম ত করান । হযরত মুগীরা (রাঃ) এর পুত্র মুসা বিন মুগীরার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দামেশ কে গমন করে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে। পরে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মুসা কে একান্তে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার পিতা এদের নিকট থেকে এদের ধর্ম কত মুল্যে ক্রয় করেছেন? তিনি বললেন, ৩০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে। হযরত মুআবিয়া বললেনঃ তা হলে তো এদের ধর্ম এদের দৃষ্টিতে অতি নগণ্য।

.....

ইযায়ীদের স্থলা ভিষিক্তের প্রথম আন্দোলন কোন সুষ্ঠু ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এবং একজন বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে অপর এক বুযুর্গের সার্থকে চাঙ্গাঁ করে এ প্রস্তাবের জন্ম দিয়েছিলেন। এভাবে তারা উম্ম াতে মুহাম্ম দীকে কোন্ পথে ঠেলে দিচ্ছেন, ত কোন বুযুর্গই চিন্তা করেননি। ইয়াযীদ নিজে এমন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না যে, মুআবিয়া (রাঃ) এর পুত্র হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলে কেউ একথা বলতে পার বেনা যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পরে উম্ম াতের নেতৃত্বের জন্য তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

(খিলাফত ও মুলুকিয়ত, পৃঃ১৪৮-১৫০)

০ মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ

(১) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক তার ছেলে ইয়াযীদ কে স্থলা ভিষিক্ত করা সুন্নাতের খেলাফ ছিল।

(২) ইয়াযীদের বায়আ'ত গ্রহণের প্রাক্কালে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ভয়-ভীতি ও লোভ লালসার আশ্রয় নেন।

(৩) ইয়াযীদ কে স্থলাভিষিক্ত করার প্রাথমিক আন্দোলন কোন সঠিক ভাব ধারার উপর ছিল না।

(৪) স্থলাভিষিক্তির জন্য ইয়াযীদ তৎসময়কার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল না।

০ মাওলানার সমালোচনা কারীদের বক্তব্যঃ

(১) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মুসলমানদের কে গৃহযুদ্ধ, অনৈক্য, বর্হিশত্রুর আক্রমন এবং ফিতনা ফাসাদ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নেক নিয়তের সহিত ইযায়ীদ কে স্থলা ভিষিক্ত করেন। সুতরাং এটা তাঁর জন্য সম্পূর্ণ জায়েয। মাওলানা মওদুদী হযরত মুআবিয়ার নিয়তের উপর হামলা করেছেন এবং সাহাবী বিদ্বেষী (?) হওয়ার কারণে তাঁর উপর ভয় ভীতি ও লোভ লালসার অপবাদ দিয়েছেন।

২।তৎসময় ইয়াযীদই যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল, তাই হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাকে স্থলা ভিষিক্ত করেন।

এ কথা গুলো বলেছেন, মাওলানা ত্বকী উসমানী তাঁর ''হযরত মুআবিয়া আওর তারিখী হাকা'ইক'' নামক কিতাবে।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ ! আসুন আমরা মাওলানা মওদুদী (রাহ) এর কথা গুলো এবং তাঁর সমালোচনা কারীদের কথা গুলো সুন্নাতে রাসুল (সাঃ), সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবী, তাবিযী এবং নির্ভর যোগ্য উলামায়ে কিরামের মতামত ও উক্তির সাথে মিলিয়ে দেখি কার কথা কতটুকু যথার্থ। এবং সত্যিই কি মাওলানা মওদুদী (রাহ)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিয়তের উপর হামলা করেছেন? তাঁর উপর বিভিন্ন অপবাদ দিয়েছেন? তবে প্রথমে আসুন আমরা স্থলা ভিষিক্তির ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের কি নীতি ছিল, তা আলোচনা করে দেখি।

০ স্থলা ভিষিক্তির ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের নীতিঃ

এটা সর্বজন বিদিত যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সর্ব প্রথম আমীর সায়্যিদুল মুরসালীন মোহাম্ম াদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তবে রাসুল (সাঃ) এর ইনতিকালের পর কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এ নিয়ে সবাই মনে মনে চিন্তিত ছিলেন। এমন কি রাসূল (সাঃ) নিজেও। যদি ও রাসুল (সাঃ) এর দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ই ছিলেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। এবং যদিও রাসুল (সাঃ) এর পরে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদ, বিশৃংখলা ও অনৈক্য দেখা দেবার সম্ভাবনা ছিল প্রকট। কিন্তু এর পর ও তিনি কাউকে তাঁর স্থলা ভিষিক্ত নির্ধারণ করেননি। এবং এটা মুসলমানদের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। রাসুল (সাঃ) স্থলা ভিষিক্ত নির্ধারণ না করে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, খলিফা নির্বাচন মুসলমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে হতে হবে। অবশ্য রাসুল (সাঃ) ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হাতে বায়আ'ত করে রাসুল (সাঃ) এর আকাংখাকেই পূরণ করেছিলেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন তিনি আনসার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে থেকে উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে হযরত উমর (রাঃ) কে তাঁর স্থলা ভিষিক্ত নির্ধারণ করেন। যার সাথে তাঁর বংশগত কোন সম্পর্ক ছিল না এবং এ ব্যাপারে সাধারণ ভাবে সকল সাহাবাদের সামনে পেশ করা হলে তাঁরা স্বাধীন ভাবে কোন রকমের চাপ বা ভয় ভীতি ছাড়াই সন্তষ্ট চিত্তে তা ক বুল করেন।

হযরত উমর (রাঃ) আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে যখন শাহাদতের দ্বার প্রান্তে উপনীত,তখন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপার ফায়সালার জন্য আশা রায়ে মুবাশ্বারার অন্তর্গত (যে দশজন সাহাযী কে রাসুল (সাঃ) বেহেশতের শুভ সংবাদ দেন) ৬ জন মর্যাদাশীল ও জনপ্রিয় সাহাবীদের কে নিয়ে এক নির্বাচনী কমিটি গঠন করে বললেন, মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করে তাকে হত্যা কর । হযরত সায়ী'দ বিন যায়েদ যদিও আশারায়ে মুবাশ্বারার অন্তর্গত ছিলেন,

কিন্তু তারপর ও হযরত উমর (রা') তাঁকে নির্বাচন কমিটির অন্তর্গত করেননি। কারণ তিনি ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি। খিলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধি কারে পরিণত না হয়, সে জন্য তিনি খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা হতে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) ও চাচাত ভাই সা'য়ীদ বিন যায়েদের নাম বাদ দেন। উক্ত ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্য হযরত আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাঃ) কে শেষ পর্যন্ত কমিটি খলিফার নাম ঘোষণা করার ইখতিয়ার দেয়। হযরত আব্দুর রহমান সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে জানতে চেষ্টা করেন যে, সব চেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি কে? হজ্জ শেষ করে যে সব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল তিনি তাদের সাথে ও আলোচনা করেন। মদীনার আনাচে কানাচে ঘোরে এমন কি পর্দানশীন মেয়েদের মতামত যাচাই করে দেখতে পেলেন অধিকাংশ লোক হযরত উসমান (রাঃ) এর পক্ষে। তাই তিনি খিলাফতের জন্য হযরত উসমানের নাম প্রস্তাব করেন। অতঃপর সাধারণ জন সমাবেশে তাঁর বায়আ'ত গ্রহণ করা হয়।

হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদতের পর কিছু সংখ্যক সাহাবা হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে বায়আ'ত করতে চাইলে তিনি বলেন, এমন করার অধিকার তোমাদের কারোর নেই। এটা তো শুরা সদস্য এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারীদের কাজ। আমার বায়আত গোপনে হতে পারে না, বরং তা হতে হবে মুসলমানদের মর্জি অনুযায়ী। অতঃপর অধিকাংশ মুহাজির ও আনসার মসজিদে নববীতে সমবেত হয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে বায়আ'ত করেন।

হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদত কালে লোকেরা তাঁকে বলল, আমরা আপনার পুত্র হাসান (রাঃ) এর হাতে বায়আ'ত করব? জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের কে নির্দেশ ও দিচ্ছি না আর নিষেধ ও করছিনা। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌছতে পার। তিনি যখন আপন পুত্রকে শেষ ওয়াসিওত করছিলেন ,ঠিক সে সমসয় জনৈক ব্যক্তি বলল আমীরুল মুমিনীনঃ আপনি আপনার উত্তর সূরী মনোনয়ন করছেন না কেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের কে এ অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে গিয়ে ছিলেন রাসুল (সাঃ) । উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃ এটাই বুঝা গেল যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক তাঁর ছেলে ইয়াযীদ কে স্থলা ভিষিক্ত করা সুন্নাতে রাসুল (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের খেলাফ, এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি ছিল ।

০নেক নিয়ত প্রসংগঃ

নিয়তের ব্যাপারে একটি মৌলিক কথা হল, নেক নিয়ত এবং খারাপ নিয়ত ঐ

সমস্ত আমলের সাথে সম্পৃক্ত, যে গুলো ইবাদতের মধ্যে পরিগনিত এবং যে গুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। যেমন নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। এ গুলো আদায় করতে গিয়ে যদি নেক নিয়ত তথা আল্লাহকে রাজি ও সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য হয় তা হলে এর ফল হবে ভাল ও সুন্দর। কিন্তু নিয়ত যদি খারাপ তথা লোক দেখানো বা অন্য কোন উদ্দেশ্য হয়, তা হলে এর ফল হবে খারাপ ও নিকৃষ্ট।

কিন্তু যে সমস্ত কাজ ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়, এবং যে গুলো করা বা না করা কুরআ'ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং যে গুলো জাইয কিংবা সুন্নাতের খেলাফ কিংবা ভুল কিংবা অসুন্দর, এ গুলোর সাথে নিয়তের কোন সম্পর্ক নেই। নেক নিয়ত করলে ও এগুলোর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবেনা। বরং যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ই থাকবে। যেমন, নেক নিয়তে ফযরের ফরয চার রাকাআ'ত পড়ে নিলে তার নামায ও হবে না কোন ফল ও পাবে না। এমনি ভাবে সূর্যাস্তের সাথে সাথে দেরী না করে ইফতার করা হল সুন্নাত। কিন্তু কেউ নেক নিয়তে যদি দেরী করে, তা হলে এটা হবে সুন্নাতের খেলাফ এবং এতে কোন ফল ও সে পাবে না। চুরি করা হারাম । কিন্তু কেউ নেক নিয়ত তথা গরীব দেরকে সাহায্য করার জন্য চুরি করলে তা হারাম ই থাকবে। রাসুল (সাঃ) এর হাদীস انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى

অর্থাৎ '' আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, মানুষ যে ধরণের নিয়ত করবে সে ধরণেরই ফল পাবে।'' এ হাদীসের ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসীন রা উপরোক্ত ভাবেই করেছেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করা যেহেতু সুন্নাতে রাসুল, সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশিদীন এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির খেলাফ । সুতরাং এতে নেক নিয়ত করলে ও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবেনা।

নিজের ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি জাইয হয়ে যায়, তা হলে এর অর্থ হবে ইসলাম খিলাফত এবং রাজতন্ত্র দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদকে একই সাথে স্বীকার করে । অথচ এটা না অতীতে কেউ কোন দিন বলেছে আর না বর্তমানে কেউ বলছে।

যারা বলে থাকেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মুসলমানদের কে গৃহযুদ্ধ, অনৈক্য, বর্হিশত্রুর আক্রমন এবং বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদ থেকে রক্ষা করার জন্য নেক নিয়তে নিজের ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। যদি এটা কারণ হয়ে থাকে তা হলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সমস্ত প্রভাবশালী, মর্যাদা সম্পন্ন ও বিচক্ষণ সাহাবা এবং তাবিয়ীনদের পরামর্শের ভিত্তিতে নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করতেন, তা হলে তাঁর নেক নিয়ত

আর ও নেক হত, এবং মুসলানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, অনৈক্য এবং বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদ, সর্বোপরি বর্হিশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা মোটেই থাকত না বলা চলে। আর ইয়াযীদ কে স্থলা ভিষিক্ত করার কারণে পরবর্তি সময়ে ইসলামের ইতিহাস যে ভাবে কলং কিত হয়েছে তা ও বোধ হয় হত না।

oভয় ভীতি ও লোভ লালসা প্রসংগঃ

হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) তাঁর ছেলের পক্ষে বায়আ'ত গ্রহণ কালে যে ভয় ভীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন এ ব্যাপারে

একটি সহী হাদীসঃ

عن ابن عمر(رض)قال دخلت على حفصة ونسواتها تنظف، قلت قد كان من امر الناس ماترين فلم يجعل لى من الامر شيئ - فقالت الحق بهم فانهم ينتظرونك واخشى ان يكون فى احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب - فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد ان يتكلم فى هذا الامر فليطلع لنا قرنه ولنحن احق به منه ومن ابيه - قال حبيب بن مسلمة فهلا اجبته " قال عبد الله فحللت حبوتى وهممت ان اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام فخشيت ان اقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عنى غير ذالك - فذكرت ما اعد الله فى الجنان - قال حبيب حُفظت و عُصمت - (بخارى ، كتاب المغازى، باب غزوة الخندق)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, আমি আমার বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) এর কাছে গেলাম। তিনি গোসল করে ছিলেন এ জন্য পানির ফোটা তাঁর চুল থেকে পড়তে ছিল। আমি তাঁকে বললাম, মানুষের অবস্থা তো দেখতেছেন। এমারত ও খিলাফতের ব্যাপারে আমার অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ রাখা হয় নাই। হযরত হাফসা (রাঃ) বললেন, মানুষ আপনার অপেক্ষায় আছে, আপনি তাড়াতাড়ি মাহফিলে উপস্থিত হন, নতুবা আমি ভয় করতেছি মত বিরোধ এবং বিশৃংখলা দেখা দেবে। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) মাহফিলে না যাওয়া পর্যন্ত হযরত হাফসা (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে সরলেন না। যখন মানুষ পৃথক পৃথক ভাবে বসে গেলে, তখন হযরত

মুআবিয়া (রাঃ) ভাষন দিতে গিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি এমারত বা স্থলাভিষিক্তির ব্যাপারে মুখ খুলতে চায় সে যেন তার শিং একটু উঁচু করে দেখায়। আমরা সে এবং তার বাপ অপেক্ষা আমীর হওয়ার অধিক যোগ্য। হাবিব বিন মাসলামা (যিনি ইবনে উমর থেকে ঘটনা শুনতেছিলেন) ইবনে উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোন উত্তর দিলেন না? উত্তরে তিনি বললেন, আমি চাদর ঢিলা করলাম এবং মনে মনে ইচছা করলাম যে তাঁকে এ কথা বলে দেই '' এমারতের ব্যাপারে আপনা থেকে অধিক হকদার এরাই যারা ইসলামের জন্যে আপনার ও আপনার পিতা আবু সুফিয়ানের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, এর পর আমি এজন্যে ভয় পেয়ে গেলাম যে, এতে মতিবিরোধ ও বিশৃংখলা আর বেশী করে দেখা দেবে। এমন কি রক্তপাত ও হতে পারে। তাছাড়া আমার কথার অন্য অর্থ ও নেয়া হতে পারে। তাই আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতে যে প্রতিদান রেখেছেন, এর কথা স্বরণ করে আমি চুপ হয়ে গেলাম। হাবিব বিন মাসলামা একথা শুনে বলতে লাগলেন, আপনি নিজেকে হেফাযত করে নিয়েছেন এবং বাঁচিয়ে নিয়েছেন। (বোখারী, কিতাবুল মাগাজী, খন্দক যুদ্ধ অধ্যায়।)

আল্লামা ইবনুল আসীরের বর্ণনাঃ-

(শুধু মাত্র অনুবাদ দেওয়া হল)

আল্লামা ইবনুল আসীর বর্ণনা করেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন তাঁর ছেলে ইয়াযীদের পক্ষে বায়আ'ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা গেলেন, তখন হযরত হোসাইন (রাঃ), হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ), হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) কে নির্জনে ডেকে নিয়ে ইয়াযীদের বায়আ'তের উপর রাজী করানোর চেষ্টা করেন। উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর বললেন, আপনি তিনিটি কাজের যে কোন একটি করুন। হয় নবীকরীম (রাঃ) এর মত কাউকে স্থলাভিষিক্ত ই করবেন না । জনগণ নিজেরাই কাউকে খলিফা বানাবে । যেমন বানিয়েছিল হযরত আবুবকর (রাঃ) কে ।অথবা হযরত আবুবকর (রাঃ) যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা আপনি গ্রহণ করুন। তিনি সাহাবাদের পরামর্শ ক্রমে হযরত উমর (রাঃ) এর মত ব্যক্তিকে তাঁর স্থলা ভিষিক্তর জন্য মনোনীত করেছিলেন। যার সাথে তাঁর দূরতম কোন বংশগত সম্পর্ক ছিল না ।অথবা আপনি হযরত উমর (রাঃ) এর পদ্ধতি গ্রহণ করুন। তিনি ৬ সদস্য বিশিষ্ট এক পরামর্শ সভার প্রস্তাব দেন। এ সভায় তাঁর দূরতম কোন আত্মীয় ও ছিল না। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) অবশিষ্ট তিনজন কে জিজ্ঞাসা করেন আপনারা কি বলেনঃ উত্তরে তাঁরা বললেন ইবনে যুবাইর যা বলেছেন, আমরা তাই বলি। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেনঃ এতক্ষণ আমি তোমাদের কে ক্ষমা

করে এসেছি। এখন আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছিঃ আমার কথার জবাবে তোমাদের কেউ যদি একটি কথা ও বলে, তবে তার মুখ থেকে পরবর্তী শব্দটি প্রকাশ করার অবকাশ দেয়া হবে না। সবার আগে তার মাথার উপর তরবারী পড়বে।'' অতঃপর তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান কে ডেকে নির্দেশ দিলেনঃ এদের প্রত্যেকের জন্যে এক এক জন লোক নিয়োগ করে তাকে বলে দাও যে, এদের কেউ আমার মতের পক্ষে বা বিপক্ষে মুখ খুললে তার মস্তক যেন উড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি তাঁদের কে নিয়ে মসজিদে গমন করে ঘাষণা করেনঃ এরা মুসলমানদের সরদার এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি। এদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করা হয় না। এরা ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তে সন্তুষ্ট এবং বায়আ'ত করেছেন। সুতরাং তোমরা ও বায় আ'ত কর। এ ক্ষেত্রে লোক দের পক্ষে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ছিল না।

(ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ২৫২)

oলোভ লালসা প্রসংগে ইমাম মুহিউদ্দিন নববীর বর্ণনাঃ

ইমাম নববী তাঁর '' তাহ যিবুল আসমা ওয়াললুগাত'' নামক গ্রন্থে হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) এর সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করে শেষে বলতেছেনঃ

ولما ابى البيعة ليزيد بن معاوية بعثوا اليه بمائة الف درهم ليستعطفوه فردها و قال لابيع دينى بدنياى رضى الله عنه - (تهذيب الاسماء واللغات)

যখন হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া (রাঃ) এর বায়আত কে অস্বীকার করেন, তখন তাঁর কাছে এক লক্ষ দিরহাম পাঠানো হল। কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন আমি আমার দ্বীন কে দুনিয়ার বদলে বিক্রি করতে পারি না। (তাহযিবুল আসমা ওয়াললুগাত)

o হাফিয ইবনে কাসীরেরবর্ণনাঃ

بعث معاوية الى عبد الرحمن بن ابى بكر بمائة الف درهم بعد ان ابى بيعة ليزيد ابن معاوية - فردها عبد الرحمن وابى ان يأخذها وقال : ابيع دينى بدنياى ؟ (البداية النهاية جـ ٨ صـ ٨٩)

হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া (রাঃ) এর বায়আত কে অস্বীকার করলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর কাছে এক লক্ষ দিরহাম পাঠান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে ফিরত পাঠিয়ে বললেনঃ আমি কি আমার দ্বীন কে দুনিয়ার বদলে বিক্রি করে ফেলব? (বেদায়া ওয়াননেহায়া, ৮ম খন্ড পৃঃ৮৯)

অবিকল এ বর্ণনা তাবকা'তে ইবনে সা'দ ৪র্থ খন্ড, পৃঃ১৮২ তে ও বর্ণিত হয়েছে।

o ইয়াযীদ কে স্থলাভিষিক্ত করার প্রাথমিক আন্দোলন প্রসংগেঃ

o আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনাঃ

قال الشعبى قدم المغيرة على معاوية واستعفاه وشكا اليه الضعف، فأعفاه و اراد ان يولى سعيدبن العاص، وبلغ كاتب المغيرة ذالك فآتى سعيد بن العاص فاخبره وعنده رجل من اهل الكوفة يقال له ربيعة او الربيع من خزاعة، فاتى المغيرة فقال : يا مغيرة ما ارى امير المؤمنين الا قد قلاك، رأيت ابن خنيس كاتبك عند سعيد ابن العاص يخبره ان امير المؤمنين يوليه الكوفة، قال المغيرة : افلا يقول كما قال الا عشى :

ام غاب ربك فاعترتك خصاصةٌ : ولعل ربك ان يعود مؤيدا :

رويدا ! ادخل على يزيد، فدخل عليه فعرض له بالبيعة، فادى ذالك يزيد الى ابيه، فرد معاوية المغيرة الى الكوفة، فامره ان يعمل فى بيعة يزيد شخص المغيرة الى الكوفة، فاتاه كاتبه ابن خنيس فقال : والله ما غشتك ولاختنك، ولاكرهت ولايتك، ولكن سعيدا كانت له عندى يد و بلاء، فشكرت ذالك له ، فرضى عنه واعاده الى كتابته، وعمل على المغيرة فى بيعة يزيد،واوفد فى ذالك وافدا الى معاوية . (تاريخ الطبرى جـ ٥ صـ ٣٠١ دار سويدان،بيروت،لبنان)

ইবনে জারীর তাবারী বর্ণনা করেন, শা'বী বলেছেন, হযরত মুগীরা (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে এসে নিজের শারিরীক দুর্বলতার কথা বলে গভর্ণরীর পদে ইস্তেফা দিলেন। হযরত মুআবিয়া তাঁর ইস্তেফা গ্রহণ করে সা'য়ীদ বিন আসকে গভর্ণর নিয়োগ করার ইচ্ছা করলেন। হযরত মুগীরা (রাঃ) এর কিরানী এ কথা শুনে সায়ী'দ বিন আ'সকে এ খবর পৌছাল । এ সময় কুফার খুজা'আ গোত্রের রবি' বা রবি'আ নামীয় এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে হযরত মুগীরার কাছে কুফায় এসে বলল আমীরুল মুমিনীন তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন বলে মনে হল । আমি আপনার কিরানী ইবনে

খুনাইস কে দেখেছি, সে সা'য়ীদ বিন আস'কে তাঁর গভর্ণর হওয়ার খবর দিচেছ। ইহা শুনে মুগীরা বললেনঃ সে কি এভাবে বললনা যে ভাবে কবি আ'শা বলেছেনঃ ''হয়ত তোমার প্রভু তোমা থেকে দূরে চলে যাবে সুতারাং ক্ষুধা পিপাসা তোমাকে কষ্ট দেবে। আর হয়ত তোমার প্রভু সাহায্য কারী হয়ে পুনরায় ফিরে আসবে।''

থাম, আমি ইয়াযীদের কাছে যাচিছ। অতঃপর তিনি ইয়াযীদের কাছে গিয়ে তার বায়আতের ব্যাপার তার কাছে পেশ করলেন। অতঃপর হযরত মুআবিয়া হযরত মুগীরা কে কুফায় ফেরত পাঠালেন এবং ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। মুগীরা কুফা পৌছলে তাঁর কিরানী ইবনে খুনাইস এসে বললঃ আল্লাহর কসম আমি আপনাকে ধোকা দেইনি, খিয়ানত ও করিনি এবং আপনার গভর্ণরী কে অপসন্দ ও করিনি। এবং আমার উপর সায়ীদের কিছু এহসান ছিল, তাই, আমি এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। অতঃপর হযরত মুগী'রা (রাঃ) সন্তুষ্ট হয়ে কিরানীকে তার কাজে ফিরিয়ে দিলেন। হযরত মুগীরা ইয়াযীদের বায়আ'তের ব্যাপারে কাজ করতে লাগলেন এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কাছে প্রতিনিধি দল পাঠালেন। (তা রীখে তাবারী, ৫ খন্ড, পৃঃ৩০১)

○ আল্লামা ইবনুল আসীরের বর্ণনাঃ

(শুধুমাত্র অনুবাদ দেয়া হল)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত মুগীরা (রাঃ) কে কুফার গভর্ণরের পদ থেকে বরখাস্ত করার চিন্তা করছিলেন। হযরত মুগীরা এ বিষয়ে অবগত হয়ে তৎক্ষণাত দামেশক পৌছে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, শীর্ষ স্থানীয় সাহাবী এবং কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি না, আমীরুল মুমিনীন তোমার পক্ষে বায়আত গ্রহণে কেন বিলম্ব করছেন? ইয়াযীদ তার পিতার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল । হযরত মুআবিয়া হযরত মুগীরা কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ইয়াযীদ কে কি বলছ? হযরত মুগীরা জবাব দিলেন আমিরুল মুমিনীন! হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যার পর যত মত বিরোধ ও খুন খারাবী হয়েছে, তা আপনি নিজে দেখেছেন। কাজেই এখন আপনার জীবদ্দশায়ই ইয়াযীদ কে স্থলা ভিষিক্ত করে বায়আত গ্রহণ করাই আপনার জন্য উত্তম । ফলে আল্লাহ না করুন যদি আপনার কোন কিছু হয়ে যায়, তা হলে অন্ততঃ মত বিরোধ দেখা দেবে না । হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ এ কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব কে নেবে? জবাবে তিনি বললেন আমি কুফা বাসীদের কে সামলাব, আর যিয়াদ বসরা বাসীদের কে। এর পর বিরোধিতা করার কেউ থাকবে না। এ কথা বলে হযরত মুগীরা কুফা গমন করেন এবং দশ জন লোককে ৩০ হাজার দিরহাম দিয়ে একটি প্রতিনিধি দলের আকারে

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে গিয়ে ইয়াযীদের স্থলা ভিষিক্তির জন্য তাঁকে বলতে রাজি করান। (ইবনুল আসীর ৩য় খন্ড,পৃঃ২৪৯)

○ মুফতি আযম হযরত মাওলানা শফী সাহেবের উক্তিঃ

کوفہ سے چالیس خوشامد پسند آئے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئ قابل اور مکی سیاست کا ماھر نظر نہیں آتا - اس کے لئے بیعت خلافت لی جائے حضرت معاویہ(رض)کو شروع میں کچہ تأمل ہوتا ہے - اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں - ان میں اختلاف ہوتا ہے ، کوئ موافقت میں رائے دیتا ہے کوئ مخالفت میں- یزید کا فسق وفجور بھی اس وقت تک نہیں کھلاتھا - بالاخر بیعت یزید کا قصد کرلیا جاتا ہے - اور اسلام پر یہ پہلا حادثہ عظیم ہے کہ خلافت نبوت ملوکیت میں منتقل ہوجاتی ہے - (شہید کربلا،صہ ۱۱)

কুফা থেকে ৪০ জন তুষামোদ কারী আসেন অথবা পাঠান হয়। তারা যেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে এসে দরখাস্ত পেশ করেন যে, আপনার ছেলে ইয়াযীদের চেয়ে যোগ্য এবং রাষ্ট্রীয় পলিসি সম্পর্কে অভিজ্ঞ অন্য কেউ দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। তার জন্য খিলাফতের বায়আ'ত গ্রহণ করুন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) প্রথমে কিছু সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। তিনি তার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করেন। তাদের মধ্যে মত বিরোধ হয়। কেউ পক্ষে এবং কেউ বিপক্ষে রায় দেয়। ইয়াযীদের পাপাচার ও এ সময় পর্যন্ত ভাল রকম প্রকাশ পায়নি। শেষ পর্যন্ত ইয়াযীদের বায়আতের অভি প্রায় প্রকাশ করা হয়। আর ইসলামের মধ্যে এটাই মহাদুর্ঘটনা যে, রাসুল (রাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে যায়। (শাহাদতে কারবালা পৃঃ১১)

○ শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহ লভীর উক্তিঃ

فساد یوں میں سے دوسرے شخص مغیرہ بن شعبہ ہیں جو کوفہ میں امیر معاویہ کے گورنر تھے- جن کے نام امیر معاویہ کا یہ فرمان پہنچا تھا کہ اس حکمنامہ کی وصولیابی اور خواندگی کے بعد تم خود کو معزول سمجھو اور کوفہ سے فورا ہمارے دربار میں حاضری دو- لیکن مغیرہ نے تعمیل حکم

میں تعویق کی - دربار میں پہنچنے پر امیر معاویہ نے تعویق کا سبب پوچھا تو جواب دیا کہ ایک معاملہ پیش تھا جسے سلجھانے اور مفید مطلب بنانے کی وجہ سے دیر ہوگئ - امیر معاویہ نے پوچھا کیا معاملہ تھا ؟ مغیرہ نے جواب دیا ! آپ کے بعد یزید کی بیعت کے لئے زمیں ھموار کررھا تھا- دریافت کیا : آیاتم نے یہ پورا کر لیا ؟ جواب دیا جی ھاں، یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا اچھا اپنی گورنری پر واپس جاؤ.اور حسب سابق اپنے فرائض انجام دو - یہاں سے لوٹ کر مغیرہ جب اپنے احباب کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا ،بتاؤ کیسی رھی،مغیرۃ نے کہا: میں نے معاویہ کے پاؤں اس ناواقفیت کے رکاب میں رکھ دیئے - جس میں قیامت تک وہ گرفتار رہیں گے - (مومن کے ماہ وسال صـ ۲۲-۲۳)

ফাসাদকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন মুগীরা বিন শু'বা যিনি কুফায় আমীরে মুআবিয়ার গভর্ণর ছিলেন। যার নামে আমীরে মুআবিয়ার এ ফরমান পৌছেছিল যে, এ হুকুম নামা পৌছার এবং পাঠের পর নিজেকে বরখাস্ত মনে করে অতিশীঘ্র আমার দরবারে হাজিরা দাও। কিন্তু মুগীরা হুকুম পালনে দেরী করলেন। দরবারে হাজিরা দেয়ার পর আমীরে মুআবিয়া দেরী করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে মুগীরা বললেনঃ একটি ব্যাপার সামনে ছিল । যেটাকে মিমাংসা করতে এবং সুবিধাজনক করতে গিয়ে দেরী হয়েছে। আমীরে মুআবিয়া প্রশ্ন করলেন ব্যাপার কি ছিল? উত্তরে মুগীরা বললেন আপনার পরে ইয়যীদের বায়আ'তের জন্য জমিন সমতল করতে ছিলাম। মুআবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি এ কাজ পূর্ণ করে ফেলেছ? উত্তরে মুগীরা বললেন হ্যাঁ ইহা শুনে আমীরে মুআবিয়া বললেনঃ তুমি এখন তোমার গভর্ণরীতে ফিরে যাও এবং পূর্বের মত নিজের দায়িত্ব আনজাম দাও। এখান থেকে মুগীরা যখন নিজের বন্ধু বান্ধব দের কাছে পৌছিলেন, তখন তারা জিজ্ঞাসা করলঃ কেমন আছ? উত্তরে মুগীরা বললেনঃ আমি মুআবিয়ার পা এ অজ্ঞাত তার রিকাবের মধ্যে রেখে দিয়েছি । যার মধ্যে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত গ্রেফতার থাকবেন। (মুমিন কে মাহ ও সাল, পৃঃ২২-২৩)

○ইয়যীদের স্থূলা ভিষিক্তি সম্পর্কে সহী হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য উলামায়ে

কিরামের বর্ণনা ও উক্তিঃ

○ একটি সহী হাদীসঃ

عن يوسف بن ماهك كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكئ يبايع له بعد ابيه - فقال له عبد الرحمن بن ابى بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة(رض)فلم يقدروا عليه - فقال مروان ان هذا الذى انزل الله فيه "والذى قال لوالديه اف لكما اتعد اننى" فقالت عائشة(رض) من وراء الحجاب ما انزل الله فينا شيئا من القرآن الا ان الله انزل عذرى - (بخارى، كتاب التفسير، سورة الاحقاف)

হযরত ইউসুফ বিন মাহাকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মারওয়ান হিজাযে ছিল। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাকে ওখানে গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। মারওয়ান একদিন খুৎবা দিতে গিয়ে ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া (রাঃ) এর আলোচনা করল । যাতে তার পিতার পরে তার পক্ষে বায়আ'ত গ্রহণ করা যায়। অতঃপর হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) মারওয়ানের উদ্দেশ্যে কিছু বললেন। এতে মারওয়ান বললঃ ওকে ধর। হযরত আব্দুর রহমান দৌড়ে গিয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে প্রবেশ করে ফেললেন। সুতরাং ওরা তাঁকে ধরতে সক্ষম হল না। অতঃপর মারওয়ান বলল, এ ঐব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহতাআ'লা আয়াত নাযিল করেছেন ''আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা মাতাকে বলল, উহ !'' তোমরা দুজন জ্বালিয়ে মারলে। হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহা শুনে পর্দার আড়াল থেকে বললেন, আমার নির্দোষতা বর্ণনা ছাড়া কু'রআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ব্যাপারে কিছুই নাযিল করেননি। (বোখারী কিতাবুত্তাফ সীর, সূরা, আহ কাফ)

○ আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীবের বর্ণনা ঃ

روى ابن ابى حاتم، عن عبد الله بن المدينى قال : انى لفى المسجد حين خطب مروان فقال : ان الله تعالى قد ارى امير المؤمنين فى يزيد رأيا حسنا ، وان يستخلفه فقد استخلف ابوبكر، عمر رضى الله عنهما ، فقال عبد الرحمن بن ابى بكر رضى الله عنهما : اهرقلية ؟ ان ابا بكر رضى الله عنه والله ما جعلها فى احد من ولده ولا آحد من اهل بيته، ولاجعلها معاوية فى ولده الا

رحمة وكرامة لولده - فقال مروان : ألست الذى قال لوالديه : أف لكما ؟ فقال عبد الرحمن رضى الله عنه : ألست ابن اللعين الذى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اباك، قال وسمعتهما عائشة رضى الله عنها فقالت يا مروان ! انت القائل لعبد الرحمن(رض)كذا ؟ كذبت ما فيه نزلت، ولكن نزلت فلان بن فلان ثم انتخب مروان، ثم نزل عن المنبر، حتى اتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف - (تفسير ابن كثير، سورة احقاف آية ١٧)

ইবনে আবিহাতিম আব্দুল্লাহ বিন মাদিনী থেকে বর্ণনা করেনঃ আব্দুল্লাহ বিন মাদিনী বলেছেনঃ মসজিদে নববীতে মারওয়ান যখন খুৎবা দিচ্ছিল তখন আমি অবশ্যই মসজিদে ছিলাম । মারওয়ান বললঃ আল্লাহতাআ'লা আমীরুল মুমিনীন কে ইয়াযীদের ব্যাপারে সঠিক রায় দেখিয়ে দিয়েছেন। যদিও তিনি ইয়াযীদ কে স্থলাভিষিক্ত করেছেন,কিন্তু হযরত আবুবকর এবং উমর (রাঃ) ও এরূপ করেছেন। ইহা শুনে হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ এটা কি রোম সাম্রাজ্য পেয়েছ? নিশ্চয়ই হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজের সন্তান কিংবা পরিবারের মধ্য থেকে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করেননি। আর মুআবিয়া (রাঃ) তার ছেলের প্রতি একমাত্র দয়া ও অনুকম্পা দেখিয়েই তাকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এতে মারওয়ান বললঃ তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও? যে তার পিতা মাতা কে বলেছেঃ উহ তোমরা দুজন আমাকে জ্বালিয়ে মারলে । অতঃপর হযরত আব্দুর রাহমান বললেনঃ তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও? যার পিতাকে রাসুল (সাঃ) লা'নত করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তারা দুই জনের কথা বার্তা শুনতেছিলেন। তিনি বললেন, হে মারওয়ান তুমি কি আব্দুর রহমানকে এরূপ এরূপ বলেছ? তুমি মিথ্যা বলেছ। এ কথা আব্দুর রাহমানের ব্যাপারে নাযিল হয়নি। বরং অমুকের ছেলে অমুকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। ইহা শুনে মারওয়ান দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে মিম্বর থেকে নামল, এবং হযরত আয়েশার হুজরার সামনে এসে কথা বলে ফিরে গেল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আহকাফে, আয়াত নং ১৭)

০ইমাম নাসায়ীর বর্ণনাঃ

عن محمدبن زياد قال : لما بايع معاوية (رض)لابنه قال مروان : سنة ابى بكرو عمر رضى الله عنهما فقال عبد الرحمن بن ابى بكر رضى الله عنهما : سنة هرقل وقيصر فقال مروان هذا الذى انزل الله تعالى فيه : "والذى قال لوالديه

اف لكما" فبلغ ذالك عائشة رضى الله تعالى عنها فقالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت ان أسمى الذى انزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلىَ الله عليه وسلم لعن ابا مروان ومروان فى صلبه، فمروان فضض من لعنة الله- (نسائ، بحواله تفسير ابن كثير)

ইমাম নাসায়ী মোহাম্মদ বিন যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেনঃ মোহাম্মদ বিন যিয়াদ বলেছেনঃ যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তার ছেলের পক্ষে বায়আ'ত গ্রহণ করলেন, তখন মারওয়ান বলল; এটা হযরত আবুবকর ও উমরের (রাঃ) এর সুন্নাত। ইহা শুনে হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) বললেন, বরং এটা হিরাকল ও কায়সারে সুন্নাত। অতঃপর মারওয়ান বললঃ তুমি তো ঐ ব্যক্তি, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা আয়াত নাযিল করেছেনঃ ''যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলল, উহ! তোমরা দুজন জ্বালিয়ে মারলে।'' হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহা শুনে বললেন, মারওয়ান মিথ্যা বলেছে।

আল্লাহর কসম এ আয়াত আব্দুর রাহমানের ব্যাপারে নাযিল হয়নি। যার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আমি চাইলে তার নাম বলে দিতে পারি। কিন্তু রাসুল (সাঃ) মারওয়ানের পিতার উপব লা'নত করেছেন। যখন মাওয়ান তার পিতার ঔরসে ছিল। সুতরাং মারওয়ান আল্লাহর লা'নতের এক টুকরো । (নাসায়ী, তাফসীর ইবনে কাসীরের হাওয়া লায়)

০আল্লামা ইবনুল আসীরের বর্ণনাঃ

(শুধু মাত্র অনুবাদ দেয়া হল)

এ সময়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের তলব করে বিষয়টি তাদের সামনে উত্থাপন করেন। জবাবে সকলেই তোষামোদ মুলক বক্তব্য পেশ করে। কিন্তু হযরত আহনাফ বিন কায়েস নীরব থাকেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আবু বাহর ! তোমার মত কি? তিনি বললেন, সত্য বললে আপনার ভয়, আর মিথ্যা বললে আল্লাহর ভয়। আমীরুল মুমিনীন আপনি ইয়াযীদের দিন রাত্রির চলাফেরা উঠাবসা, তার ভিতর-বাহির সবকিছু সম্পর্কে ভাল ভাবেই জানেন। আল্লাহ এ উম্মাতের জন্য সত্যিই তাকে পসন্দ করে থাকলে এ ব্যাপারে আর কারো পরামর্শের প্রয়োজন নেই । আর যদি তাকে এর বিপরীত মনে করে থাকেন, তাহলে আখেরাতেব পথে পাড়ি দেবার আগে দুনিয়া তার হাতে দিয়ে যাবেন না। আর বাকি থাকল আমাদের ব্যাপার, যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়, তা শোনা ও মেনে নেয়াই তো আমাদের কাজ। (ইবনুল আসীর ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫০-২৫১)

০ মাওলানা যায়নুল আবিদীন মিরটী এর বর্ণনাঃ

তিনি বসরার প্রতিনিধি দলের নেতা আহনাফ বিন কায়েসের উক্তি এভাবে বর্ণনা করেনঃ

ائے امیر المؤمنین معاملے پر پیچ ہے - اگر سچ بولتے ہیں تو آپ کا ڈر ہے اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو خدا کا خوف ہے - آپ خود یزید کے دن رات کے مشاغلی اور اسکے خفیہ وعلانیہ افعال سے زیادہ واقف ہیں -

(تاریخ ملت ، حصہ ۳ صفہ ٤٥)

হে আমীরুল মুমিনীন, ব্যাপার অত্যন্ত পেচাঁলো । যদি সত্য বলি তা হলে আপনার ভয়, আর যদি মিথ্যা বলি তা হলে আল্লাহর ভয় ।আপনি নিজে ইয়াযীদের দিন-রাতের ব্যস্ততা এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে অধিক অবহিত। (তারিখে মিল্লাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ৪৫)

০ আল্লামা ইবনে হাজার মক্কীর উক্তিঃ

مزید محبته لیزید اعمت علیه طریق الهدی واوقعت الناس بعده مع ذالك الفاسق المارق فی الردی، لکنه قضاء انحتم وقدر انبرم.فسلب عقله الکامل وعمله الشامل ودهاء الذی کان یضرب به المثل وزین له من یزید حسن العمل وعدم الانحراف ولاخلل - کل ذالك لما اشار الیه الصادق المصدوق صلی الله علیه وسلم انه اذا اراد الله انفاذ امره فسلب ذوی العقول عقولهم حتی ینفذ ما اراده تعالی فمعاویة معذور فیما وقع فیه لیزید لانه لم یثبت عنده نقص فیه بل کان یزید یدس علی ابیه من یحسن له حاله حتی اعتقد انه اولی من ابناء بقیة الصحابة کلهم فقدمه علیهم مصرحا بتلك الاولیة التی تخیلها ممن سلط علیه لیحسنها له واختیاره للناس عن ذالك انما هو لظن انهم انما کرهوا تولیته لغیر فسقه من حسد او نحوه -

(تطهیر الجنان صـ ٥٤ مطبعـ میمنه ، مصر)

ইয়াযীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার কারণে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হেদায়তের পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর এ ফাসেক ও বেদ্বীনের সাথে অন্যান্যদের কে ও ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেন। কিন্তু ভাগ্যে যাছিল শেষ পর্যন্ত তাই হল। সুতরাং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর অনুপম কার্য্যদক্ষতা ও অতুলনীয় দুরদর্শিতা ছিনিয়ে নেয়া হয়, এবং তাঁর দৃষ্টিতে এটাই সুন্দর করে দেয়া হয় যে, ইয়াযীদ এক জন সাধু পুরুষ এবং সকল প্রকার বিপথ গামীতা ও বিশৃংখলা থেকে পবিত্র ।এসব কিছু এ ইরশাদে নববী অনুসারে হয়েছে, যাতে নবী (সাঃ) বলেছেন যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বিষয় কে কার্যকরী করতে চান, তখন বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ছিনিয়ে নেয়া হয়, এবং আল্লাহ তাআ'লা তাঁর হুকুম কার্যকরী করেই ছাড়েন। অতএব মুআবিয়া (রাঃ) ইয়াযীদের ব্যাপারে যা-ই করেছেন এ সব ব্যাপারে তিনি অপারগ ছিলেন। কেননা তাঁর কাছে এর মধ্যে কোন রকমের ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। তদুপরি ইয়াযীদ তাঁর পিতার কাছে এমন সব মানুষ কে ঢুকিয়ে দিত, যারা তাঁর সামনে ইয়াযীদের অবস্থাকে সুন্দর করে তুলত । তাই তিনি এটা বিশ্বাস করতে লাগলেন যে, ইয়াযীদ সাহাবায়ে কিরামের তৎকালীন সন্তানদের থেকে উত্তম ও মর্যাদাশীল । সুতরাং তিনি এ মর্যাদাকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে ইয়াযীদকে এ সবের উপর প্রধান্য দেন। আর ইয়াযীদ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার ধারণা ঐ সমস্ত লোকেরাই দিয়েছিল, যারা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর উপর জেঁকেবসেছিল। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক ইয়াযীদ কে স্থলা ভিষিক্ত নির্ধারণ করা এর ভিত্তিতে ছিল যে, তিনি মনে করতেন, মানুষ পাপাচারের কারণে নয়, বরংহিংসা বিদ্বেষের কারণে ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তি কে অপছন্দ করতেছে। (তাত্হিরুল জিনান, পৃঃ৫৪)

০ ইবনে হাজার আর ও বলেনঃ

الصحابة رضی الله عنهم کلهم عدول مجتهدون علی الصواب الذی لایجوز لاحد ان یعتقد غیره - لکنهم مع ذالك قد یقع من احدهم مما لایلیق بمقامه فیعذر له بالنسبة الیه کاستخلاف معاویة یزید - فان مزید المحبة الولد زین له روية کماله واعمی عنه روية عیوبه التی هی اوضح من الشمس فی رابعة النهار- فهذا بحسب کمال معاویة زلة یغفر الله له ولایجوز التأسی به فیها فمن تأسی به فیها کب علی منخرة فی النار - (صـ ١٢٠)

সাহাবায়ে কিরাম সবাই এমন আ'দিল, মুজতাহিদ এবং সত্যের উপরে ছিলেন যে, কারো পক্ষে এটা জাইয নয়, তাঁদের ব্যাপারে এ আ'কীদা ব্যতীত অন্য কোন আকীদা পোষন করে।কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের থেকে এমন সব কাজ প্রকাশ পেতে পারে, যা তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থি। যেমন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক ইয়াযীদ কে স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, ছেলের প্রতি অত্যাধিক ভালবাসা ছেলের অবস্থা তাঁর কাছে সুন্দর করে দিয়েছে। এবং তার সকল প্রকার দোষত্রুটি তাঁর দৃষ্টির আড়াল হয়ে গিয়েছিল । যা মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়ে ও আর ও উজ্জ্বল ছিল । এটা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর একটা ভুল ছিল । যেটা আল্লাহতাআ'লা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ জাইয নয়। এ ব্যাপারে যে তাঁর অনুসরণ করবে, তাকে উপুড় করে দোজখে ফেলা হবে। (ঐ, পৃঃ১২০)

তিনি আর ও বলেনঃ

اننا فرقنا بينه وبين ولده واعطينا كلاما يستحقه لانا متعبدون بالادلة من غير عصبية ولا علة - لو كان الامر بالتعصب والمحاباة لما خالفنا معاوية فى ولده الذى قال فيه لولا هواى فيه لرأيت قصدى اى لهديت الى اوسط الامور واعدلها فى استخلاف غيره - (صـ ٦٦)

আমরা আমীরে মুআবিয়া এবং তাঁর ছেলের মধ্যে পার্থক্য করে থাকি । দুজনের ব্যাপারে ঐ কথা বলে থাকি যে টার তারা হকদার । কেননা আমরা কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব এবং অসন্তুষ্টি ছাড়াই শুধুমাত্র দলীলের অনুসরণ করে থাকি। যদি আমরা পক্ষপাতিত্ব করতাম, তাহলে আমরা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ছেলের ব্যাপারে তাঁর সাথে মত বিরোধ করতাম না। যার ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, যদি তার প্রতি আমার অত্যাধিক ভালবাসা না হত, তা হলে আমি সঠিক পথ পেয়ে যেতাম। অর্থাৎ ইয়াযীদের বদলে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে অধিক উত্তম ও ইনসাফপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করতাম (ঐ, পৃঃ৬৬)

o মাওলানা শাহ মঈনুদ্দিন নদভীর উক্তিঃ

جناب امیر (حضرت علی رضـ) کے مقابلہ میں ان کا صف آرا ہونا ، اور اس میں کامیابی کے لئے ہر طرح کے جائز وناجائز وسائل استعمال کرنا .حضرت حسن(ع)سے لڑنا ، اسلامی خلافت کو موروثی حکومت میں بدل دینا وغیرہ ان میں سے ہر ایک واقعہ ان کی ایسی کھلی غلطی ہے جسے کوئی حق

پسند مستحـس قرار نہیں دے سکتا - خصوصا یزید کی ولی عہدی سے اسلامی خلافت کی روح ختم اور اسلام میں موروثی بادشاهت کی رسم قائم ہوگئ - ان واقعات نے عوام چھوڑ حق پـسند خواص کو بھی امیرمعاویہ سے بدظن کر دیا - (سـیر الصحابہ جـ ٦ صـ ٩٣)

হযরত আলী (রাঃ) এর বিরোদ্ধে যুদ্ধ করা এবং এতে বিজয়ী হওয়ার জন্য জাইয নাজাইয সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করা, হযরত হাসান (রাঃ) এর সাথে লড়াই করা, ইসলামী খিলাফত কে মৌরসী হুকুমতে পরিবর্তিত করা ইত্যাদি প্রতিটি ঘটনা তাঁর এমন প্রকাশ্য ভুল যা কোন হক পসন্দ ব্যক্তি ভাল বলতে পারে না। বিশেষ করে ইয়াযী দকে স্থলাভিষিক্ত করাতে ইসলামী খিলাফতের জীবনী শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং মৌরসী বাদশাহী প্রথা আরম্ভ হয়ে যায়। এ সমস্ত ঘটনা সাধারণ মানুষ তো কি, হক পসন্দ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কে ও আমীরে মুআবিয়ার প্রতি খারাপ ধারণা পোষন কারী করে দেয়। (সিয়রুস্ সাহাবা ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ৯৩)

o শায়খুল মাশায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহ লভীর উক্তঃ

پھر امیر معاویہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلواکر پہلے کی طرح ان سے بھی (بیعت یزید کے) لئے کہا - دوران حکم میں حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ کو گمان ہو گیا ہے کہ آپ کے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے متعلق ہم لوگوں نے آپ کو اپنا وکیل ومختار بنا دیا ہے - بخذا آپ کا یہ گمان بالکل باطل ہے - ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان مجلس شوری میں کسی بات پر متفق ہوجائیں، ورنہ میں بتادیتا ہوں کہ تفرقہ اندازی کا بار آپ کے کندھوں پر ہوگا - (مومن کے ماہ وسال صـ ٣١)

পুনরায় আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) কে ডেকে ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে বললেন। এতে হযরত আব্দুর রাহমান বললেন, আপনার ধারণা হয়েছে আমরা আপনার ছেলে ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে আপনাকে আমাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি। আপনার এ ধারণা নিতান্ত ভুল। আমাদের উদ্দেশ্য হল সমস্ত মুসলমান পরামর্শ সভায় মিলে কোন একটি কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। নতুবা আমি বলে দিচ্ছি, সকল প্রকার দলাদলি ও কলহ বিবাদের

দায়িত্ব আপনি আপনার কাঁধে তুলে নিবেন। (মুমিন কে মাহ ও সাল, পৃঃ৩১)

০ মাওলানা আকবর শাহ খান সাহেবের উক্তিঃ

حضرت معاویہ(رض) کا اپنی زندگی میں یزید کے لئے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی - یہ غلطی غالبا محبت بدری کے سبب ان سے سرزد ہوئ - لیکن مغیرہ بن شعبہ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے .کیونکہ اس غلطي کے خیال اور اسی پر مائل ہونے کی جرأت مغیرہ بن شعبہ ھی کی تحریك کا نتیجہ تھا - اسی لئے حسن بصری نے فرمایا ہے کہ" مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں میں ایک ایسی رسم جاری ہونے کا موقع پیدا کردیا جس سے مشورہ جاتا رھا اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا -

(تاریخ اسلامی ج ۲ صـ ٥٦)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জীবিত থাকা কালে তাঁর ছেলের পক্ষে বায়আ'ত গ্রহণ করা এক মারাত্মক ভুল ছিল । এ ভুল সম্ভ বতঃ ছেলের প্রতি পিতার অত্যাধিক ভালবাসার কারণে সংঘটিত হয়ে ছিল । কিন্তু মুগীরা বিন শু'বার ভুল এর চেয়ে ও মারাত্মক । কেননা এ ভুলের ধারণা এবং এর প্রতি উদ্যত হওয়ার সাহস হযরত মুগীরা (রাঃ) এর প্রতারনার ই ফল। এ জন্য হাসান বসরী (রাহঃ) বলেছেনঃ মুগীরা বিন শু'বা মুসলমানদের মধ্যে এমন এক রসুম চালু হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যার কারণে পরামর্শ করার মত সুন্দর রীতি বিদায় নিতে লাগল এবং বাপের পরে ছেলে বাদশাহ হতে লাগল । (তারিখে ইসলাম ২য় খন্ড, পৃঃ৫৬)

০ কাযী যায়নুল আবিদীন সাজ্জাদ মিরটী এর উক্তিঃ

آپ نے اپنی جانشینی کے لئے جس شخصیت کو انتخاب کیا وہ واقعی اس کے لئے موزون نہ تھی اور یہ واقعہ ہے کہ خود امیر معاویہ(رض) بھی اسے موزون نہ سمجھتے تھے - امیر تو علیحدہ رہے خود یزید بھی اپنے حالات کو دیکھتے ہوے اسے ناممکن سمجھتا تھا - چنانچہ سب سے پہلے یہ تجویز یزید کے سامنے پیش کی گئ تو اس نے تعجب سے پوچھا ،کیا یہ ممکن العمل ہے؟- (تاریخ ملت ج ۳ صـ ٥٥ ندوۃ المصنفین دھلی)

তিনি (হযরত মুআবিয়া) নিজের স্থলাভিষিক্তির জন্য যে ব্যক্তিত্ব কে নির্বাচন করেন, উনি প্রকৃত পক্ষে এর যোগ্য ছিলেন না। এমন কি আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) ও তাকে যোগ্য মনে করতেন না। ইয়াযীদ নিজেও নিজের অবস্থা দেখে এটাকে অসম্ভ ব মনে করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ ইয়াযীদের সামনে সর্ব প্রথম যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল, সে এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল এটা কি সম্ভ ব ?

(তারিখে মিল্লাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ৫৫)

০ আবুল হাসনাত মাওলানা আব্দুল হাই লকনৌভীর উক্তিঃ

بعض لوگوں نے افراط سے کام لیا اور کہا کہ جب یزید باتفاق تمام مسلمان امیر بن گیا تو اسکی اطاعت امام حسین پر واجب تھی - لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مسلماتوں کا اتفاق اس امارت پر کب ہوا - صحابہ اور اولاد صحابہ کی ایک جماعت اسکی اطاعت سے خارج تھی اور جنھوں نے اس کی اطاعت قبول کی تھی جب ان کو یزید کی شراب خوری "ترك الصلواۃ، زنا اور محارم کے ساتھ حرام کاری کی حالت معلوم ہوئ تو مدینہ منورہ واپس آکر انہوں نے بیعت کو فسخ کردیا - (فتاوی مولانا ، عبد الحئ مبوب صـ ۷۹ ، قران محل مولوی مسافر خانہ ، کراچی)

কেউ কেউ বাড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ইয়াযীদ যখন সমস্ত মুসলমানের ঐক্যমতে আমীর হয়ে হয়ে গেল, তখন হযরত হোসাইন (রাঃ) এর উপর তার আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তারা জানেনা মুসলমানদের ঐক্যমত তার এমারতের উপর কখন হয়েছে? সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের সন্তানদের এক বিরাট দল তার আনুগত্য থেকে দূরে ছিলেন। আর যারা আনুগত্য করেছিলেন, তারা যখন ইয়াযীদের মদ পান, নামায তরক করা, ব্যভিচার এবং মহররমাতের সাথে হারাম কাজ করার উপর অবগত হলেন, তখন তারা মদীনায় ফিরে এসে বায়আ'ত ভঙ্গ করে ফেলেন । (ফতোওয়ায়ে মাওলানা আব্দুল হাই পৃঃ৭৯)

০ মুফতী আজম মাওলানা শফী সাহেবের উক্তিঃ

شام وعراق میں معلوم نہیں کس کس خوشامد پسند لوگوں نے یزید کے لئے

بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئ کہ شام وعراق، کوفہ وبصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہوگے - اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا - حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ ومدینہ کو اس کام کے لئے مامور کیا گیا - مدینہ کی عامل مروان تھا - اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ امیر المؤمنین معاویہ(رض) ابوبکر(رض) عمر(رض) کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لئے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائ - عبد الرحمن بن ابی بکر(رض) کھڑے ہوے اور کہا کہ یہ غلط ہے یہ ابوبکر وعمر کی سنت نہیں بلکہ کسری وقیصر کی سنت ہے - ابوبکر(رض) اور عمر(رض) نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ ورشتہ میں - حجاز کی عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں خصوصا حضرت حسین بن علی(رض) پر، جس کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے - وہ اس میں حضرت حسین(رض) حضرت عبد الله بن عمر رض عبد الرحمن بن ابی بکر(رض) عبد الله بن زبیر(رض) اور عبد الله بن عباس(رض) کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں - ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب وسنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے - اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے - دوسرے یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے - ان حضرات نے اس سازش کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر جمے رہے - اس حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ ومدینہ میں اور کوفہ وکربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے - (شہید کربلا صـ۱۲)

সিরিয়া এবং ইরাকে কোন্ কোন্ তোষামোদ কারীরা ইয়াযীদের বায়আ'তের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছিল, তা বলা যাচ্ছে না। তবে গুজব রটিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, সিরিয়া ইরাক, কুফা এবং বসরা বাসীরা ইয়াযীদের বায়আ'তের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে । এখন হিজাজের দিকে ফিরা গেল। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর তরফ থেকে মক্কা ও মদীনার আমীর দ্বয় কে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা গেল । মদীনার গভর্ণর ছিল মারওয়ান সে খুৎবা দিতে গিয়ে লোকদের কে বলল, হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) এর সুন্নাত অনুযায়ী আমীর মুআবিয়া(রাঃ) চান যে, তাঁর পরে ইয়াযীদের অনুকুলে বায়আ'ত গ্রহণ করা হউক। হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) দাড়িয়ে বললেন, এটা ভুল কথা । এটা হযরত আবুবকর ও উমর (রাঃ) এর সুন্নাত নহে, বরং কিসরা ও কায় সাবের সুন্নাত । আবুবকর ওউমর (রাঃ) খিলাফত নিজের সন্তানদের মধ্যে এবং নিজের গোত্র ও আত্মীয় দের মধ্যে পরিবর্তিত করেননি। হিজাজের সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আহলে বায়তের প্রতি ছিল । বিশেষ করে হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ) এর দিকে। যাঁকে তারা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পরে স্বাভাবিক ভাবে খিলাফতের হকদার মনে করতেন। তারা এ ব্যাপারে হযরত হুসাইন (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ), হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর মতামতের অপেক্ষায় ছিলেন যে, তাঁরা কি করেন। তাদের সামনে প্রথমতঃ কিতাব ও সুন্নাতের নীতি ছিল যে, খিলাফতে ইসলামিয়া নবী (সাঃ) প্রদর্শিত খিলাফত। এতে ওরা সাতের কোন স্থান নেই যে, বাপের পরে ছেলে খলিফা হবে।বরং জরুরী হল, স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা যেন নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ ইয়াযীদের ব্যক্তিগত অবস্থা ও তাকে সমস্ত ইসলামী দুনিয়ার খলিফা বানানোর পক্ষে রায় দিত না । তাঁরা এ চক্রান্তের বিরোধিতা করেন। তাঁদের অধিকাংশ শেষ জীবন পর্যন্ত বিরোধিতার উপর অটল ছিলেন।এ সত্য বলা এবং সত্যের পক্ষ অবলম্বন করার ফল স্বরূপ, মদীনা, কুফা এবং কারবালায় নির্বিচারে হত্যা যজ্ঞের ঘটনা সংঘঠিত হয়। (শহীদে কারবালা, পৃঃ১২)

o ইয়াযীদের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও উক্তিঃ

o হাফিয ইবনে কাসীরের উক্তিঃ

قلت يزيد بن معاوية اكثر مانقم عليه فى عمله شرب الخمر وايتان بعض الفواحش فاما قتل الحسين فانه كما قال جده ابوسفيان يوم احد لم يأمر بذالك ولم يسؤه - (البداية جـ ٨ صفحـ ٢٣٢)

আমি বলি, ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া (রাঃ) এর আমল সমূহের মধ্যে যা অপসন্দনীয় ছিল, তা হচ্ছে তার মদ পান করা এবং বিভিন্ন অশ্লীল কার্যকলাপ। আর হযরত হোসাইন (রাঃ) এর হত্যার ব্যাপার তো ঠিক এ রকম যে, উহুদ যুদ্ধের দিন ইয়াযীদের দাদা আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, মুসলমানদের বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগ কাটার নির্দেশ তিনি দেননি। আবার যা হয়েছে তাতে আফসোসের ও কোন কারণ নেই।
(আল বেদায়া, ৮ম খন্ড,পৃঃ২৩২)

তিনি আর ও বলেনঃ

وقد اخطأ يزيد خطأ فاحشا فى قوله لمسلم بن عقبة ان يبيح المدينة ثلاثة ايام و هذا خطأ كبير فاحش مع ما انضم الى ذالك من قتل خلق من الصحابة وابنائهم وقد تقدم انه قتل الحسين واصحابه على يدى بن زياد وقد وقع فى هذه الثلاثة ايام من المفاسد العظيمة فى المدينة النبوية مالايحد ولايوصف مما لايعلمه الا الله عز وجل وقد اراد بارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام ايامه من غير منازع فعاقبة الله بنقيض قصده وحال بينه وبين ما يشتهيه فقصمه الله قاصم الجبابرة واخذه اخذ عزيز مقتدر وكذالك اخذ القرى وهى ظالمة - ان اخذه اليم شديد - (البداية جـ ٨ صـ ٢٢٢)

ইয়াযীদ মুসলিম বিন আকা'বা কে এ নির্দেশ দিয়ে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে যে, মুসলিম যেন মদীনাকে তিন দিনের জন্য মুবাহ (যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারা) করে নেয়। এটা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ ছিল।এ সময় সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের সন্তানদের এক বিরাট দল কে হত্যা করা হয়।এ ইয়াযীদ ই হযরত হোসাইন (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের ইবনে যিয়াদের মাধ্যমে হত্যা করিয়েছে। হাররার ঘটনার এ তিন দিনে এমন সব জঘন্য কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে, যা অসংখ্য ও বর্ণনাতীত। আল্লাহ তা'আলাই তা সঠিক জানেন।ইয়াযীদ চেয়েছিল মুসলিম বিন আকা'বা কে এ ধরণের কাজে নিযুক্ত করে নিজের বাদশাহী কে শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী করতে ।যাতে কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে ।কিন্তু আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলেন, যা তার অভিলাষের পথে বাঁধা হয়ে দাড়াল।আল্লাহ তাআ'লা তাকে এমন ভাবে ধ্বংস করলেন যেমন তিনি জালিমদেরকে ধ্বংস করে থাকেন। এবং এমন ভাবে পাকড়াও করলেন, যেমন তিনি শক্তিশালীদের কে পাকড়াও করে থাকেন। (আল বেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃঃ২২২)

০ শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহ লভীর উক্তিঃ

حقیقت حال یہ ہے کہ بدبخت وسرکش یزید ۲۵ یا ۲۶ ھ میں پیدا ہوا- جسے اس کے والد نے لوگوں کی ناپسندیگی کے باوجود ولی عہد خلافت مقرر کیا ..... علامہ ذہبی کا بیان ہے کہ یزید نے باشندگان مدینہ کے ساتھ جو سختیاں کیں، وہ کیں، لیکن اس کے ساتھ وہ شراب خور اور ممنوعہ اعمال کا مرتکب تھا - اسی سبب سے لوگ اس سے ناراض تھے اور اس پر سب نے متفقہ طور پر چڑھائی کا ارادہ کیا - اللہ یزید کو غارت کرے اس نے فوج حرہ مکہ معظمہ میں حضرت ابن زبیر سے جنگ کے لئے روانہ کی اس پر مقررہ سردار فوج مرگیا تو یزید نے دوسرا سردار فوج مقرر کیا - جس نے مکہ میں گھس کر حضرت ابن زبیر کا محاصرہ کیا - ان کے قتل کے لئے منجنیق اور کرین کے ذریعے خوب سنگباری کی اور اس طرح ماہ صفر سنہ ٦٤ھ میں آگ کے شعلوں سے خانۂ کعبہ کا غلاف خاکستر کیا اورخانہ کعبہ کی چھت جلا ڈالی " (مومن کے ماہ وسال، ص ۳۷)

প্রকৃত অবস্থা এই যে, হতভাগ্য এবং দুষ্ট ইয়াযীদ ২৫ কিংবা ২৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করে। যাকে তার পিতা মানুষের অসন্তুষ্টির পর ও স্থলা ভিষিক্ত করেন । আল্লামা যাহাবীর বর্ণনা হল, ইয়াযীদ মদীনাবাসীদের সাথে যে নির্মম ব্যবহার করার তা তো করেছে, এর সাথে সে মদ পান এবং না জাই কাজ করতো। এ জন্য মানুষ তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, এবং সবাই সম্মিলিত ভাবে তার উপর আক্রমন করার ইচ্ছা করছিল। আল্লাহ ইয়াযীদ কে ধ্বংস করুক । সে হযরত ইবনে যুবাইরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে। এ সৈন্য বাহিনীর নিদৃষ্ট সেনাপতি মারাযাওয়ার পর সে দ্বিতীয় বার সেনাপতি নিয়োগ করে। যে মক্কাশরীফে ঢুকে ইবনে যুবাইর কে অবরোধ করে। তাকে হত্যার জন্য মিনজানিক এবং ক্রেনের সাহয্যে খানায়ে কাবার উপর অত্যধিক পাথর বর্ষন করে । আর এভাবে ৬৪ হিঃ সনে অগ্নি শিখার মাধ্যমে খানায়ে কাবার গিলাফ ভূলুণ্ঠিত করে এবং ছাদ জ্বালিয়ে ফেলে। (মুমিন কে মাহ ও সাল, পৃঃ৩৭)

০ শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রাহ) এর উক্তিঃ

(শুধু মাত্র অনুবাদ দেয়াহল)

ইয়াযীদের যে সৈন্য বাহিনী মদীনার উপর আক্রমন করে ছিল, এতে সাতাশ হাজার আরোহী ও পনর হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল । তিন দিন পর্যন্ত হত্যা এবং ধ্বংস-যজ্ঞ চলছিল। দুহাজার মহিলার ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে। কুরাইশ ও আনসারে সাত শত উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি শহীদ হন। মহিলা, শিশু ও গোলামদের শহীদানের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তদুপরি ইবনে আ'কাবা লোকদের কে এভাবে বায়আতের উপর বাধ্য করে, যেন তারা তার গোলাম । ইচ্ছা করলে সে তাদের কে ক্ষমা করে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে হত্যা করতে পারে। হযরত সা'য়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ) এর বর্ণনা বোখারী শরীফের মধ্যে এসেছে যে, আসহাবে হুদাইবিয়া অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধি তে যারা শরীক ছিলেন তাঁরা কেউ ই প্রাণে বাচেন নি। মদীনা বাসী প্রথম থেকে ইয়াযীদের এমারতের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা যখন ইয়াযীদের পাপাচার, মদ পান, ক'বীরা গুনাহ এবং মহররমাতের ইজ্জত নষ্টকরার মত পাপাচার সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তাঁরা তার এমারত মানতে অস্বীকার করেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানযালা আল গাসীল বলছেনঃ আল্লাহর কসম আমরা তখনই ইয়াযীদের বিরোধিতা করি, যখন আমরা আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার ভয় করতে লাগলাম । এ পাপিষ্ট মা বোনদের সাথে ব্যভিচার করত, শরাব পান করত এবং নামায ছেড়ে দিত ।ইবনে কু'তাইবা বলেনঃ হাররার দুর্ঘটনার পরে কোন বদরী সাহাবী জীবিত থাকেন নাই। ইবনে আকা'বা ইয়াযীদ কে লিখে আমরা দুশমন দেরকে পরাজিতে করেছি। যারা মোকাবেলা করেছে, তাদের কে হত্যা করেছি, যারা ভাগতে চেয়েছে তাদের কে গ্রেফতার করেছি এবং যারা আহত হয়েছে তাদের কে ও শেষ করে ফেলেছি।

(اور جزا المسالک، جـ ۵ صـ ۴۳۵، مکتبہ یحیویہ، سہار نپور)

(আওজাযুল মাসা লিক, ৫ম খন্ড, পৃঃ৪৩৫)

০মাওলানা আকবর শাহের উক্তিঃ

اس دور کے عوام کے جزبات اور یزید کے کیرکٹر کا انداز ہ اس سے کیجیئے کہ حضرت امیر معاویہ(رض) نے اپنے عمال کے نام ایک عام حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو اور اپنے اپنے علاقوں کے باثر لوگوں کا ایک وفد میری پاس بھیجو کہ میں بیعت یزید کے متعلق لوگوں سے خود بھی گفتگوں کروں - چنانچہ ہر صوبے سے جو وفد آیا امیر معاویہ(رض) نے

ان سے الگ الگ گفتگوں کی، جس میں خلفاء کے فرائض وحقوق، حکام کی اطاعت اور عوام کے فرائض بیان کر کے اور یزید کے شجاعت، سخاوت، عقل و تدبیر اور انتظامی قابلیت کا تذکرہ کر کے خواھش ظاھر کی کہ اسکی ولی عہد پر بیعت کر لینی چاھیئے - لیکن اسکے جواب میں مدینہ کے وفد کے ایک رکن محمد بن عمرو بن حزم نے کھڑے ہوکر کہا، "امیر المؤمنین " آپ یزید کو خلیفہ تو بناتے ہیں، لیکن ذرا اس بات پر بھی خیال فرمالیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا خدا تعالی کی جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا" محمد بن عمرو بن حزم کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام بھی یزید کے خلافت سے خوش نہ تھے اور اس کی خلافت کے جوئے کو اپنی گردن پر رکھنے کے لئے تیار نہ تھے - خود آخر وقت میں امیر معاویہ(رض) کے سامنے یزید نے جس قسم کی سرکشی کا اظھار کیا تھا، اس سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ کہاں تک خلافت کا اھل تھا -

(تاریخ اسلام جـ ۲ صـ ۹۳-۹۴)

এ যুগের জন সাধরণের আবেগ এবং ইয়াযীদের চরিত্রের অনুমান এ থেকে করা যায় যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর গভর্ণরদের নামে এক সাধারণ নির্দেশ জারি করলেন যে, লোক জনের কাছে যেন ইয়াযীদের গুণগান করা হয় এবং এলাকার প্রভাবশালী লোকদের এক প্রতিনিধি দল যেন আমার কাছে পাঠানো হয় । যাতে আমি তাদের সাথে ইয়াযীদের বায় আ'তের ব্যাপারে আলাপ করতে পারি। অতএব প্রতি প্রদেশ থেকে যে যে প্রতিনিধি দল এসেছিল, তাদের সাথে আমীরে মুআবিয়া পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেন। এতে তিনি খলিফাদের দায়িত্ব, তাদের অধিকার তাদের আনুগত্য এবং জন সাধারণের কর্তব্য বর্ণনা করে ইয়াযীদের বাহাদুরী, বদান্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করে ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তির উপর বায়আ'ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এর উত্তরে মদীনার প্রতিনিধি দলের এক সদস্য মোহাম্ম দ বিন আমর বিন হাযাম দাড়িয়ে বললেন, আমীরুল্ মুমিনীন আপনি ইয়াযীদ কে তো খলিফা করতেছেন, কিন্তু একটু এদিকেও লক্ষ্য করুন যে,

কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আপনাকে আপনার এ কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে। মোহাম্ম দ বিন আমর বিন হাযাম এর একথা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, সাধারণ মানুষ ইয়াযীদের খিলাফতের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। স্বয়ং আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) এর সামনে ইয়াযীদ যে ধরণের অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিল তাতে ও প্রতীয়মান হয় যে সে খিলাফতের কতটুকু যোগ্য ছিল। (তারিখে ইসলাম ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৬)

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ!

আশাকরি আপনাদের কাছে পরিষ্ক ার হয়েছে যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কর্তৃক তাঁর ছেলে কে স্থলা ভিষিক্ত করার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রাহ) যা বলেছেন, তা নিছক অপবাদ নয় কিংবা নিয়তের উপর হামলা ও নয়। বরং তিনি যা বলেছেন এর পিছনে নির্ভর যোগ্য কিতাব সমূহের দলীল এবং নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও উক্তি রয়েছে । মাওলানা মওদূদী (রাহ) এর উক্তির চেয়ে অন্যান্য উলামায়ে কিরামের উক্তি কত শক্ত । কিন্তু তার পর ও তাঁদের কোন সমালোচনা হয় না, তাঁরা সাহাবা বিদ্বেষী হননা, এ সবই জুটেছে মাওলানা মওদূদী (রাহ) এর ভাগ্যে। এ রসহস্যটা কোথায় একটু চিন্তা করুন। সমালোচনা করীদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন এটাই বুঝাতে চাচ্ছেঃ "وجودك ذنب لا يقاس بذنب"

তোমার জন্ম গ্রহণ করাটাই রীতিত একটা অপরাধ। এমনটির মত অপরাধ আর নেই।

حضرت حجر بن عدی(رضہ) کا قتل

হযরত হুজর বিন আদী (রাঃ) কে হত্যার ঘটনা

মাওলানা মওদূদী (রাহ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়কার আর ও একটি বেদনা দায়ক ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

০মাওলনার বক্তব্যঃ

لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھا دیئے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں اب قاعدہ یہ ہو گئے کہ منہ کھولو تو تعریف کے لئے کھولو۔ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایساھی زوردار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قید اور قتل اور کوڑوں کی مارکے لئے تیار ہو جاؤ - چنانچہ

جو لوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹوکنے سے بازنہ آئے ان کو بد ترین سزائیں دی گئیں تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجائے - اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت حجر بن عدی(رضہ) کے قتل سنة ٥١ ھ سے ہوئی - جو ایک زاھد وعابد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے - حضرت معاویہ کے زمانہ میں منبروں پر خطبوں میں علانیہ حضرت علی(رضہ) پر لعنت اور سب وشتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہرجگاہی اس سے زخمی ہو رہے تھے - مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے - کوفہ میں حجر بن عدی سے صبر نہ ہوسکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی(رضہ) کی تعریف اور حضرت معاویہ(رضہ) کی مذمت شروع کردی - حضرت مغیرہ(رضہ) جب تک کوفہ کے گورنر رہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے - ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہوگیا تو اسکے اور ان کے درمیان کشمکش برپا ہو گئی.وہ خطبے میں حضرت علی(رضہ) کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے - اسی دوران میں ایک مرتبہ انہوں نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی اس کو ٹوکا - آخرکار اس نے انہیں اور انکے بارہ ساتھیوں کو گرفتار کرلیاں .... اس طرح یہ ملزم حضرت معاویہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم دے دیا .... آخرکار وہ اور انکے سات ساتھی قتل کر دیئے گئے - ان میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن حسان کو حضرت معاویہ(رضہ) نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور اس کو لکھا کہ انہیں بدترین طریقہ سے قتل کرو - چنانچہ اس نے انہیں زندہ دفن کر دیا.

(خلافت و ملوکیت صہ ١٦٤-١٦٥)

কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগে বিবেকের উপর তালা লাগানো হয়, মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। মুখ খুললে প্রশংসার জন্য খুল নতুবা চুপ থাক। এটাই তখন রীতিতে পরিণত হয়। যদি তোমার বিবেক এতই শক্তিশালী হয় যে, সত্য বলা থেকে তুমি নিবৃত্ত থাকতে পারনা, তা হলে কারাবরণ, প্রানদন্ড ও চাবুকের আঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। তাই সে সময়ে যারা সত্য কথা ও অন্যায় কাজে বাধা দান থেকে নিবৃত্ত হননি, তাদের কে কঠোরতম শাস্তি দেয়া হয়েছে। সমগ্র জাতিকে আতংকিত করাই ছিল এর লক্ষ্য ।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে আল্লাহর রাসুলের সাহাবী একজন সাধক ও ইবাদত গুযার এবং উম্ম তের সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হযরত হুজর বিন আদী (রাঃ) কে হত্যার মাধ্যমে এ নূতন পলিসির সূচনা হয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে খুৎবায় প্রকাশ্যে মিম্বরে দাড়িয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর উপর লা'নত এবং গালি গালাজের রেওয়াজ শুরু হলে সকল মুসলমানের অন্তর ব্যথিত হয়। কিন্তু অতিকষ্টে সবরের পিয়ালা পান করে তারা চুপ থাকতেন। কুফায় হযরত হুজর বিন আদী (রাঃ) তা সহ্য করতে পারেননি। তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর প্রশংসা এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিন্দা শুরু করেন। হযরত মুগীরা (রাঃ) যতদিন কুফার গভর্ণর ছিলেন, ততদিন তিনি ব্যাপারটি এড়িয়ে যান। কিন্তু পরে বসরার সাথে কুফাকে ও যিয়াদের গভর্ণরীর অন্তর্ভক্ত করাহলে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যিয়াদ খুৎবায় হযরত আলী (রাঃ) কে গালি দিত, আর হযরত হুজর (রাঃ) দাড়িয়ে এর জবাব দিতেন। এ সময় তিনি একবার জুমআ'র নামাযে বিলম্বের জন্য ও যিয়াদের সমালোচনা করেন। অবশেষে যিয়াদ ১২ জন সঙ্গী সহ তাঁকে গ্রেফতার করে.....এমনি ভাবে এই অভিযুক্ত কে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। .....অবশেষে সাত জন সঙ্গী সহ তাঁকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে আব্দুর রাহমান বিন হাস্‌সান কে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদের নিকট ফেরত পাঠান, এবং এর সাথে লিখে পাঠান ওকে নিকৃষ্ট পন্থায় হত্যা কর। সুতরাং যিয়াদ তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলল। (খিলাফত ও মুলুকিওত, পৃঃ১৬৪-৬৫)

○মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ

০ হযরত হুজর (রাঃ) একজন সাধক, ইবাদত গুযার ও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী সাহাবী ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছেন। যা তাঁর জন্য কোন ক্রমেই জাইয ছিল না।

○মাওলানার সমালোচনার কারীদের বক্তব্যঃ

০ হযরত হুজর বিন আ'দী (রাঃ) প্রকৃত পক্ষে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী ও ফিতনা সৃষ্টিকারী ছিলেন। তাই তার রক্ত হালাল হয়ে গিয়েছিল । তাঁকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে পড়েছিল। এজন্য হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁকে হত্যা করে ছিলেন। যা তার জন্য সম্পূর্ণ জাইয ছিল । মাওলানা মওদুদী (রাহ) তাঁর সাহাবা বিদ্বেষের কারণে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর উপর হত্যা করার অপবাদ দিতেছেন। উক্ত কথা গুলো বলেছেন, মাওলানা ত্বকী উসমানী সাহেব তার ''হযরত মুআবিয়া আওর তারিখী হাকাইক'' নামক কিতাবে।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ ! ভাবিবার বিষয়। যারা নিজেকে সাহাবা প্রেমিক বলে দাবী করেন, তারা একজন সাহাবী কে নির্দোষ প্রমান করতে গিয়ে আর একজন বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী কে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁকে হত্যা করা ওয়াজিব করে ফেলেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন)

এখন আসুন, আমরা শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে রাষ্ট্রদ্রোহী কাকে বলে? এবং কু'রআন ও হাদীসের আলোকে এর শাস্তিই বা কি? একটু আলোচনা করে দেখি । তা হলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

○বাগী বা রাষ্ট্রদ্রোহীর সংজ্ঞাঃ

০ আল্লামা নিযামুদ্দিন নিসাপুরী বলেনঃ

اعلم ان الباغية فى اصطلاح الفقهاء فرقة خالفت الامام بتاويل باطل بطلان بحسب الظن لا القطع ..... ولابد ان يكون له شوكة وعدد يحتاج الامام فى دفعهم الى كلفة ببذل مال واعداد رجال فان كانوا افرادا يسهل ضبطهم فليسوا باهل بغى - (تفسير غرائب القران، سوره حجرات كى اية ٩-١٠ كى تحت)

ফকী'হদের পরিভাষায় বাগী বা রাষ্ট্রদ্রোহী বলতে এমন দলকে বুঝায়, যারা কোন বাতিল তাবীল বা ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র প্রধানের বিরোধিতা করে থাকে । আর ঐ ব্যাখ্যা বাতিল হওয়া ধারণা হিসেবে হয়ে থাকে অকাট্য ভাবে নয়। এবং ঐদল সংখ্যায় ও শক্তিতে এত বেশী হয়ে থাকে যে, এদের কে কাবু করতে গিয়ে রাষ্ট্র প্রধানের শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু যদি ওরা মুষ্টিমেয় হয়, এবং তাদের কে কাবু করা অতি সহজ হয়, তাহলে এদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা যায় না।

(তাফসীরে গারাইবুল কুরআন)

০ আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রাহ) বলতেছেনঃ

اهل البغى كل فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون اهل العدل بتأويل يقولون الحق معنا ويدعون الولاية - (رد المختار جـ ٣ صـ ٤٢٧)

রাষ্ট্রদ্রোহী ঐ দলকে বলা হয়, যারা শক্তির অধিকারী, যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং যারা কোন তাবীলের উপর ভিত্তি করে হক'পন্থিদের সাথে লড়াই করে এবং একথা বলেঃ আমরাই হকের উপরে আছি। আর তারা শাসন ক্ষমতার দাবী করে। (রাদ্দুল মুখতার, ৩ য় খন্ড, পৃঃ৪২৭)

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞানুযায়ী হযরত হুজর (রাঃ) রাষ্ট্র দ্রোহী ছিলেন না। কারণ তাঁর তেমন কোন দল, শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিলনা, এবং তিনি তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধানের বিরোধিতা ও করেননি এবং কোন প্রকার লড়াই ও করেননি।

সকল ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, যখন যিয়াদের পুলিশ বাহিনী হযরত হুজর (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের কে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে ঘেরাও করে, তখন উভয় পক্ষের লোকেরা পাথর নিক্ষেপ করে এবং যিয়াদের পুলিশ বাহিনী লাঠি চার্জ করে। কিন্তু হযরত হুজর (রাঃ) এবং তার সাথীরা শক্তির দিক থেকে এত দুর্বল ছিলেন যে, নিরপেক্ষ একজন লোক ঐদিন তাঁদেরকে প্রাণে রক্ষা করে । আল্লামা ইবনুল আসীর ও

আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেনঃ

اخذ عمودا من بعض الشرط فقاتل به وحمى حجرا واصحابه حتى خرجوا من ابواب الكندة - (الكامل جـ ٣ صـ ٣٣٥، تاريخ الطبرى جـ ٥ صـ ٢٠٩)

যিয়াদের পুলিশ যখন লাঠি চার্জ করে তখন এক ব্যক্তি কোন এক পুলিশের হাত থেকে একটি লাঠি ছিনিয়ে এনে এ দিয়ে লড়ে হজরত হুজর (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের প্রাণ রক্ষা করে। অতঃপর তারা কিন্দার দরজা দিয়ে বের হয়ে ভেগে যান। (আল-কামিল, ৩ য়খন্ড, পৃঃ৩৩৫, তারিখে তাবারী, ৫ খন্ড, পৃঃ২৫৯)

অথচ কেনা জানে যে, ঐ সময় প্রত্যেকের ঘরে তীর, তরবারী, নেজা, বল্লম ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র স্বাভাবিক ভাবে থাকত এবং নিজ হেফাযতে রাখত। কিন্তু হযরত হুজর (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা তা ব্যবহার করেননি। এবং তারা এত দুর্বল ছিলেন যে, পুলিশ বাহিনী ও গুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাছাড়া হযরত হুজর (রাঃ) ঐ সময় শারিরীক দিক থেকে এত দুর্বল ছিলেন যে আল্লামা ইবনুল আসীর, আল্লামা তাবারী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেন, আবু উম্মারা নামক এক ব্যক্তি তাঁকে ধরে

তাঁর সওয়ারীর উপর বসায়।

অতঃপর যিয়াদ যখন হযরত হুজর (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের কে গ্রেফতার করার জন্য চতুর্দিকে লোক পাঠায় তখন হযরত হুজর (রাঃ) নিজে এসে যিয়াদের হাতে ধরাদেন। এবং পরে তাঁর ১২ জন অথবা ১৪ জন সঙ্গী কে গ্রেফতার করা হয়। এ কথা সকল ঐতিহাসিকরাই বর্ণনা করেছেন। এ হল হযরত হুজর এবং তাঁর সঙ্গীদের শক্তির পরিমাণ।

হযরত হুজর (রাঃ) তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা বরং এত অনুগত ছিলেন যে, আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেনঃ

فكتب معاوية ان شده فى الحديد ثم احمله الى فلما ان جاء كتاب معاوية اراد قوم حجر ان يمنعوه فقال لا ولكن سمع وطاعة - فشد فى الحديد ثم حمل الى معاوية - (طبرى جـ ٥ صـ ٢٥٦)

অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদকে লিখলেন, যেন হুজর কে গ্রেফতার করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হযরত মুআবিয়ার চিঠি যখন আসল, তখন হজরত হুজরের কওম তাঁকে বাধা দিতে চাইল। কিন্তু হুজর (রাঃ) বললেন, না তোমরা বাধা দিওনা, কারণ আমীরের কথা শুনা ও মানা জরুরী । অতঃপর হযরত হুজর কে গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দেয়া হয় ।

(তাবারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ২৫৬)

আল্লামা তাবারী আর ও বর্ণনা করেন, হযরত হুজর (রাঃ) যখন যিয়াদের হাতে ধরা দেন তখন তিনি বলে ছিলেনঃ

ما خالعت طاعة، ولافارقت جماعة، وانى لعلى بيعتى - (صـ ٢٦٤)

আমি আনুগত্যের রশি খুলে ফেলে দেইনি, মুসলমানদের জামাআ'ত থেকে ও দূরে সরে যাইনি, আমি অবশ্যই আমার বায়আ'তের উপর টিকে আছি। (ঐ পৃঃ২৬৪)

তিনি আর ও বর্ণনা করতেছেনঃ

فاقبل يزيد بن حجية حتى مربهم بعذراء فقال ياهؤلاء، اما والله ما ارى براءتكم، ولقد جئت بكتاب فيه الذبح،فمرونى بما احببتم مما ترون انه لكم نافع اعمل به لكم وانطق به، فقال حجر: ابلغ معاوية انا على بيعتنا، لانستقيلها ولانقيلها، وانه شهد علينا الاعداء والاظناء، فقدم يزيد بالكتاب الى معاوية فقرأه، وبلغه يزيد مقالة حجر، فقال معاوية زياد اصدق عندنا من

حجر - (صـ ٢٧٣)

যখন ইয়াযীদ বিন হুজাইয়াহ যিয়াদের চিঠি নিয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে যেতে ছিল, তখন উযরা নামক স্থানে (যে খানে হযরত হুজরে এবং তাঁর সাথীদের কে হত্যার জন্য পাঠানো হয়েছিল) হযরত হুজর এবং তাঁর সাথীদের সাথে দেখা হল । তখন সে বললঃ ওহে! আমি তোমাদের বাঁচার কোন উপায় দেখতেছিনা । আমি এক চিঠি নিয়ে এসেছি যাতে তোমাদের কে জবাই করার কথা রয়েছে। অত এব তোমরা নিজের জন্য যা ভাল ও উপকারী মনে কর তা আমার কাছে বলে দাও। আমি এ ব্যাপারে হযরত মুআবিয়ার সাথে কথা বলব। তখন হযরত হুজর (রাঃ) বললেন তুমি হযরত মুআবিয়ার কাছে এখবরটি পৌছিয়ে দিও যে, আমরা তাঁর বায়আ'তের উপর এখন ও দৃঢ় আছি। আমরা তা ভঙ্গ করিনি এবং ভঙ্গ করতে ও চাই না। আমাদের দুশমন রা আমাদের বিরোদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।অতঃপর ইয়াযীদ পৌছে হযরত মুআবিয়ার কাছে যিয়াদের চিঠি দিল এবং হযরত হুজরের কথা গুলো পৌছাল । আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) তা শুনে বললেনঃ আমাদের কাছে যিয়াদ হুজরের চেয়ে অধিক সত্যবাদী । (ঐ,পৃঃ২৭৩)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃ বুঝা গেল যে, যে অবস্থার উপর ভিত্তি করে কাউকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা যায়, এর কোনটি হযরত হুজুর (রাঃ) মধ্যে ছিল না। না ছিল তাঁর দল আর না ছিল বল। আর না হয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধানের অবাধ্য কখন। সুতরাং কোন অবস্থাতেই তাঁকে রাষ্ট্র দ্রোহী বলা যায় না। অনেকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে রাষ্ট্রদ্রোহী বলেছেন, কিন্তু তথাকথিত সাহাবা প্রেমিক গণ ব্যতীত কেউ ই হযরত হুজর কে রাষ্ট্রদ্রোহী বলেননি । বরং সবাই তাঁকে শহীদ বলেছেন । যেমন ইমাম সারাখসী বলেছেনঃ ''হানাফী মাযহাবানুসারে কোন রাষ্ট্রদ্রোহী মারা গেলে তার গোসল ও দেয়া যাবে না এবং নামাযে জানাযা ও পড়া যাবে না। কিন্তু কেউ শহীদ হলে যদিও গোসল দেয়া লাগবে না কিন্তু নামাযে জানাযা অবশ্যই পড়তে হবে। এর পর উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কথা উল্লেখ করে হযরত আম্মার বিন ইয়াসীর এবং হযরত হুজর কে শহীদদের মধ্যে গণ্য করেন। **তিনি বলেনঃ**

ولما استشهد عمار بن ياسر بصفين قال لاتغسلواعنى دما ولاتنزعوا عنى ثوبا فانى التقى معاوية الجادة وهكذا نقل عن حجر بن عدى .

(مبسوط، باب صلواة الشهيد)

যখন আম্মার বিন ইয়াসির সিফ্ফিন যুদ্ধে শহীদ হতে লাগলেন, তখন তিনি বললেন, আমার রক্ত কেউ পরিষ্কার করবে না এবং আমার কাপড় কেউ খুলবেনা। আমি কিয়ামতের দিন এ অবস্থায়ই আমীরে মুআবিযার সাথে দেখা করব। আর এ ধরণের কথা হযরত হুজর (রাঃ) থেকে ও বর্ণিত । (মবসূত, বাবু সালাতুশ শহীদ) ইমাম সারাখসী ঐ একই কিতাবের ''খাওয়ারিজ'' অধ্যায়ে বলেনঃ

ويصنع بقتلى اهل العدل مايصنع بالشهيد فلايغسلون ويصلى عليهم هكذا فعل على رضى الله عنه بمن قتل من اصحابه وبه اوصى عمار بن ياسر وحجر بن عدى وزيد بن صوحان رضى الله عنهم حين استشهدوا ..... ولايصلى على اهل البغى - (مبسوط، جـ ١٠، باب الخوارج)

এবং আহলে আ'দল বা হক পন্থীদের মধ্যে থেকে যারা মারা যাবে তাদের সাথে শহীদের অনুরূপ ব্যবহার করা হবে। তাদের কে গোসল দিতে হবে না, কিন্তু নামাযে জানাযা পড়তে হবে। সিফ্ফিন যুদ্ধে হযরত আ'লী (রাঃ) এর যে সব সাথী প্রাণ দিয়ে ছিলেন, তিনি তাঁদের ব্যাপারে এরূপ করেন। এবং আম্মার বিন ইয়াসির, হুজর বিন আ'দী এবং যায়েদ বিন সুহান (রাঃ) শহীদ হওয়ার সময় এ ধরণের ওসিয়্যাত করেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের কেউ মারা গেলে তাদের নামাযে জানাযা পড়া যাবে না। (মবসূত, ১০ম খন্ড, খাওয়ারিজ অধ্যায়)

উল্লেখ্য যে, হযরত হুজর (রাঃ) এর নামাযে জানাযা পড়া হয়েছে। এর মধ্যে কার ও কোন দ্বিমত নেই। হজরত হুজর (রাঃ) যে রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলে না, এবং শহীদ ছিলেন এর আর ও একটি প্রমান হল, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের কে হত্যার নির্দেশ দিয়ে দিলেন , তখন হত্যার পূর্বে জল্লাদরা তাদের কে বললঃ

انا قد امرنا ان نعرض عليكم البراءة من على واللعن له، فان فعلتم تركناكم وان أبيتم قتلناكم، وان امير المؤمنين يزعم ان دماءكم قد حلت له بشهادة اهل مصركم عليكم، غير انه عفا عن ذالك، فابرؤا من هذا الرجل نخل سبيلكم قالوا اللهم إنا لسنا فاعلى - (طبرى جـ ٥ صـ ٢٧٥، الاستيعاب جـ ١ صـ ١٣٥، ابن الاثير جـ ٣ صـ ٢٣٤، البداية جـ ٨ صـ ٥٠ -٥٥ ابن خلدون جـ ٣ صـ ٣)

আমাদের কে তোমাদের সামানে একথা পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর এবং তাঁর উপর লা'নত বর্ষন কর তাহলে তোমাদের কে ছেড়ে দেয়া হবে। নতুবা হত্যা করা হবে। আমিরুল মুমিনীন মনে করেন, তোমাদের শহরবাসী তোমাদের বিরোদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে তোমাদের রক্ত হালাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ তিনি ক্ষমা করলেও করতে পারেন। সুতরাং তোমরা ঐ ব্যক্তির (হযরত আলী) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, আমরা তোমাদের কে ছেড়ে দেব। তাঁরা এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহর কসম আমরা তা কখন ও করতে পারি না। (তাবারী, ৫ খন্ড,পৃঃ ২৭৫, আল্ ইসতি আর ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৫, ইবনুল আসীর, ৩য়, খন্ড, পৃঃ ২৩৪, আল বেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃঃ৫০-৫৫ ইবনে খালদুন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩) এ বর্ণনা গুলো থেকে পরিষ্কা ার বুঝা গেল হযরত হুজর (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের কে রাষ্ট্রদ্রোহীতার কারণে হত্যা করা হয়নি, বরং হযরত আলী (রাঃ) এর সাথী হওয়ার কারণে এবং তাঁর প্রশংসা করার কারণে ।

oকু'রআন হাদীস এবং উলামায়ে মুহাক্কি'কীনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহীর শাস্তিঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ তথাকথিত সাহাবা প্রেমিক(?) দের দাবী অনুযায়ী হজরত হুজর এবং তাঁর সাথীদের কে কিছু সময়ের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহী মেনে নিলেও তাঁদের কে হত্যা করা কোন ক্রমেই জাইয প্রমাণিত হয় না। কারণ কুরআন শরীফে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিদ্রোহীদের ব্যাপারে বলেছেনঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ - فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ - (الحجرات آية. ٩)

"যদি মুমিনদের মধ্য থেকে দুই দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তা হলে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও। এর পর যদি একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে তা হলে বাড়াবাড়িকারীদের বিরোদ্ধে লড়াই কর। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে । অতঃপর তারা যদি ফিরে আসে, তা হলে তাদের উভয় দলের মধ্যে ইনসাফের সহিত সন্ধি করে দাও। নিশ্চয় ই আল্লাহ ইনসাফ কারীদের ভালবাসেন।" (সূরা হুজুরাত, আয়াতঃ ৯)

এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে, যদি বিদ্রোহীরা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে

আসে, তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তা হলে হত্যা করা তো দূরের কথা অন্য কোন শাস্তি ও দেয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সন্ধির মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি করতে হবে। কারণ বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য, তদের কে হত্যা করা নয়। বরং তাদের প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরিয়ে আনা। হাঁ প্রতিরোধ করতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায়, তা হলে তা জাইয আছে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা "মায়েদায়" আর ও বলেছেনঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - (المائدة آية. ٣٣)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদের কে হত্যাকরা হবে অথবা শুলিতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত পা সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে, অথবা দেশ থেকে বহিষ্ক ার করা হবে, এটা তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্চনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৩৩)

মুফাসসিরীনে কিরাম এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন, এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধকারী বলতে বিদ্রোহী এবং চোর ডাকাত কে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত এবং সূরা হুজুরাতের ৯নং আয়াত কে সামনে রেখে জমহুর মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, আইম্ম ায়ে মুজতা হিদীন ও উলামায়ে মুহাক্কি'কীন বলেছেন, অপরাধিরা যে ধরণের অপরাধ করবে, ঠিক সে ধরণের শাস্তি দিতে হবে। কাউকে হত্যা করে থাকলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এর চেয়ে লঘু অপরাধ যেমন চুরি-ডাকাতি, লুন্ঠন ইত্যাদি করলে তাদের হাত-পা-কাটতে হবে,কিন্তু হত্যা করা চলবেনা। ঠিক এমনি ভাবে তাদের গ্রেফতার কৃতদের কে ও হত্যা করা যাবে না। দীর্ঘতা এড়ানোর জন্য আমি উলামায়ে কিরামের অবিকল উক্তি বর্ণনা করলাম না। যারা উল্লিখিত মত প্রকাশ করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম ও তাঁদের কিতাবের নাম নীচে লিপিবদ্ধ করলাম।

১।ইমাম শাফি'য়ী	কিতাবুল উম, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ১৩৮
২।ইমাম নববী	শারহে মুসলিম (নববী),কিতাবুয্ যাকাত, মুআল্লাফাতুল কুলুব, অধ্যায়।

৩।ইমাম ইবনে জারীর তাবারী	তাফসীরে তাবারী, সূরামায়েদা, আয়াত নং-৩৩
৪।আল্লামা নিযামুদ্দিন নিসাপুরী	তাফসীরে গারাইবুল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৩৩
৫।ইমাম আবুবকর আল জাস্‌সাস	আহকামুল কুরআন, সূরা মায়েদা,আয়াত নং ৩৩
৬।ইবনুল আরাবী মালিকী	আহকামুল কু'রআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত-৯
৭।হাফিয ইবনে হাজার আসকা'লানী	ফতহুল বারী, কিতাবুদ দিয়াত।
৮।আল্লামা বদরুদ্দিন আ'ইনী	আ'ইনী, শারহে বুখারী কিতাবুদ দিয়াত
৯।ইমাম সারাখসী	মবসূত,১০ম খন্ড, পৃঃ১৬৬
১০।ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদি	আল-আহকামুস্ সুলতানিয়্যাহ মুতারজাম,পৃঃ৫৬

১১।কাযী আবুইয়া'লা মোহাম্ম দ বিন আল হুসাইন আল ফাররা আল আহকামুস্ সুলতানিয়্যাহ, পৃঃ৩৯

এখানে মাত্র কয়েক জনের নাম দিলাম । আর ও অনেক আছেন যারা বিদ্রোহীদের শাস্তির ব্যাপারে উপরোক্ত মত প্রকাশ করেছেন । এমন কি ইমাম মুসলিম তাঁর শারহে মুসলিমে যাকাত অধ্যায়ে বলেছেন, বিদ্রোহীদের গ্রেফতার কৃতদের হত্যা করা যাবে না, এব্যাপারে উম্ম তের ইজমা বা ঐক্যমত হয়ে গেছে।

০কাউকে হত্যার ব্যাপারে হাদীসে রাসুল (সাঃ)

عن عبد الله بن مسعود(رض)قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزانى والمفارق لدينه التارك للجماعة -

(بخارى، كتاب الديات)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি তাঁর রাসুল, তার রক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত প্রবাহিত করা কোন ক্রমেই হালাল নয়। তিনটি

কারণ হলঃ সে কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করলে, বিবাহিত হয়ে ও ব্যভিচার করলে, ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে। (বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত)

রাসুল (সাঃ) আর ও বলেছেনঃ لا يرمى جريحهم ولا يقتل اسيرهم (حاكم)

আমার উম্মতের বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে যারা জখমী হবে তাদের উপর আক্রমন করা যাবে না এবং যারা ও গ্রেফতার হবে, তাদের কে হত্যা কারা যাবে না। (হাকিম)

সাহাবা প্রেমিকদের কথানুযায়ী যদি বিদ্রোহীদের কে হত্যা করা যে কোন অবস্থায় জাইয হয়ে যায়, তাহলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে তো অনেকেই রাষ্ট্র দ্রোহী বলেছেন, তাই বলে কি তার রক্ত হালাল হয়ে গিয়েছিল?

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ ! কুরআন হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের বর্ণনা দ্বারা একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, হযরত হুজর (রাঃ) কখন ও রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলে না এবং তাকে হত্যা করা কোনক্রমেই জাইয ছিল না।

০হযরত হুজর (রাঃ) এর অপরাধ (?)

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী নির্ভর যোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেনঃ

عن محمد بن سيرين قال خطب زياد يوما فى الجمعة فاطال الخطبة واخر الصلواة فقال له حجر بن عدى : الصلواة ! فمضى فى خطبته، ثم قال : الصلواة ! فمضى فى خطبته، فلما خشى حجر فوت الصلواة ضرب بيده الى كف من الحصا وثار الى الصلواة وثار الناس معه، فلما رأى ذالك زياد نزل فصلى بالناس، فلما فرغ من صلواته كتب الى معاوية فى امره وكثرعليه - فكتب اليه معاوية ان شده فى الحديد ثم احمله الى - فلما ان جاء كتاب معاوية اراد قوم ان يمنعوه، فقال : لا، ولكن سمع وطاعة، فشد فى الحديد،ثم حمل الى معاوية - فلما دخل عليه قال السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال له معاوية : امير المؤمنين ! اما والله لااقيلك ولا استقيلك اخرجوه فاضربوا عنقه - فاخرج من عنده فقال حجر للذين يلون امره : دعونى حتى اصلي ركعتين، فقالوا: صلِ، فصلى ركعتين خفف فيهما، ثم قال : لولا

ان تظنوابى غير الذى انا عليه لاحببت ان تكونا اطول مما كانتا ، ولئن لم يكن فيما مضى من الصلواة خير فما هاتين خير ، ثم قال لمن حضره من اهله : لاتطلقوا عنى حديدا ، ولاتغسلوا عنى دما ، فانى الاقى معاوية غدا على الجادة - ثم قدم فصربت عنقه-(تاريخ الطبرى جـ ٥ صـ ٢٥٦-٢٥٧ ، ابن الاثير جـ ٣ ص ٢٣٤-٤٢ ، بداية والنهاية جـ ٨ ص ٥٠-٥٥)

মোহাম্মদ বিন সিরীন বর্ণনা করেন। একদিন যিয়াদ জুমআর খুৎবা অতিরিক্ত লম্বা করল এবং নামাযের সময় পিছিয়ে দিল। তাই হযরত হুজর বিন আদী (রাঃ) দাড়িয়ে বললেন নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। এর পর ও যিয়াদ খুৎবা দিতে থাকল । তিনি পুনরায় বললেন । নামাযের সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু যিয়াদ খুৎবা দিতেই থাকল। এর পর তিনি যখন নামাযের সময় শেষ হয়ে যাবার আশংকা করলেন, তখন এক মুষ্টি কংকর নিয়ে যিয়াদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, এবং নামাযের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। জনগণ ও তাঁর সাথে উত্তেজিত হয়ে উঠল । যিয়াদ যখন এ অবস্থা দেখল, তখন খুৎবা শেষ করে লোকদের কে নিয়ে নামায আদায় করল। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কাছে এ ব্যাপারে চিঠি লিখল । উত্তরে হযরত মুআবিয়া জানালেন, হুজরকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর চিঠি আসল, তখন হুজর (রাঃ) এর কওম তাঁকে বাধা দিতে চাইল । কিন্তু তিনি বললেনঃ না, তা হতে পারে না, আমীরের কথা শুনা ও মানা জরুরী। অতঃপর তাঁকে গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হযরত হুজর (রাঃ) যখন আমীরে মুআবিয়ার সামনে গেলেন, তখন বললেন, আস্সালামু আলাইকুম ইয়াআমীরাল মুমিনীন ওয়া রাহমতুল্লাহ ওয়া বরাকাতুহু । তখন মুআবিয়া (রাঃ) বললেনঃ আমিরুল মুমিনীন বলতে ছ? আল্লাহর কসম না আমি তোমাকে ক্ষমা করব এবং না তোমার কোন ওযর গ্রহণ করব। ওকে নিয়ে যাও এবং হত্যা কর। যখন তাকে নিয়ে আসা হল, তখন তিনি জল্লাদদের কে বললেনঃ আমাকে একটু ছাড়, আমি দুরাকাত নামায পড়ে নেই। তারা বলল, ঠিক আছে পড়ে নাও। তাই তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে দুরাকাত নামায পড়লেন। অতঃপর বললেন, তোমরা যদি মনে না করতে যে, মৃত্যুর ভয়ে নামায আমি দীর্ঘায়িত করতেছি, তাহলে এ দুরাকাআ'ত নামায আমি আরও দীর্ঘায়িত করতাম । আর আমার অতীতের নামাযে যদি কোন কল্যাণ না হয়ে থাকে, তা হলে এ দুরাকাআতে ও কোন কল্যাণ হবে না। এর পর তিনি তাঁর উপস্থিত পরিবার বর্গকে বললেন, আমার হাত কাড়া খুলবেনা এবং আমার রক্ত পরিষ্ক ার করবে না । আমি এভাবেই কিয়ামতের দিন মুআবিয়ার

সাক্ষাত করব।অতঃপয় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হত্যা করা হয়। (তারিখে তাবারী, ৫ খন্ড, পৃঃ২৫৬, ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ২৩৪-৪২, বেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃঃ৫০-৫৫)

উল্লেখ্য যে, হযরত হুজর কে যে জায়গায় হত্যা করা হয় সে জায়গার নাম হল উযরা। আর উযরা ঐ জায়গা, যা হযরত হুজরের হাতেই বিজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়। এবং তিনিই সর্ব প্রথম ওখানে ''আল্লাহু আকবার'' ধ্বনি দিয়ে আল্লাহর নাম বুলন্দ করেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস এখানেই তাঁকে নির্দয় ভাবে হত্যা করা হল ।

○সাক্ষ্য গ্রহণের নামে প্রহসনঃ

আল্লামা তাবারী বর্ণনা করতেছেনঃ

যিয়াদ প্রথমে হযত আবু বুরদা বিন আবুমূসা (রাঃ) এর সাক্ষ্য যে ভাবেই হউক গ্রহণ করে লিখে নেয়, এবং পরে অনুরূপ সাক্ষ্য দেবার জন্য অন্যান্যদের কে বলে। যিয়াদ হযরত আবুবুরদার সাক্ষ্য যেভাবে লিপিবদ্ধ করে তা নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما شهد عليه ابوبردة بن ابى موسىٰ لله رب العالمين ، شهد ان حجر بن عدى خلع الطاعة، وفارق الجماعة، ولعن الخليفة، ودعا الى الحرب والفتنة، وجمع اليه الجموع يدعوهم الى نكث البيعة وخلع امير المؤمنين معاوية، وكفر بالله عز وجل كفرة صلعاء -

فقال زياد : على مثل هذه الشهادة فاشهدوا ، اما والله لاجهدن على قطع خيط عنق الخائن الاحمق، فشهد رؤس الارباع على مثل شهادته وكانوا اربعة ثم ان زيادا دعا الناس فقال : اشهدوا على مثل شهادة رؤس الارباع - فقرأ عليهم الكتاب - (تاريخ الطبرى جـ ٥ ص ٢٦٩)

''আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি । এটা আবুবুরদা বিন আবুমূসা (রাঃ) এর সাক্ষ্য তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, হুজর বিন আদী আমীরের আনুগত্যের রশি খুলে ফেলে দিয়েছেন। জামাআত থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, খলিফার উপর লা'নত করেছেন, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং ফিতনার দিকে আহবান করেছেন, দল গঠন করেছেন এবং তাদেরকে আমীরে মুআবিয়ার আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা বলেছেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ও না ফরমানী করেছেন।''

অতঃপর যিয়াদ সকলকে এটা পড়ে শুনিয়ে বলল এ সাক্ষ্যের মত সাক্ষ্য দাও। আল্লাহর কসম, আমি খিয়ানতকারী আহমকের গর্দানের রগ কেটে ফেলতে অবশ্যই চেষ্টা করব। অতঃপর চারজন নেতৃস্থানীয় লোক সাক্ষ্যদান করেন। এর পর যিয়াদ লোকদের ডেকে বললঃ এ চার নেতার অনুরূপ সাক্ষ্যদান কর । অতঃপর যিয়াদ ঐ চার নেতার লিখিত সাক্ষ্য তাদেরকে পড়ে শুনাল। (তারিখে তাবারী, ৫ ম খন্ড, পৃঃ২৬৯)

আল্লামা ইবনুল আসীর, ইবনে আব্দুল বর, ইবনে কাসীর এবং ইবনে খালদুন ও এ বর্ণনা করেছেন।

পাঠক বৃন্দ ! উপরোক্ত বর্ণনা পড়ে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন, সাক্ষ্য গ্রহণের নামে এটা ছিল একটা প্রহসন। যিয়াদ একজনের সাক্ষ্য ছলে বলে বা যে ভাবেই হউক গ্রহণ করে এটা সকলকে পড়ে শুনায়, এবং অনুরূপ সাক্ষ্য দেবার জন্য সকলকে বাধ্য করে । ৭০ জন লোক এ সাক্ষ্য দানে অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে কয়েকজন সাহাবী ও ছিলেন, কিন্তু তারা বাধ্য ছিলেন। অন্যদিকে শীমারের মত পাপিষ্ট ও সাক্ষিদের মধ্যে একজন ছিল। এ সাক্ষ্য গ্রহণ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল তা আল্লামা তাবারীর নীচের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

আল্লামা তাবারী বর্ণনা করতেছেন যে, সাক্ষিদের মধ্যে কাযী শুরাইহ' এবং শুরাইহ ইবনে হানী আল হারিসীর নাম ও ছিল। কিন্তু কাযী শুরাই'হ যখন জানলেন, সাক্ষিদের মধ্যে তাঁর নাম ও আছে তখন তিনি বললেনঃ

فاخبرته انه كان صواما قواما " (طبرى جـ ٥ ص ٢٧٠)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুজর ছিলেন একজন অধিক রোজা দার ও ইবাদত গোজার ব্যক্তি। (তাবারী,৫ খন্ড, পৃঃ২৭০) অর শুরাই'হ বিন হানী আল হারিসী বললেনঃ

"ماشهدت، ولقد بلغنى ان قد كتبت شهادتى، فاكذبته ولمته". (طبرى جـ٥ص ٢٧٠)

আমি সাক্ষ্য দেইনি। অথচ শুনতে পেয়েছি আমার সাক্ষ্য লিখে পাঠানো হয়েছে, আমি এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেছি এবং দোষারোপ করতেছি। (তাবারী, ৫ খন্ড,পৃঃ২৭০) এর পর তিনি ওয়াইল বিন হুজরের মাধ্যমে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন, চিঠিটি নিম্ন রূপঃ

ودفع وائل بن حجر كتاب شريح بن هانى الى معاوية، فقرأه فاذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية امير المؤمنين من شريح بن هانى اما بعد فانه بلغنى ان زيادا كتب اليك بشهادتى على حجر بن عدى، وان شهادتى على حجر انه ممن يقيم الصلواة، ويؤتى الزكواة، ويديم الحج والعمرة ، ويأمر

بالمعروف، وينهى عن المنكر، حرام الدم والمال، فان شئتَ فاقتله وان شئت فدعه - (طبرى جـ ٥ ص ٢٧٢)

ওয়াইল বিন হুজর শুরাই'হ বিন হানীর চিঠি টি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে দিল। তিনি চিঠি টি পড়লেন, যাতে এ কথা গুলো ছিল ''আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহর বান্দা আমিরুল মু'মিনীন মুআ'বিয়ার প্রতি, শুরাই'হ বিন হানীর তরফ হতে । অতঃপর আমি শুনতে পেলাম যিয়াদ হুজর বিন আ'দীর বিরোদ্ধে আমার সাক্ষ্য লিখে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। হুজরের ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য এই যে, তিনি সর্বদা নামায কায়েম করেন, যাকাত আদায় করেন, সর্বদা হজ্ব ও উমরা পালন করেন, ভাল কাজের নির্দেশ দেন এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখেন। তাঁর রক্ত প্রবাহিত করা এবং সম্পদ হস্তগত করা হারাম । আপনি তাঁকে চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন, এবং চাইলে হত্যা ও করতে পারেন।'' (তাবারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ২৭২) এ চিঠির বর্ণনা, আল্লামা ইবনুল আসীর, ইবনে কাসীর ও ইবনে আব্দুল বার ও বর্ণনা করেছেন। আল্লামা তাবারী আর ও বর্ণনা করেছেন যে, সাক্ষিদের মধ্যে সিররি বিন ওয়াক্কাস আল হারিসী নামে এক ব্যক্তি ছিল। কিন্তু সে সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উপস্থিতই ছিল না।

وكتب شهادته وهو غائب فى عمله - (طبرى جـ ٥ ص ٢٦٩)

তার সাক্ষ্য লিখা হয, অথচ সে অনুপস্থিত ছিল।

(তাবারী ৫ম খন্ড, পৃঃ২৬৯)

সম্মানিত পাঠক! এটা সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্যোগ ছিল, না প্রহসনের মহড়া ছিল, তা আপনারাই নির্ধারিত করুন।

০হযরত হুজর (রাঃ) এর হত্যার ব্যাপারে একটি হাদীসঃ

عن عائشة(رض)قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم واهل السماء - (البداية جـ ٢ ص ٢٢٥)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, উজরা নামক স্থানে কিছু লোক কে হত্যা করা হবে। যে হত্যার উপর আল্লাহতাআ'লা ও তাঁর ফিরিস্তারা অসন্তুষ্ট হবেন । (বেদায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃঃ২২৫)

ইমাম সুয়ুতী এবং মুহাদ্দিস ইবনে আসাকির ও এ হাদীস যথাক্রমে ''আল খাসা ইসুল কুবরা,'' ২য় খন্ড, পৃঃ৫০০ এবং ''আত্তারিখুল কবীর'' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

০হযরত হুজর (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের কে হত্যার ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবী, তাবিয়ী ও উলামায়ে কিরামের প্রতিক্রিয়া,ও উক্তিঃ

০ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রতিক্রিয়াঃ

হাফিয ইবনে হাজার বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন জানতে পারলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত হুজর এবং তাঁর সঙ্গীদের কে হত্যা করতে যাচ্ছেন, তখন তিনি হযরত আব্দুর রাহমান বিন হারিস কে এ খবর সহকারে পাঠালেনঃ

فبعث الى معاوية عبد الرحمن بن الحارث اللهَ اللهَ فى حجر واصحابه

(الاصابة ص ٣٥٥)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কাছে হযরত আব্দুর রাহমান বিন হারিস কে এ খবর দিয়ে পাঠালেন যে, হে মুআবিয়া (রাঃ) হুজর এবং তাঁর সাথীদের কে হত্যার ব্যাপারে আপনি আল্লাহ কে ভয় করুন। (আল-এ সাবা, পৃঃ ৩৫৫)

হাফিয ইবনে হাজার আর ও বর্ণনা করেছেনঃ

ثم قدم معاوية المدينة فدخل على عائشة (رضـ) فكان اول ما بدأته به قتل حجر فى كلام طويل جرى بينهما - (الاصابة ص ٣٥٥)

এর পর যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মদীনা পৌছে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ওখানে গেলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) সর্ব প্রথম হযরত হুজর (রাঃ) এর হত্যার ব্যাপারেহযরত মুআবিযার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন।

(আল-এ সাবা, পৃঃ৩৫০)

আল্লামা ইবনুল আসীর ও ''উসদুল গাবায়'' অবিকল ঐ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনাঃ

ان معاوية حين حج مر على عائشة رضوان الله عليهما - فاستأذن عليها فاذنت له، فلما قعد قالت له : يامعاوية، اما خشيت الله، فى قتل حجر واصحابه ؟ قال لست انا قتلهم، انما قتلهم من شهد عليهم -

(تاريخ الطبري جـ ٥ ص ٢٧٩ ، دارسويدان، بيروت، لبنان)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হজ্ব উপলক্ষে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ওখানে গেলেন এবং ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। হযরত আয়েশা অনুমতি দিলে তিনি ঘরে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। তখন আয়েশা বললেন, হে মুআবিয়া আপনি হুজর

এবং তাঁর সঙ্গীদের কে হত্যা করতে গিয়ে আল্লাহ কে ভয় করলেন না? তখন মুআবিয়া বললেনঃ আমি তাঁদের কে হত্যা করিনি, বরং যারা তাঁদের বিরোদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তারাই হত্যা করেছে। (তারিখে তাবারী, ৫ খন্ড, পৃঃ২৭৯)

আল্লামা তাবারী আর ও বর্ণনা করেছেনঃ

لولا انا لم تغير شيئا الا آلت بنا الامور الى اشد مما فيه لغيرنا قتل حجر، اما والله ان كان ما علمت لمسلما حجاجا معتمرا - (طبرى جـ ٥ ص ٢٧٩)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের চেষ্টার ফলাফল বর্তমান অবস্থার চেয়ে যদি খারাপ না হত, তা হলে হুজরকে হত্যা করতে দিতাম না। আল্লাহর কসম আমি হুজরকে এক জন খাঁটি মুসলমান, এবং নিয়মিত হজ্ব ও উমরা পালনকারী হিসেবেই জানি। (তাবারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ২৭৯)

হাফিয ইবনে কাসীরের বর্ণনাঃ

لولا يغلبنا سفهاءنا لكان لى ومعاوية فى قتل حجر شان. (البداية جـ٨ ص ٥٥

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ যদি আমাদের উপর আমাদের মুর্খরা জয়ী না হতো, তা হলে হযরত হুজর (রাঃ) এর হত্যার ব্যাপারে আমি এবং মুআবিয়ার মধ্যকার অবস্থা অন্য ধরণের হত। (বেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৫৫)

০হযরত আব্দুর রাহমান বিন হারিসের প্রতিক্রিয়াঃ

হাফিয ইবনে হাজার বর্ণন করেন, হযরত আব্দুর রাহমান যখন হযরত আয়েশার (রাঃ) এর খবর নিয়ে আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন হযরত হুজর এবং সাথীদের কে তাঁর পৌছার আগেই হত্যা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেনঃ

فقال لمعاوية اين عزب عنك حلم ابى سفيان فى حجر واصحابه الا حبستم فى السجون وعرضتم للطاعون - قال حين غاب عنى مثلك من قومى قال والله لاتعدلك العرب حلما بعد هذا ابدا ولارأيا - قتلت قوما بعث بهم اليك اسارى من المسلمين ؟ (الاصابة ص ٣٥٥)

হযরত হুজর এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের নম্রতা আপনা থেকে কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিল? আপনি কেন তাঁদের কে কয়েদ খানায় রাখলেন না অথবা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হতে দিলেন না? উত্তরে আমীরে মুআবিয়া বললেন, আপনার মত ব্যক্তি আমার কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে তা হয়েছে। আব্দুর রাহমান পুনরায়

বললেন, আল্লাহর কসম আরব বাসীরা এর পর থেকে আপনাকে সহনশীল এবং বুদ্ধিমান ও অভিমত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করবে না।

(আল-এসাবা, পৃঃ৩৫৫)

আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেনঃ

ان عائشة رضى الله عنها بعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الى معاوية فى حجر واصحابه، فقدم عليه وقد قتلهم؛ فقال له عبد الرحمن اين غاب عنك حلم ابى سفيان ؟ قال غاب عنى حين غاب عنى مثلك من حلماء قومى، وحملنى ابن سمية فاحتملت.- (تاريخ الطرى جـ ٥ ص ٢٧٩)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আব্দুর রাহমান বিন হারিস বিন হিশাম কে হযরত হুজর এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে সুপারিশের জন্য আমীরে মুআবিয়ার কাছে পাঠালেন। কিন্তু হযরত আব্দুর রাহমান পৌছে দেখলেন তাঁদের কে হত্যা করে ফেলা হয়েছে। তখন তিনি বল্লনে, আবুসুফিয়ানের নম্রতা আপনা থেকে কোথায় গায়েব হয়ে গেল? উত্তরে হযরত মুআবিয়া বললেন, আপনার মত ব্যক্তি আমা থেকে গায়েব থাকার কারণে তা গায়েব হয়েছে। এ ইবনে সুমাইয়্যা (যিয়াদ) আমাকে উত্তেজিত করেছে, তাই আমি উত্তেজিত হয়েছি। (তাবারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ২৭৯)

০ খুরাসানের গভর্ণর রবি' বিন যিয়াদের প্রতিক্রিয়াঃ

আল্লামা ইবনে খালদুন বর্ণনা করেনঃ

فلما بلغ الربيع بن زياد بخراسان قتل حجر سخط ذالك وقال لاتزال العرب تقتل بعده صبرا ولو انكروا قتله منعوا انفسهم من ذالك لكنهم اقروا فذلواثم دعا بعد صلواته جمعة لايام من خبره وقال للناس انى قد مللت الحيواة وانى داع فامنوا ثم رفع يديه وقال اللهم ان كان لى عندك خير فاقبضنى اليك عاجلا وامن الناس ثم خرج فما تواترت ثيابه حتى سقط فحمل الى بيته ومات من يومه - (تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ١٤)

খুরাসানের গভর্ণর রবি বিন যিয়াদের কাছে যখন হযরত হজর (রাঃ) এর হত্যার সংবাদ পৌছল, তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললে, এখন থেকে আরব বাসীর নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিদের বেঁধে বেঁধে হত্যা করা হতেই থাকবে। যদি তারা

এ হত্যার (হুজরের হত্যা) ব্যাপারে বাধাদান করত তাহলে তারা নিজেকে বাচিয়ে নিত।

কিন্তু তারা এটাকে স্বীকার করেছে তাই তারা অপমানিত হয়েছে। এর কয়েকদিন পরে তিনি এক জুমআ' বারে দো'আ করলেন এবং লোকজন কে বললেনঃ আমি জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছি, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে দো'আ করছি, আপনারা সবাই ''আমীন'' বলুন। এর পর তিনি হাত উঠিয়ে দো'আ করলেনঃ হে আল্লাহ ! যদি আমার জন্য তোমার কাছে কোন মঙ্গল থাকে, তা হলে আমাকে দুনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নাও । লোকজন আমীন বলল । অতঃপর তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন এবং নিজের কাপড় সামলাতে না সামলাতে ঘুরে পড়ে গেলেন। তাঁকে উঠিয়ে ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঐদিনই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। (তারিখে ইবনে খালদুন, ৩য় খন্ড,পৃঃ১৪)

০ হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) এর উক্তিঃ

আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেনঃ

عن الحسن قال : اربع خصال كن فى معاوية لو لم يكن فيه منهن الا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزها امرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة، واستخلافه ابنه بعده سكيرا خميرا ، يلبس الحرير ويضرب بالطنابير وادعاؤه زيادا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وقتله حجرا ، ويلاله من حجر! مرتين .

হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) বলেছেনঃ হযরত মুআবিয় (রাঃ) এর চারটি কাজ এমন যে, তন্মধ্যে একটি কাজ ও কেউ করলে তা হবে তার জন্য ক্ষতিকর। একঃ মুসলিম উম্ম তের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ এবং পরামর্শ ব্যতীত শাসন ক্ষমতা অধিকার করা। অথচ উম্ম তের মধ্যে অবশিষ্ট সাহাবীরা বর্তমান ছিলেন। দুইঃ আপন পুত্রকে স্থলা ভিষিক্ত করা। অথচ সে ছিল মদ্যপ ও নেশা খোর, সে রেশমী কাপড় পরিধান করতো এবং তা ঘুরা বাজাত। তিনঃ যিয়াদ কে আপন পরিবার ভুক্ত করা। অথচ আল্লাহর রাসুলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, শিশু তার, যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। চারঃ হুজর এবং তাঁর সাথীদের কে হত্যা করা। এর পর হাসান বসরী দুবার বল্লেনঃ হুজরের ব্যাপারে মুআবিয়ার জন্য আফসুস। (তাবারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ২৭৯)

হযরত হাসান বসরীর এ উক্তি আল্লামা ইবনুল আসীর, ইবনে কাসীর এবং ইবনে আব্দুল বর যথাক্রমে, ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৪২, বেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃঃ১৩০ এবং আল-ইস্‌তিআ'ব, পৃঃ ৩৫৭, তে বর্ণনা করেছেন।

০হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এর প্রতিক্রিয়াঃ

হাফিয ইবনে হাজার বর্ণনা করেনঃ

كان ابن عمر يتخبر عنه فاخبره بقتله وهو بالسوق فاطلق حبوته وولى وهو يبكى - (الاصابه)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত হুজরের খবর রাখতেন। যখন তিনি হুজরের হত্যার সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি বাজারে ছিলেন। তিনি তাঁর চাঁদর খুলে ফেললেন এবং কেঁদে কেঁদে বাজার থেকে ফিরে এলেন। (আল-এসাবা)

হাফিয ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেনঃ

كان ابن عمر فى السوق فنعى اليه حجر فاطلق حبوته وقام وقد غلبه النحيب (الاستيعاب)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বাজারে ছিলেন, এমতাবস্থায়, তিনি হযরত হুজরের মৃত্যু সংবাদ পেলেন। তাই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এবং নিজের অজান্তে চীৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন। (আল ইসতিআব)

০ উস্তাদ আব্দুল ওহাহাব নায্‌যারে উক্তিঃ

ان هؤلاء الناس الذين قتلتهم الاهواء السياسية كانوا اقوى على الحق واقوم قيلا من معاوية الذى يريق دمائهم على صراحتهم وعدم ادهانهم فى دينهم - (حاشية تاريخ الكامل لابن اثير ص ٢٤١)

হযরত হুজর এবং তাঁর সাথী যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিহত হয়ে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের কথা ও কাজে আমীরে মুআবিয়ার তুলনায় অধিক হকের উপর ছিলেন। তাঁরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে অস্পষ্টতার পরিবর্তে স্পষ্টতার পরিচয় দিতেন। যার কারণে তাদের কে প্রাণ দিতে হল। (হাশিয়া, তা রীখুল কামিল, পৃঃ২৪১)

০ মাওলানা শাহ মঈনুদ্দিন নদভীর উক্তিঃ

حضرت حجر (رضـ) بن عدی، اغلب یہ ہے کہ سنہ ۹ ھ مین اسلام سے مشرف ہوئے ، کیونکہ اسی سنہ میں کندہ کا وفد مدینہ آیا تھا - اس میں حجر بھی

تھے .... امیر معاویہ نے جب زیاد کو عراق کا والی بنایا تواسکی تند خوئی اور بد اخلاقی کے وجہ سے اس میں اور حجر میں مخالفت شروع ہوگی؛ ایک دن زیاد جامع کوفہ میں تقریر کر رہا تھا - نماز کا وقت آخر ہو رہا تھا- حجر اور انکے ساتھیوں نے زیاد کو متنبہ کرنے کیلئے اس پر کنکریاں پھینکیں - زیاد نے بڑی حاشیہ آرائی کے ساتھ بڑھا چڑھا کر ان کی شکایت لکھ بھیجی کہ یہ لوگ عنقریب ایسا رخنہ ڈالیں گے کہ اس میں پیوند نہ لگ سکے گا .... امیر معاویہ نے چھ آدمیوں کو رہا کر دیا اور چھ کو جن میں ایک حجر (رضـ) تھے قتل کا حکم دیا .... وصیت وغیرہ کے بعد جلا دنے وار کیا اور ایک کشتئہ ستم خاک وخون میں تڑپنے لگا - حجر (رضـ) کا قتل معمولی واقعہ نہ تھا - اپنے خاندانی اعزاز اور حضرت علی (رضـ) کی حمایت کی وجہ سے وہ کوفے میں بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے معززیں کوفہ حضرت حسن (رضـ) کے پاس فریاد لے کر پہنچے - آپ بے حد متأثر ہوئے لیکن امیر معاویہ کی بیعت کر چکے تھے اس لئے مجبور تھے - اہل بیت نبوی میں بھی حجر (رضـ) کی بڑی وقعت تھی - چنانچہ حضرت عائشہ (رضـ) نے جس وقت انکی گرفتاری کی خبر سنی، اسی وقت انہوں نے عبد الرحمن بن حارث کو امیر معاویہ کے پاس دوڑایا کہ وہ حجر اور ان کے رفقاء کے معاملہ میں خدا کا خوف کریں - لیکن یہ اس وقت پہنچے جب حجر (رضـ) قتل ہوچکے تھے - پھر بھی انہوں نے امیر معاویہ (رضـ) کو بڑی ملامت کی - حضرت عبد اللہ بن عمر کو خبر ملی تو زار زار رونے لگے - خود امیر معاویہ کے آدمیوں نے اس قتل کو پسندیگی کے نظر سے نہیں دیکھا- چنانچہ ربیع بن زیاد حارثی گورنر خراسان نے سنا تو اس درجہ متأثر

ہوئے کہ دعا کی کہ " خدایا اگر تیرے یہاں ربیع کے لئے بھلائی ہوتو اسے جلد بلالے - معلوم نہیں یہ دعا کس دل سے نکلی تھی کہ سیدھی باب اجابت پر پہنچی - حضرت عائشہ(رض) کو بڑا صدمہ تھا. چنانچہ جب اسی سال امیر معاویہ حج کو گئے اور زیارت کے لئے مدینہ حاضر ہوئے -اور حضرت عائشہ(رض) کی خدمت میں گئے تو انہوں نے فرمایا تم کو حجر(رض) اور انکے ساتھیوں کے قتل کے بارے میں خداکا خوف نہیں معلوم ہوا ..... حجر اپنی خاندانی اعزاز اور مرتبہ کے علاوہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی ممتاز اور بلند پایہ شخصیت رکھتے تھے - علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ حجر فضائلس صحابہ میں تھے اور اپنی صفر سنی کے باوجود بڑوں میں شمار ہوتے تھے - مشہور تابعی محمد بن سیرین سے جب قتل سے پہلے کی نفل پڑھنے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو کہتے ، یہ دو رکعتیں خبیب(رض) اور حجر(رض) نے پڑھی اور یہ دونوں فاضل تھے. (سیرۃ الصحابہ ج۷ص٤٤-٤٨)

হযরত হুজর বিন আ'দী সম্ভবতঃ ৯ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা এ বৎসরই কান্দ ার প্রতিনিধিদল মাদীনায় এসে ছিল । এ দলে হুজর ও ছিলেন। আমীরে মুআবিয়া যখন যিয়াদ কে ইরাকের গভর্ণর বানালেন, তখন যিয়াদের বদমেজাজী এবং অসৎ চরিত্রের কারণে হযরত হুজর এবং যিয়াদের মধ্যে বিরোধিতা আরম্ভ হল । একদিন যিয়াদ কুফার জামে মসজিদে খুৎবা দিচ্ছিল । নামাযের সময় যায় যায় অবস্থায় ছিল। হযরত হুজর এবং তাঁর সাথীরা কংকর ছুড়ে মারলেন । যিয়াদ এটাকে অতিরন্জিত ও রংগীন করে অভিযোগ পাঠাল যে, এরা অতি তাড়া তাড়ি এমন ছিদ্র করে ফেলবে যে, শেষে তালি দিলে ও কাজে আসবে না । ..... আমীরে মুআবিয়া ৬ জন কে মুক্তি দিলেন এবং হযরত হুজর সহ অবশিষ্ট ছয় জনকে হত্যা করলেন। .....ওসিয়্যাত ইত্যাদির পর জল্লাদ আক্রমন করল এবং এক অত্যাচারিত মজলুম ব্যক্তির দেহ মাটি ও রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে লাগল । হযরত হুজর (রাঃ) এর হত্যা কোন সাধারন ঘটনা ছিল না। নিজ রংশীয় মর্যাদা এবং হযরত আলী (রাঃ) এর সাহায্য করার কারণে কুফায় তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখা হত।কুফাবাসীরা

হযরত হাসান (রাঃ) এর কাছে ফরিয়াদ নিয়ে গেলে তিনি সীমাহীন দুঃখিত হলেন। কিন্তু যে হেতু আমীরে মুআবিয়ার বায়আত করেছিলেন, তাই তিনি দুর্বল ছিলেন । রাসূল (সাঃ) এর পরিবারে তাঁর অত্যন্ত সম্মান ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন তাঁকে গ্রেফতার করার সংবাদ পেলেন, তখন হযরত আব্দুররাহমান বিন হারিস কে সাথে সাথে আমীরে মুআবিয়ার কাছে পাঠালেন ।যেন তিনি হযরত হুজর এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে আল্লাহ কে ভয় করেন। কিন্তু তিনি ঐ সময় পৌছলেন, যখন হুজরকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে। তার পর ও তিনি আমীরে মুআবিয়াকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) যখন খবর পেলেন, তখন তুমুল ভাবে কাঁদতে লাগলেন। এমন কি আমীরে মুআবিয়ার নিজস্ব লোকেরা এ হত্যাকে ভাল দৃষ্টিতে দেখে নাই। খুরাসানের গভর্ণর রবি বিন যিয়াদ হারিসী এ খবর শুনে এমন আঘাত প্রাপ্ত হলেন যে, তিনি দো'আ করলেন, হে আল্লাহ ! যদি তোমার কাছে রবির জন্য কোন কল্যাণ থাকে তাহলে তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে নাও । তাঁর এ দো'আ কোন্ উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল যে, একেবারে সাথে সাথে কবুল হয়ে গেছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর অত্যন্ত দুঃখ ছিল । আমীরে মুআবিয়া এ বৎসরই হজ্ব উপলক্ষে মদীনায় পৌছলে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ওখানে গেলেন। হযরত আয়েশা বললেন, আপনি হুজর এবং তাঁর সাথীদের কে হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ কে এত টুকুন ভয় করলেন না? হযরত হুজর (রাঃ) এর বংশীয় মর্যাদা এবং সম্মান ছাড়াও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাশীল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বর লিখেন, হযরত হুজর মর্যাদাশীল সাহাবী ছিলেন। অল্প বয়স্ক হওয়ার পর ও বড়দের মধ্যে গণ্য হতেন। বিখ্যাত তাবিয়ী মোহাম্মদ বিন সিরীন কে হত্যার পূর্বেকার দুরাকাআ'ত নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, এ দু রাকাআত হযরত খুবাইব (রাঃ) এবং হযরত হুজর (রাঃ) পড়েছেন।আর তাঁরা দুইজন অধিক জ্ঞানী ছিলেন । (সিয়রুস্ সাহবা, সপ্তম খন্ড, পৃঃ৪৪-৪৮)

o মাওলানা সায়্যিদ সুলাইমান নদভীর উক্তঃ

حجر بن عدی ایک صحابی حضرت علی(رض) کے بڑے طرفدار اور کوفہ میں علوی فرقہ کے سرگروہ تھے - کوفہ کے والی نے کچھ لوگوں کی شہادت پر ان تمام اشخاص کو گرفتار کرکے دمشق بھیج دیا - حجر(رض) یمن کے خاندان کندہ سے تھے - کوفہ عرب کے بڑے بڑے قبائل کا مرکز تھا - خود کندہ کا قبیلہ یہاں موجود تھا - لیکن کسی نے حجر(رض) کی حفاظت کے لئے انگلی

تکہنے پلائی - تاہم حجر(رض) کا صحابہ میں اسوقت نہایت اقتدار تھا - اس لئے اس واقعہ کو تمام ملک نے ناگواری کے ساتھ سنا - قبائل کے رئیسوں نے ان کے حق میں سفارشیں کیں، لیکن قبول نہ ہوئیں - مدینہ خبر پہنچی تو حضرت عائشہ(رض) نے اپنی طرف سے ایک قاصد ان کی سفارش کے لئے روانہ فرمایا - لیکن افسوس کہ قاصد پہنچنے سے پہلے، حجر(رض) کا کام تمام ہو چکا تھا- اس وقت جب امیر معاویہ ملنے آئے، تو حضرت عائشہ(رض) نے سب سے پہلے جو گفتگو ان سے کی وہ یہ تھی " معاویہ حجر کے معاملہ میں تمہارا تحمل کہاں تھا- حجر کے قتل سے تم خدا سے نہ ڈرے " امیر معاویہ نے جواب دیا " اس میں میرا قصور نہیں، قصور انکا ہے جنھوں نے گواہی دی " دوسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا ، یا ام المؤمنین ! کوئی صاحب الرائے میرے پاس موجود نہ تھا- مسروق تابعی روای ہیں کہ حضرت عائشہ(رض) فرماتی تھیں کہ " خدا کی قسم اگر معاویہ کو معلوم ہوتا کہ اہل کوفہ میں کچھ بھی جرأت اور خود داری باقی ہے تو کبھی وہ حجر(رض) کو ان کے سامنے پکڑوا کر شام قتل نہ کرتے لیکن اس جگر خوارہ ہند کے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اٹھ گئے، خدا کی قسم کوفہ شجاعت وخود داری والے عرب رئیسوں کا مسکن تھا -

(سیرت عائشہ(رض) ص ۱۵۰-۱۵۱)

হুজর (রাঃ) একজন সাহাবী এবং হযরত আলী (রাঃ) এর সমর্থক ও আ'লীর দলের নেতা ছিলেন। কুফার গভর্ণর কিছু লোকের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে এ সব কে গ্রেফতার করে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেন। হুজর (রাঃ) ইয়ামনের কান্দা গোত্রের লোক ছিলেন। কুফা আরবের বড় বড় গোত্রের কেন্দ্র ছিল । এমন কি স্বয়ং কান্দা গোত্র ওখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু কেউই হুজবের হেফাজতের জন্য একটি অংগুলি পর্যন্ত নাড়েনি । তার পর ও সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে তাঁর অত্যন্ত সম্মান ছিল। এ জন্য

এ ঘটনাকে সমস্ত দেশবাসী অত্যন্ত বিস্ময়াদের সাথে দেখে । বিভিন্ন গোত্রের নেতারা তার জন্য সুপারিশ করলেন, কিন্তু কবুল হয়নি । মদীনায় খবর পৌছলে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে এক কাসেদ তাঁর সুপারিশের জন্য পাঠালেন। কিন্তু আফসোস, কাসেদ পৌছার আগেই হযরত হুজরকে খতম করে ফেলা হয়েছিল । যখন আমীরে মুআবিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন, তখন হযরত আয়েশা সর্ব প্রথম যে আলাপ করলেন তা হল এই ''হে মুআবিয়াঃ হুজরের ব্যাপারে আপনার সহনশীলতা কোথায় ছিল? হুজরকে হত্যা করতে আপনি আল্লাহকে ভয় করলেন না? আমীরে মুআবিয়া উত্তরে বললেন, এতে আমার কোন অপরাধ নেই, অপরাধ তাদের যারা সাক্ষ্য দিয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমীরে মুআবিয়া বললেন, হে উম্মু ল মুমিনীন আমার কাছে কোন বুদ্ধি মান ও উপদেশ দানকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। মাসরু'ক তাবিয়ী বর্ণনা করেন হযরত আয়েশ (রাঃ) বলতেন আল্লাহর কসম যদি মুআবিয়া অবগত হতেন যে, কুফাবাসীদের মধ্যে এখন ও কিছু বাহাদুরী ও আত্ম মর্যাদা অবশিষ্ট আছে, তাহলে কখন ও তিনি হযরত হুজর (রাঃ) কে গ্রেফতার করে সিরিয়ায় এনে হত্যা করতে পারতেন না। কিন্তু এ কলিজা ভক্ষণকারী হিন্দার ছেলে ভালভাবে বুঝে নিয়েছিলেন যে, এখন তো মানুষ বিদায় নিয়ে গেছে। আল্লাহর কসম কুফা বাহাদুরী ও আত্ম মর্যাদা বিশিষ্ট আরবসীদের বাসস্থান ছিল ।

(সীরাতে আয়েশা, পৃঃ১৫০-১৫১)

০ হযরত হুজরকে হত্যার জন্য হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর আফসোস প্রকাশঃ

قال ابن سيرين : فبلغنا انه لما حضرته الوفاة جعل يغرغر بالصوت ويقول : يومي منك يا حجر يوم طويل - (تاريخ الطبرى ج ٥ ص ٢٥٧ ، دارسويدان بيروت)

হযরত ইবনে সিরীন (রাহঃ) বর্ণনা করেন, আমরা জানতে পেরেছি যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং গলা থেকে গরগর শব্দ বের হচ্ছিল, তখন তিনি বলতে ছিলেন হে হুজর তোমার জন্য আমার কিয়ামতের দিন অত্যন্ত লম্ব া হবে। (তারিখে তাবারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ২৫৭)

বিজ্ঞ পাঠক বৃন্দ ! কু'রআন হাদীস, বিভিন্ন সাহাবী তাবিয়ী ও উলামায়ে মুহাক্কিকীনের অভিমতের ভিত্তিতে এখন আপনারাই বলুন হযরত হুজর (রাঃ) কে হত্যা করা জাইয ছিল কি না? আর মাওলানা মওদুদী (রাহ) যদি নাজাইয বলে থাকেন, তা হলে তাঁর অপরাধ টা কোথায়? এর সাথে সমালোচনাকারীদের দাবী গুলো কতটুকু যথার্থ তা আপনারাই নিরূপন করুন।

دیت کا معاملہ

✎ রক্ত মূল্যের ব্যাপারঃ

০মাওলানা মাওদুদী (রাহ) এর বক্তব্যঃ

دیت کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا. سنت یہ تھی کہ معاھد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہ نے اسکو نصف کردیا اور باقی نصف خود لینی شروع کردی- (خلافت و ملوکیت ص ۱۷۳)

রক্ত মূল্যের ব্যাপারে ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সুন্নাত কে বদলিয়ে ফেলেন। সুন্নাত ছিল এই যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের রক্ত মুল্য মুসলমানের সমান হবে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এটাকে অর্ধেক করে অবশিষ্ট অর্ধেক নিজে গ্রহণ করা আরম্ভ করেন। (খিলাফত ও মুলুকিয়ত, পৃঃ১৭৩)

মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যাঃ

(১) দিয়ত বা রক্ত মূল্যের ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সুন্নাত কে পরিবর্তন করেছেন।

(২) রক্ত মুল্যের অর্ধেক তিনি নিজে গ্রহণ করা আরম্ভ করেন।

উল্লেখ্য যে, কাউকে ভুল বশতঃ হত্যা করলে এর খেসারত স্বরূপ যে সম্পদ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস কে দিতে হয় তাকে দিয়ত বা রক্ত মুল্য বলা হয়।

০মাওলানার সমালোচনার কারীদের বক্তব্যঃ

(১) রক্ত মুল্যের ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সুন্নাত কে পরিবর্তন করেননি। বরং তিনি ইজতেহাদ করে পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

(২) রক্ত মুল্যের অর্ধেক তিনি নিজে গ্রহণ করেননি বরং বায়তুল মালের জন্য গ্রহণ করেছেন। কারণ বায়হা কীর বর্ণনায় ''বায়তুল মাল'' শব্দ এসেছে।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! আসুন, আমরা উভয় পক্ষের কথা গুলো কুরআন হাদীস এবং উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও মতামতের সাথে মিলিয়ে একটু যাচাই করে দেখি, কার দাবী কতটুকু যথার্থ।

০ কু'রআনের আলোকে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের দিয়ত বা রক্ত মুল্যঃ

আল্লাহ তাআ'লা সূরা নিসার ৯২ নং আয়াতে বলেছেনঃ

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا - (نساء اية - ۹۲)

''যদি কেউ ভুল বশতঃ এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে, যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম ক'ওমের সদস্য, যে ক'ওমের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, তাহলে সে যেন দিয়ত বা রক্ত মুল্য মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের হাতে অর্পন করে এবং এর সাথে এক মুমিন গোলাম ও যেন আযাদ করে। আর যদি গোলাম আযাদ করতে না পারে তা হলে যেন দুমাস অনবরত রোজা রাখে। এটা আল্লাহর তরফ থেকে এ গুনার উপর তাওবা করার পদ্ধতি। আর আল্লাহ তাআ'লা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

(সূরা, নিসা, আয়াত-৯২)

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল, রক্ত মূল্য যে পরিমানই হউক না কেন সব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের হাতে সর্পোদ করতে হবে। এর কোন অংশ নিজের জন্য বা বায়তুল মালের জন্য বা অন্য কারোর জন্য কোন ক্রমেই কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সমস্ত মুহাদ্দিসীন মুফাস্সিরীন এবং উলামায়ে মুহাক্কিকীন একমত। এখানে তাবীল বা ইজতে হাদের কোন অবকাশ নেই। কেননা যে ক্ষেত্রে কু'রআন-হাদীসের হুকুম পরিষ্কার থাকে সে ক্ষেত্রে ইজতে হাদের অবকাশ কোথায়? তই রাসুল (সাঃ) এবং খুলা ফায়ে রাশিদীনের যুগ পর্যন্ত এ সুন্নাত ই চালু ছিল যে, রক্ত পণের সমুদয় অংশ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের হাতে অর্পন করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি কাফির হউক কিংবা মুসলমান হউক। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তা দুভাগ করে অর্ধেক দিয়েছেন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের কে এবং অর্ধেক রেখেছেন নিজের জন্য বা বায়তুলমালের জন্য। সুতরাং এটা যে সুন্নাতের পরিবর্তন ছিল, এর জন্য কোন দলীল প্রমানের প্রয়োজন পড়ে না। অমুসলিমের রক্ত মুল্যের পরিমাণ সম্পর্কে যদি ও রাসুল (সাঃ) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, যার কারণে ফুকা'হাদের মধ্যে ও মত পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু রক্ত মুল্যের কোন অংশ নিজের জন্য বা বায়তুল মালের জন্য গ্রহণ করার ব্যাপারে একটি বর্ণনা ও নেই।

মাওলানার সমালোচনা কারীরা বলেছেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন হাদীসের (অর্থাৎ কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, কাফিরের রক্ত মুল্য মুসলমানের সমান, কোন বর্ণনায় এসেছে অর্ধেক,

কোন বর্ণনায় এক তৃতীয়াংশ) মধ্যে সামন্জস্য বা মিল দিতে গিয়ে ইজতিহাদ করে এ রূপ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন মিল হয়নি। কারণ তিনি হত্যাকারী থেকে মুসলমানের রক্ত মুল্যের সম পরিমাণ এক হাজার দীনারই আদায় করেছেন, কিন্তু এর অর্ধেক দিয়েছেন ওয়াসিদের কে এবং অর্ধেক নিজের জন্য বা বায়তুল মালের জন্য রেখেছেন। তা হলে পরস্প র বিরোধী বর্ণনা গুলোর মধ্যে মিল হল কোথায়? আর এ ক্ষেত্রে কি ইজতে হাদের অবকাশ আছে? আর যদি থেকে ও থাকে তা হলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর ইজতে হাদ সম্পর্কে শাহ আব্দুল আ'জীজ মুহাদ্দিসের দেহলভী বলতেছেন।

جن صحابہ کرام کو مرتبۂ اجتہاد کا حضور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہ ہوا تھا - ایسے صحابہ کرام کے اجتہاد کی نفی کرنا سدرست ہے - اس واسطے کہ ایسے صحابہ کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مرتبہ اجتہاد کا حاصل نہ ہوا تھا - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے کسی مسئلہ اجتہاد یہ کی تصدیق نہیں فرمائی ہے تا اجتہاد ان کا معتبر اور مفتی بہ ہو سکے - اور جس نے حضرت معاویہ (رض) کو مجتہد کہا تو اس نے بھی درست کہا، اس واسطے کہ حضرت معاویہ (رض) نے اخیر عمر میں احادیث کثیرہ دیگر صحابہ کرام سے سنیں اور اس وجہ سے بعض مسائل فقہ میں دخل دیتے تھے اور یہی مراد ہے حضرت ابن عباس (رض) کی اس قول سے کہ انہ فقیہ (وہ فقیہ ہیں) -

(فتاوی عزیزی مترجم ص ۲۱۸)

হুজুর (সাঃ) এর দরবারে যে সব সাহাবায়ে কিরামের ইজতে হাদের মর্যাদা লাভ হয়নি, এমন সব সাহাবায়ে কিরামের ইজতেহাদ অমান্য করা ঠিক আছে। হুজুর (সাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কোন ইজতেহাদী মাসআলা কে সত্যায়িত করেননি। সুতরাং তাঁর ইজতেহাদ কি ভাবে নির্ভরযোগ্য ও ফাতোওয়ার ভিত্তি হবে? আর যে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে মুজতাহিদ বলেছে, সে ও ঠিক বলেছে। এ জন্য যে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) শেষ জীবনে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের কাছ থেকে অনেক হাদীস শুনেছেন। তাই কোন কোন ফেকহী মাসআলার ব্যাপারে তার দক্ষতা হয়ে গিয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথার ''নিশ্চয়ই তিনি ফাকীহ'' অর্থ এটাই। (ফতোওয়ায়ে আজিজী, পৃঃ২১৮)

০চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের দিয়ত বা রক্তমুল্য সম্পর্কে ইমাম যুহরীর উক্তিঃ

হাফিয ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন যে, ইমাম যুহরী বলেছেনঃ

قال الزهری ومضت السنة ان دیة المعاهد کدیة المسلم وکان معاویة اول من قصرها الی النصف واخذ النصف لنفسه - (بدایة النهایة ج ۸ ص ۱۳۹)

সুন্নাত এটাই চলে আসছিল যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের রক্তমুল্য মুসলমানের রক্ত মুল্যেরই সমান হবে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ই প্রথম ব্যক্তি যিনি এটাকে কমিয়ে অর্ধেক করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক নিজে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। (বেদায়া ৮ম খন্ড, পৃঃ১৩৯)

ইমাম বায় হাকী ইমাম যুহরীর আর ও একটি উক্তি বর্ণনা করেনঃ

عن الزهری قال کانت دیة الیهودی والنصری فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم مثل دیة المسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم فلما کان معاویة اعطی اهل المقتول النصف وألقی النصف فی بیت المال قال ثم قضی عمربن العبد العزیز فی النصف وأالقی ما جعل معاویة -

(السنن الکبری للبیهقی ج ۸ ص ۱۰۲)

ইমাম যুহরী বলেছেন, রাসুল (সাঃ) হযরত আবুবকর, উমর এবং উসমান (রাঃ) এর যুগে ইয়াহুদী ও নাসারাদের রক্ত মুল্য মুসলমানের রক্ত মুল্যের সমান ছিল। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর সময়ে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের অর্ধেক দেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বায়তুল মালের জন্য নির্ধারণ করেন। পরে হযরত উমর বিন্ আব্দুল আযীয অমুসলিমের রক্তমুল্য অর্ধেকই রাখেন কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বায়তুল মালের জন্য যেটা নির্ধারণ করেছিলেন এটা রহিত করে দেন। (সুনানে বায়হাবসী, ৮ম খন্ড, পৃঃ১০২)

বিজ্ঞ পাঠক বৃন্দ ! লক্ষ্য করুন, হাফিয ইবনে কাসীরের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, ইমাম যুহবী বলেছেন চুক্তি বদ্ধ অমুসলিমের রক্ত মুল্যের অবশিষট অর্ধাংশ হযরত মুআবিয়া তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন। আর বায়হাকরি বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে,

তিনি বলেছেন অবশিষ্ট অর্ধাংশ বায়তুল মালের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ইমাম যুহরীর পরস্পর বিরোধী এ দুটি কথার মধ্যে মিল দিতে গিয়ে উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ বনি উমাইয়্যার সময়ে বায়তুলমাল এবং নিজস্ব কোষাগার থেকে যেমন বিনা দ্বিধায় খরচ করাহত, ঠিক তেমিন বায় তুলমাল থেকে ও নিঃসংকুচে নিজের জন্য ব্যয় করা হত । তাই ঐতিহাসিকরা একই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কোথা ও لنفسه (নিজের জন্য). আবার কোথা ও لبيت المال (বায়তুলমালের জন্য) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর যেহেতু বায়তুলমাল ও নিজস্ব কোষাগারের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাই তারা বায়তুলমালের জন্য বলতে ''নিজের জন্যই'' বুঝিয়ে থাকেন।এ জন্য বায় হাকীর বর্ণনায় ''বায়তুল মালের জন্য'' বলে ইমাম যুহরী ''নিজের জন্যই'' বুঝিয়েছেন। অতএব এখন আর কোন বিরোধ থাকল না । এখন কথা হল, ইমাম যুহরী ও হাফিয ইবনে কাসীর যখন বলতেছেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) অমুসলিমের রক্ত মুল্যের অর্ধেক তার নিজের জন্য নিয়েছেন তখন মাওলানা মাওদুদী (রাহঃ) একথা বললে তাঁর অপরাধটা কোথায়? হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়ে যে বায়তুল মাল ও নিজস্ব কোষাগারের মধ্যে যে কোন পার্থক্য ছিল না তা বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে উঠে।

০ এ ব্যাপারে ইমাম মুহীউদ্দিন নববীর বর্ণনাঃ

তিনি হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবু বকর (রাঃ) এর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেনঃ

ولما ابى البيعة ليزيد بن معاوية بعثوا اليه بمائة الف درهم ليستوطفوه فردها وقال لا ابيع دينى بدنياى رضى الله عنه - (تهذيب الاسماء واللغات)

হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) যখন ইয়াযীদের বায়আ'ত কে অস্বীকার করলেন, তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আব্দুর রাহমান কে বায়আ'তের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর কাছে এক লক্ষ দিরহাম পাঠান। কিন্তু হযরত আব্দুর রাহমান এ বলে তা ফিরিয়ে দেন ''আমি আমার দ্বীন কে দুনিয়ার বদলে বিক্রি করতে পারি না।'' (তাহযিবুল আসমা ওয়াল্লুগাত)

০ হাফিয ইবনে কাসীরের বর্ণনাঃ

بعث معاوية الى عبد الرحمن بن ابى بكر(رض)بمائة الف درهم بعد ان ابى بيعة ليزيد ابن معاوية فردها عبد الرحمن وابى ان يأخذها وقال : ابيع دينى بدنياى؟ (البداية والنهاية ج ٨ ص ٨٩)

হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবুবকর (রাঃ) ইয়াযীদের বিন মুআবিয়া (রাঃ) এর বায়আ'ত অস্বীকার করলে হযরত মুআবিয়ার তাঁর কাছে এক লক্ষ দিরহাম পাঠান। কিন্তু হযরত আব্দুর রাহমান তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ আমি কি আমার দ্বীন কে দুনিয়ার বদলে বিক্রি করে ফেলব? (বেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃঃ৮৯)

এ বর্ণনা আল্লামা ইবনুল আসীরের তারিখুল কামিল, তাবকা'তে ইবনে সাআ'দ ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৮২ এবং তরজমায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তে ও বর্ণিত হয়েছে।

০ আল্লামা তাবারীর বর্ণনাঃ

আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেনঃ মালিক ইবনে হুবাইরা হযরত হুজর (রাঃ) কে মুক্ত করার জন্য হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে সুপারিশ করেন। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এ সুপারিশ উপেক্ষা করে হযরত হুজর কে হত্যা করলে মালিক ইবনে হুবাইরা রাগ করে চলে যান। এর পরের ঘটনা আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেনঃ

ورجع مالك حتى نزل فى منزله، ولم يأت معاوية، فارسل اليه معاوية فابى ان يأتيه، فلما كان الليل بعث معاوية اليه بمائة الف درهم.(طبرى ج ٥ ص ٢٧٨)

মালিক ইবনে হুবাইয়া হযরত মুআবিয়ার কাছে না এসে তার ঘরে চলে গেলেন। হযরত মুআবিয়া তার কাছে লোক পাঠালেন, কিন্তু তিনি আসতে অস্বীকার করলেন । যখন রাত্রি হল, তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তার কাছে তাকে খুশী করার জন্য এক লক্ষ দিরহাম পাঠালেন। (তাবারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ২৭৮)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নিঃস ছিলেন, রাসুল (সাঃ) যাকে معاوية বা নিঃস বলেছেন, হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে যার মাসিক বেতন ৮০ দিনার ছিল, তিনি এক লক্ষ দিনারের মালিক হলেন কিভাবে ? এর উত্তরে যে কেউ বাধ্য হয়ে বলবে এসব বাযতুলমাল থেকেই খরচ করা হয়েছে।

বিজ্ঞ পাঠক বৃন্দ ! উপরোক্ত আলোচনার পর আপনারা নিজেরাই নির্ধারিত করুন, মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এবং তাঁর সমালোচনা কারীদের কথা গুলোর মধ্যে কার কথা কতটুকু যথার্থ।

تقسیم غنائم کا مسئلہ

✍ গণীমতের মাল বন্টনের মাসআলা

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়ের আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) বলেনঃ

○মাওলানার বক্তব্যঃ

مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ(رض) نے کتاب و سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی - کتاب وسنت کی روسے پورے مال غنیمت کا پنچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاھیئے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم کیے جاتے چاہئیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو- لیکن حضرت معاویہ(رض) نے حکم دیا کہ مال غنیمت کا چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال لیا جائے پھر باقی مال قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے - (خلافت وملوکیت ص ۱۷٤)

গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারেও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধা চারণ করেন। কিতাব ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা রাখতে হবে এবং অবশিষ্ট চার অংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) গণীমতের মাল থেকে স্বর্ণ রৌপ্য তার জন্য পৃথক করে রাখার এবং অন্যান্য মাল বিধান অনুযায়ী বন্টন করার নির্দেশ দেন।

(খিলাফত ও মুলূকি ওত পৃঃ১৭৪)

মাওলানার বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায়ঃ

(১) গণীমাতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া(রাঃ) কু'রআন সুন্নার পরিষ্কার বিধানের বিরোধিতা করেন।

(২) গণীমতের মাল থেকে স্বর্ণ রৌপ্য পৃথক করে তাঁর নিজের জন্য রাখার নির্দেশ দেন।

সমালোচনা কারীদের বক্তব্যঃ

(১) গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কু'রআন হাদীসের হুকুমের কোন প্রকার বিরোধিতা করেন নি। বরং কুরআন হাদীসের হুকুম অনুযায়ীই বন্টন করেছেন।

(২) স্বর্ণ-রৌপ্য তাঁর নিজের জন্য নয়, বরং বায়তুল মালের জন্য আলাদা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা কু'রআন হাদীস এবং উলামায়ে কিরামের বর্ণনা ও মতামত একটু খুঁজ করে দেখি, দলীল প্রমানের ভিত্তিতে কার কথা কতটুকু প্রমাণিত।

কু'রআনের দৃষ্টিতে গণীমতের মালের হুকুম

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেনঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - (سورة انفال آية ٤١)

''জেনে রেখ, যে সমস্ত বস্তু তোমরা গণীমত। হিসেবে লাভ কর, এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং রাসূলের নিকট আত্মীয়দের, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের।"(সূরা আনফাল -৪১)

এ আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং অন্যান্যদের জন্য যে পঞ্চমাংশের কথা বলা হয়েছে ঐ পঞ্চমাংশই বায়তুল মালে যাবে। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত নিজের জন্য তো দূরের কথা বায়তুল মালের জন্য গ্রহণ করা আল্লাহ তাআ'লার হুকুমের খেলাফ ।

হাদীসের দৃষ্টিতে গণীমতের মালের হুকুমঃ

عن ابى العالية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فيكون اربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس -

(مصنف ابى شيبة جـ ١٢ ، كتاب الجهاد)

হযরত আবুল আলিয়া বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সাঃ) এর কাছে যখন গণীমতের মাল আসত, তখন তিনি এটাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতেন। চার ভাগ যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন তাদের জন্য এবং এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য গ্রহণ করতেন। (মুসান্নিফে আবীশাইবা, ১২ তম খন্ড, কিতাবুল জিহাদ)

عن عبد الله بن شقيق العقيلى قال : قام رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ! اخبرنى عن الغنيمة فقال لله سهم ولهؤلاء اربعة، قال : قلت : فهل احد احق بها من احد، قال : فقال ان رميت بسهم فى جنبك فلست باحق به من اخيك - (مصنف ابى شيبة جـ ١٢ ، كتاب الجهاد)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকীক উকা'ইলী বর্ণনা করেনঃ এক ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসুল। আমাকে গণীমাতের ব্যাপারে জানতে দিন। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন, আল্লাহর জন্য এক অংশ এবং এই মুজাহিদ্দীন দের জন্য চার অংশ । তখন লোকটি পুনরায় বলল, এ ব্যাপারে কেউ কি কারোর চেয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারে? রাসুল (সাঃ) উত্তরে বললেন, তোমার নিকটস্থ অংশের ব্যাপারেও তুমি তোমার অন্য ভাইয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারনা। (মুসান্নিফে আবী শাইবা, ১২তম খন্ড, কিতাবুল জিহাদ)

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ পর্যন্ত এ সুন্নাত ই চালু ছিল যে, তারা গণীমতের মালের চার ভাগ মুজাহিদীনদের কে দিতেন এবং এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য গ্রহণ করতেন।

○ গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নির্দেশ এবং উলামায়ে কিরামের বর্ণনাঃ

○ আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনাঃ

ইবনে জারীর তাবারী বর্ণনা করেন, '' জাবালে আশাল'' নামক যুদ্ধে সেনাধৈক্ষ্য হাকাম বিন আমরের (রাঃ) কাছে বসরার গভর্ণর যিয়াদ যে চিঠি লিখেছিল তাতে সে উল্লেখ করেঃ

ان امير المؤمنين كتب الى ان اصطفي له صفراء وبيضاء والروائع فلاتحركن شيئا حتى تخرج ذالك -

فكتب اليه الحكم : اما بعد، فان كتابك ورد تذكر ان امير المؤمنين كتب الى ان اصطفى له كل صفراء وبيضاء والروائع، ولاتحركن شيئا، فان كتاب الله عز وجل قبل كتاب امير المؤمنين، وانه والله لو كانت السماء والارض رتقا على

عبد اتقى الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا -

وقال للناس : اغدوا على غنائمكم، فغدوا الناس،وقدعزل الخمس فقسم بينهم تلك الغنائم، قال : فقال الحكم : اللهم ان كان لى عندك خير فاقبضنى، فمات بخراسان بحرو - (تاريخ الطبرى جـ ٥ ص ٢٥١)

যিয়াদ, হাকাম বিন আমরের (রাঃ) কাছে লিখে, আমীরুল মুমিনীন আমাকে লিখেছেন, গণীমতের মালের কোন কিছু স্থানান্তরিত করার পূর্বেই তাঁর নিজের জন্য যেন স্বর্ণ রৌপ্য এবং অন্যান্য মুল্যবান বস্তু আলাদা করে ফেলা হয়। হাকাম (রাঃ) প্রত্যুত্তরে লিখলেন, আপনার পত্র আমার কাছে পৌছেছে । আপনি লিখেছেন, আমীরুল মুমিনীন তাঁর নিজের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি আলাদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর কিতাব আমীরুল মুমিনীনের কিতাবের উপর অগ্রগণ্য। আল্লাহর কসম আসমান যমীনের সব কিছু যদি কারো বিরোদ্ধে চলে যায় এবং এরপর ও সে যদি আল্লাহ কে ভয় করে, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তার কোন উপায় করে দেবেন। অতঃপর তিনি লোকদের কে বললেন, তোমাদের গণীমতের মালের জন্য সকালে এস । লোকজন সকালে আসলে তিনি পঞ্চমাংশ আলাদা করে অবশিষ্ট মাল তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অতঃপর হাকাম বিন আমর দোআ' করলেন; হে আল্লাহ্ ! যদি তোমার কাছে আমার কোন মঙ্গল থাকে তা হলে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে নাও। অতঃপর তিনি খুরাসানের ''মরো'' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। (তারীখে-তাবারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ২৫১)

○ ইমাম হাকিমের বর্ণনাঃ

যিয়াদ হাকাম (রাঃ) কে যে চিঠি লিখেছিল, তাতে সে উল্লেখ করেঃ

فان امير المؤمنين كتب ان يصطفى له الصفراء والبيضاء. (المستدرك جـ٣ص٤٤٢

আমীরুল মুমিনীন লিখেছেন, তাঁর নিজের জন্য যেন গণীমতের মালের সকল স্বর্ণ রৌপ্য আলাদা করে রাখা হয়। (আল্ মুসতাদরক, ৩য় খন্ড, পৃঃ৪৪২)

একটু পরেই ইমাম হাকিম লিখতেছেনঃ

وان معاوية لما فعل الحكم فى قسمة الفئ ما فعل وجه اليه من قيده وحبسه فمات فى قيوده - (ص ٤٤٢)

হাকাম গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে যখন এ নীতি গ্রহণ করেন, (অর্থাৎ পঞ্চমাংশ আলাদা করে অবশিষ্টাংশ লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেন) তখন আমীরে মুআবিয়া তাঁর লোক পাঠিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দি করেন। অবশেষে এই বন্দি অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (পৃঃ৪৪২)

ইমাম যাহাবী ও এ বর্ণনা অবিকল ভাবে ''তালখীসে'' বর্ণনা করেছেন।

০ আল্লামা ইবনুল আসীরের বর্ণনাঃ

كتب اليه زياد ان امير المؤمنين يعنى معاوية كتب ان يصطفى له الصفراء والبيضاء فلاتقسم فى الناس ذهب ولافضة - (اسد الغابة) .

যিয়াদ হযরত হাকাম (রাঃ) কে লিখে, আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) লিখেছেন, তাঁর নিজের জন্য গণীমতের মালের সকল স্বর্ণ-রৌপ্য আলাদা করে রাখা হয়, এবং লোকদের মধ্যে যেন তা বন্টন না করা হয়। (উসদুল গা'বা)

আল্লামা ইবনুল আসীর তাঁর ''তারীখুল কামিলে'' ও এ বর্ণনা এনেছেন।

০ আল্লামা ইবনে কাসীরের বর্ণনাঃ

جاء كتاب زياد اليه على لسان معاوية ان يصطفي من الغنيمة لمعاوية ما فيها من الذهب والفضة لبيت ماله فرد عليه : ان كتاب الله قبل كتاب امير المؤمنين اولم يسمع لقوله عليه السلام لاطاعة لمخلوق فى معصية الله وقسم فى الناس غنائمهم فيقال انه حبس الى ان مات. (بداية والنهاية جـ ٨ ص ٤٧)

হযরত হাকাম (রাঃ) এর কাছে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর চিঠি যিয়াদের তরফ থেকে এসে পৌছল । তিনি যেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিজস্ব কোষাগারের জন্য সকল স্বর্ণ রৌপ্য আলাদা করে রাখেন। প্রত্যুত্তরে তিনি যিয়াদের কাছে লিখলেন, আল্লাহর কিতাব আমীরুল মুমিনীনের কিতাবের উপর অগ্রগণ্য। তিনি কি শুনেন নাই, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, গুনাহের কাজে কারো আনুগত্য করতে নেই। এর পর হযরত হাকাম (রাঃ) সমস্ত সম্পদ মুজাহিদীনদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বলা হয়ে থাকে এর পর তাকে বন্দী করা হয় এবং এ অবস্থায় ই তিনি মারা যান। (বেদায়া ওয়ান নেহায়া,৮ম খন্ড, পৃঃ৪৭)

ইবনে কাসীরের আরও একটি বর্ণনাঃ

ان امير المؤمنين قد جاء كتابه ان يصطفى له كل صفراء وبيضاء يعنى الذهب والفضة يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال فكتب الحكم بن عمرو : ان كتاب الله مقدم على كتاب امير المؤمنين، وانه والله لوكانت السماوات والارض رتقا على عبد فاتقى الله يجعل له مخرجا، ثم نادى فى الناس ان اعدوا على قسم غنيمتكم فقسمها بينهم وخالف زياد فيما كتب اليه عن معاوية وعزل الخمس كما امر الله ورسوله- (بداية النهاية جـ ٨ ص ٢٩)

যিয়াদ হযরত হাকাম (রাঃ) এর কাছে লিখেঃ আমীরুল মুমিনীনের চিঠি এসেছে, তিনি লিখেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্য যেন তাঁর নিজের জন্য আলাদা করা হয়। এবং এ গণীমতের মালের সব স্বর্ণ -রৌপ্য যেন বায়তুল মালের জন্য একত্রিত করা হয়। হযরত হাকাম (রাঃ) উত্তরে লিখলেন, আল্লাহর কিতাব আমীরুল মুমিনীনের কিতাবের উপর অগ্রগন্য। আল্লাহর কসম যদি আসমান ও যমীন কারো দুশমন হয়ে যায় এবং এর পর ও সে আল্লাহ কে ভয় করে, তা হলে আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য কোন না কোন পথ বের করে দেবেন। এর পর তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন, তোমরা নিজেদের গণীমতের মাল বন্টন করা আরম্ভ করে দাও। অতঃপর তিনি লোকদের মধ্যে মালে গণীমাত বন্টন করে দিলেন। এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর তরফ থেকে যিয়াদ যা লিখেছিল এর বিরোধিতা করলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী বায়তুল মালের জন্য পঞ্চমাংশ আলাদা করলেন। (বেদায়া ওয়ান্নে হায়া, ৮ম, খন্ড, পৃঃ ২৯)

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর বেদায়া ওয়ান্ নেহায়ার ২৯ নং পৃষ্ঠার এ বর্ণনায় প্রথমে বলেছেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর নিজের জন্য স্বর্ণ রৌপ্য আলাদা করার নির্দেশ দেন এবং পরে বলেছেন তিনি সব স্বর্ণ রৌপ্য বায়তুলমালের জন্য একত্রিত করার নির্দেশ দেন। বাহ্যতঃ তাঁর কথার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ আল্লামা ইবনে কাসীর ৪৭ নং পৃষ্ঠার ঐ বর্ণনায় তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি সেখানে বলেছেন لبيت ماله অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব বায়তুল মালের জন্য আলাদা করার নির্দেশ দেন। সুতরাং এখন আর কোন বৈপরীত্ব থাকল না। তাছাড়া দিয়ত বা রক্ত মূল্যের মাস আলায় বলা হয়েছে যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়ে সরকারী বায়তুলমাল এবং নিজস্ব বায়তুল মালের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাই ঐতিহাসিকরা একই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কখনও বায়তুল মালের জন্য আবার কখন ও নিজের জন্য অর্থাৎ নিজস্ব বায়তুল মালের জন্য লিখেছেন।

সমালোচনা কারীরা দলীল প্রমাণের দিক থেকে পরাজয় স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত একটি অভিনব কথা বলেছেন, তা হলঃ যেখানে নাকি له শব্দ অর্থাৎ নিজের জন্য .

গ্রহণের কথা এসেছে তার অর্থ হল বায়তুলমালের জন্য। ভাল কথা, তা হলে মাওলানা মওদুদী (রাহ্) ও যেখানে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নিজের জন্য গ্রহণের কথা লিখেছেন এর অর্থ ও হল বায়তুল মালের জন্য। এখন তো আর তার উপর আপত্তি থাকার কথা নয়। এর পর ও কি তাকে সাহাবী বিদ্বেষী বলা চলবে?

বিজ্ঞ পাঠক বৃন্দ । এ বার ও ফায়সালার ভার আপনাদের উপর ছেড়েদিলাম । কুরআন হাদীস দ্বারা যখন স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হল, গণীমতের মালের পঞ্চমাংশের অতিরিক্তি নিজের জন্য তো দূরে কথা সরকারী বায়তুল মালের জন্য ও কোন ক্রমেই গ্রহণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে গণীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই সকল স্বর্ণ রৌপ্য নিজের জন্য কিংবা বায়তুলমালের জন্য গ্রহণ করা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসুলের উল্টো নয় তো কি? কেউ কেউ বলেছেন, এসব স্বর্ণ,রোপ্য পঞ্চমাংশ পরিমাণ ছিল, তাই হযরত মুআবিয়া আলাদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই যদি হতো তা হলে হযরত হাকাম (রাঃ) এর উপর অসন্তুষ প্রকাশ করে একথা কেন বললেন ''আল্লাহর কিতাব আমীরুল মুমিনীনের কিতাবের উপর অগ্রগণ্য''। তাঁর একথাই প্রমান দিচ্ছে এ স্বর্ণ ও রৌপ্য পঞ্চমাংশ থেকে অধিক ছিল। আর এ জন্যেই তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নির্দেশ অমান্য করে গোটা মালের পঞ্চমাংশ আলাদা করে অবশিষ্ট চার অংশ মুজাহিদীনদের মধ্যে বন্টন করে দেন । আর ও একটি কথা লক্ষ্যনীয় যে, আল্লামা তাবারী, ইমাম হাকীম, ইমাম যাহাবী, আল্লামা ইবনুল আসীর এবং আল্লামা ইবনে কাসীর সবাই যখন বর্ণনা করেছেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নিজের জন্য স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদী (রাহ্) এ কথা বললে তাঁর অপরাধটা কি হল?

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ । আমরা আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি। আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন, যে কয়টি মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে মাওলানা মওদুদী (রাহ্) যে কথা বলেছেন, অবিকল সে কথা বা এর চেয়ে আর ও শক্ত কথা অনেক সাহাবী, তাবিয়ী, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন এবং উলামায়ে মুহাক্কিকীনরা ও বলেছেন। এখন যদি এ সব কথার উপর ভিত্তি করে মাওলানা মওদুদী (রাহ্) কে সাহাবা বিদ্বষী, খারেজী ইত্যাদি বলা হয়, তা হলে পরোক্ষভাবে ঐসব মনিষীবৃন্দ কে তা বলা হচ্ছে। এটা প্রকাশ্য গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। মাওলানা কে হেয় করতে গিয়ে তারা কি-না সর্বনাশ করছে।

আসুন, আমরা সকল প্রকার গোমরাহী এবং হিংসা বিদ্বেষ থেকে নিজেকে দূরে রেখে মাওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহ্) এর স্বপ্ন ''ইসলামী খিলাফত'' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআ'লা যেন আমাদেরকে এ তৌফিক দান করেন। আমীন ।

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه